ভারতে মুসলিম হত্যা

ইফতেখার রসুল জর্জ

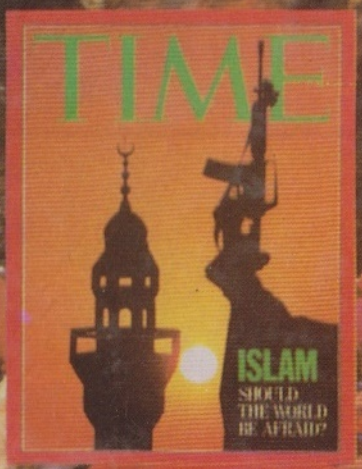

ভারতে মুসলিম হত্যা

[তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ভারতে সাম্প্রদায়িকতা বিজেপি,
বজরং দল, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, আর.এস.এস, শিব সেনা ও
হিন্দু মৌলবাদীদের কর্মকান্ডের উপর প্রামাণ্য গ্রন্থ]

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ভারতে মুসলিম হত্যা

KILLING OF MUSLIM IN INDIA

ইফতেখার রসুল জর্জ

www.pathagar.com

[স্বত্ব] এ.এইচ.এম .সিদ্দিকুর রহমান
এম.এ.এলএল.বি
ডি. আই. জি /প্রিজনস্ (আটিডি)
এডভোকেট, জজকোর্ট, ঢাকা

পরিবেশক ঃ নবীন প্রকাশনা কেন্দ্র/তৃতীয় তলা
মুন্নী প্রকাশন/নিচ তলা
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফেরদৌস পাবলিকেশান্স
৪১, নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা ১১০০
নসাস ঢাকা
৭বি, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

প্রকাশনায়
মৌলি প্রকাশনী'র পক্ষে
এসকে মাসুম
৩৮/৪, বাংলাবাজার /তৃতীয় তলা
ঢাকা: ১১০০

প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর ১৯৯৪

প্রচ্ছদ
জর্জ হায়দার
TIME, SUNDAY, NEWSWEEK পত্রিকার সাহায্য ও সৌজন্যে

মুদ্রণে
প্রান্তিকা মুদ্রণী
৪৩ দীননাথ সেন রোড, ঢাকা

Price in abroad
U.K. £ 4.00

www.pathagar.com

উৎসর্গ

আমার মা
বেগম মেহেরউন্নিসা মেরী
জননী জন্মভূমি, বাংলাদেশ
এবং
ধর্মীয় সম্প্রদায়িকতা, হত্যা, বর্ণবাদ ও সর্ব ধর্মের
তথাকথিত মৌলবাদীদের যাঁরা ঘৃণা করেন তাদের জন্য—
—**জর্জ**

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

গ্রন্থকারের অন্যান্য গ্রন্থ—

- মধ্যরাতের বাংলাদেশ '৭১ থেকে '৮১ এবং অতপর:/ ২য় সংস্করণ
- জনগণই ক্ষমতার উৎস/তৃতীয় সংস্করণ
- আমি জিয়া বলছি ঃ জিয়া'র নৃশংস হত্যাকান্ড
- মোল্লা নাসীরুদ্দীনের গল্প/ ৩য় সংস্করণ
- কীর্তিমানদের কীর্তি/ ৩য় সংস্করণ
- ঈশপের কল্প-গল্প/ ২য় সংস্করণ
- জেনারেল নলেজ এন্ড ওয়ার্ল্ড কুইজ
- জগৎ সেরা কিশোর মনীষী/ যন্ত্রস্থ
- মহিলা বিজ্ঞানীদের কীর্তি/ যন্ত্রস্থ

www.pathagar.com

যা না বললে নয়

বর্তমান গ্রন্থ 'ভারতে মুসলিম হত্যা' গ্রন্থটি রচনার কথা আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সাথে আলাপ করতেই আমার বেশ কিছু বন্ধু নিজস্ব যুক্তি দিয়ে এটি না লিখতে বাঁধ সেধেছিলো—আমি সেসব বন্ধুদের বিনয়ের সাথে বুঝাতে চেষ্টা করেছি আমার কথা—মানে, কেন্ এ গ্রন্থ? ওরা কেউ আমাকে ভুল বুঝলে আমি ওদের ক্ষমা করবো না।

অবশ্য, অবশ্য এবং অবশ্য এর প্রকাশের অধিকার রয়েছে—একথা ঠিক নয়, বাংলাদেশেই সংখ্যালঘুরা নিগৃহীত, নির্যাতিত ও ধর্ষিত হচ্ছে। এ বিশ্বভূবনে নানান জাতি, নানান ধর্ম সাম্প্রদায়িকতা, বর্ণবান ও মৌলবাদের শিকার হচ্ছে—বিনা কারণে আক্রান্ত হচ্ছে নেপাল, ভূটান, কাশ্মির আয়ত্বে চলে গেছে সিকিম—তেমনি ধর্মে ধর্মে যুদ্ধ বা গৃহযুদ্ধ হচ্ছে বসনিয়া-হার্জোগোভিনায়। আরো আরো স্থানে—অশান্ত আজ বিশ্ব

তবে বিভাগপূর্ব ভারতে এবং আজকের ভারতের সাম্প্রদায়িকতার চেহারা পাল্টায়নি। আজও সাম্প্রদায়িক হত্যা, নির্যাতন হচ্ছে ভারতে। এদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের পক্ষে যে একতরফা কাহিনী নিয়ে কিছু গ্রন্থ, সংকলন প্রকাশিত হয়েছে—এই গ্রন্থ তার উত্তর এবং পাশাপাশি আগামী প্রজন্মের জন্য একটি দলিল।

এছাড়া, চেষ্টায়ফিল্ড ঃ লন্ডন ভিত্তিক " HUMEN RIGHTS COMMITTEE" 4,DANCOND ROAD, DUGENHUM, ESSEX AND PUBLISHED BY WEFRIED ADAMS LTD: STATION ROAD. CHESTERFIELD. কর্তৃক প্রকাশিত " GENOCIDE OF MUSLIMS IN INDIA" গ্রন্থটি এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশে প্রামাণ্য তথ্য হিসেবে সংশোধিত রূপে সংযোজিত হলো।

কথায় আছে, 'ইট মারলে পাটকেলটি খেতেই হবে'। তাই হয়েছে দু'দেশে। সে ক্ষেত্রে আমি অবশ্যই বলবো,—বাংলাদেশ এখনো সাম্প্রদায়িকততার ক্ষেত্র হিসেবে ভারতের

www.pathagar.com

চাইতে অনেক অনেক নিরাপদ। বাংলাদেশ ঘোষিত ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র নয় তবে—নিরাপদ ও নিরপেক্ষ—সবার জন্য সমান। আর তাই মুক্তিযুদ্ধের ও মুক্তিযোদ্ধার ঘোষণা ঃ "বাংলায় হিন্দু, বাংলার বৌদ্ধ, বাংলার খৃষ্টান, বাংলার মুসলমান, আমরা সবাই বাঙালী।"

গ্রন্থে ব্যবহৃত চিত্র শুধু মুসলিম হত্যার নয়, হত্যা, নির্যাতন, অগ্নিসংযোগ, অবিচার ও নির্মমতার চিত্র এই বিশ্বের। প্রচ্ছদে ব্যবহৃত চিত্রও তাই—বোম্বে, কলকাতা, দিল্লী ও কাশ্মিরের সাম্প্রদায়িক সহহিংসতার।

এই গ্রন্থ তৈরিতে যে সব দেশী বিদেশী পন্ডিত ব্যক্তি ও ব্যক্তিবর্গের গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছি তাঁদের প্রতি আমি সবিনয় কৃতজ্ঞ রইলাম। বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ লেখক সৈয়দ হালিম, স্বশিক্ষিত প্রকাশক বন্ধু ফিরোজ খান এবং গ্রন্থটির প্রকাশক এসকে মাসুম-এর কাছে।

এই বিশ্ব সুখ শান্তিতে থাকুক এই কামনাই শেষ কথা—যা না হলেই নয়।

৪৩ দীননাথ সেন রোড
গেন্ডারিয়া গ্রীণ
ঢাকা-১২০৪

ইফতেকার রসুল জর্জ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ভারতে মুসলিম হত্যা

প্রথম অংশ

বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে এইতো মাত্র চব্বিশ বছর। আজ যারা বাংলাদেশে হিন্দু সংখ্যালঘুদের প্রতি বাঙালী মুসলমান তথা বাংলাদেশীদের দ্বারা সংঘঠিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কথা বলছে এবং রামায়ন, মহাভারতের মতো কাহিনী ফেঁদে বিভিন্ন নামে বই, পুস্তিকা এবং ভন্ডামিতে ভরা 'লজ্জা'-র মতো নির্লজ্জ মিথ্যা বানোয়াট ঘটনা নিয়ে উপন্যাস লিখছে তখন বাংলাদেশী, সর্বোপরি সত্যিকার বাঙালী হয়ে দর্শক বা শ্রোতা পাঠকের ভূমিকা নিয়ে বসে থাকা উচিৎ নয়। আর তাই ভেতরের তাগিদেই এই তথ্যনির্ভর গ্রন্থ রচনায় হাত দিয়েছি—আজ যেমন কোন কোন ক্ষেত্রে স্বাধীনতা অর্জনের ইতিহাস বিকৃত হচ্ছে, তেমনি প্রগতিবাদীর লেবাসে মাও-লেলিন-মার্কস ভাঙা দলছুট্‌রা Re-form বা পরিবর্তনবাদ—এর নামে দেশে বসে ভারতের দালালী করছে—কোন ঘটনাই ঘটনার বাইরে নয়। কিন্তু বাস্তবে গত বছরে প্রকাশিত বাংলাদেশী কিছু তথাকথিত বুদ্ধিজীবি তারা বৃহৎ রাশিয়া প্রজাতন্ত্র টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়ার পর নিজেদের অস্তিত্ত বা নিজে পেটানো সুনাম অখুন্ন রাখার জন্য এক ধরনের দেশদ্রোহীতা করছে। বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতা, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সমস্যা পৃথিবীর বর্তমান অস্থির সময়ে সমুদ্রে এক বিন্দু তুষার পতন ব্যতিত কিছুই নয়। হিন্দু, মুসলিম, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন, বা আরো আরো জাতি সম্প্রদায় পৃথিবীর কোথায় নিগৃহীত না হচ্ছে? বসনিয়া-হারজেগভিনার বর্তমান অবস্থা হাতে রেখে—দাঙ্গা সংক্রান্ত ১০০% ভাগ দায়-দায়িত্ব চাপানো যায় ভারতের উপর। এমন কোন মাস নেই, বছর নেই যে ভারতের কোন না কোন রাজ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হচ্ছে—যার বেশীর ভাগ শিকার মুসলমান। যদি সম্প্রদায়িকতার ইতিহাস দেশের মানুষকে জানাতেই হয়, সচেতনতা তৈরী করতেই হয়, তাহলে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস বিকৃতির ভূমিকার মতো এক তরফা কাজ (তাদের ভাষায় গবেষণা)! করলে চলবে না। এই চালচিত্র প্রজন্ম '৭১ এর কাছে স্বাধীনতা যেমন মূল্যবান তেমনি ২০০১ সালের যে নতুন প্রজন্ম আসবে তারা কি জানবে? জানবে বাঙালী মানে সেই প্রজন্মের বাবা, ভাই, চাচারা সাম্প্রদায়িক ছিলো, তাঁরা হিন্দু হত্যা করেছেন। আমাদের উচিৎ ছিলো ভারত ও বাংলাদেশের দাঙ্গার কারণ, পরিবেশ, পরিস্থিতি ও

www.pathagar.com

মানবিকতার বিচার বিশ্লেষণ করে এসব বই প্রকাশ করা। এ দেশের এ মাটির সন্তান অবশ্যই দেশকে ভালোবাসবে, মন্দও বালবে যদি মন্দ তেমন হয়। রাজনৈতিক, রাজনীতিক এবং নব্য এলিট বা আঁতেলদের কথা বাদ দিয়েই আমি সাধারণেরও নিচে বাস করা এক বাঙালী মুসলমান মনে প্রাণে বিশ্বাস করি, এদেশ যেমন পুরোটা—আমার তেমনি হিন্দুর, খৃষ্টানের, বৌদ্ধর বা আরো সবার যারা জন্মসূত্রে বাঙালী এবং বাংলাদেশী। তাই প্রজন্ম '৭১ এর পরবর্তী প্রজন্ম যেনো স্বাধীনতার বিকৃত ইতিহাস (সরকার প্রকাশিত) এর মতে ভারতীয় দালালদের লেখা ইতিহাস পড়ে নিজেদের ভুল না ভেবে বসে। দু ভাইয়ে, দু'বোনে, পিতা-পুত্রে, স্বামী-স্ত্রীতে বিবাদ হয়—চরমে হয়, হত্যা কিংবা ভিন্নতর অনাকাংক্ষিত কিছু। তেমনি ভারত ও বাংলাদেশ সমস্যা। এ যেন বড়দা (ভারত) সর্বদা ছোট ভাই (অস্বীকৃত) কে অত্যাচার করছে, করছে সেই ইংরেজ আমল থেকেই—মাত্রাটা বেড়েছে '৪৭ পরবর্তী ৪ দশকে এবং বর্তমানে এই চার দশকের একটি প্রমাণ্য চিত্রই এই গ্রন্থে থাকছে। এটি বাংলাদেশে গত দু'বছরে প্রকাশিত গ্রন্থের মতো একপেশে বা তোসামোদ করে মুদ্রিত কিছু নয়—এর যা কিছু কাহিনী বর্ণনা তার সবটুকু তৃতীয় পক্ষ Human Rights Committee, London, Essex ভিত্তিক কমিটির সরেজমিন রিপোর্ট। মূল গ্রন্থের শিরোনাম "GENOCIDE OF MUSLIM'S IN INDIA" শুধু এই কাহিনী পড়তে গিয়ে মনে রাখতে হবে তখন আমরা দখলদার পাকিস্তানী মুসলমান ছিলাম, বর্তমানে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের নাগরিক এবং বাঙালী-বাংলাদেশী এবং মুসলমান। আমরা তখন পাকিস্তানী ছিলাম বলেই হত্যা করা হবে এটাও কোন যুক্তির কথা নয়। হত্যা করা হয়েছে মুসলমান এবং ভারতে। এই কমিটির রিপোর্ট ব্যতিত এতে অবশ্যই বর্তমান তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের দাবীদার ভারতের মুসলিম হত্যার ইতিহাস আছে, আছে শিশুহত্যা, নারী ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, লুটতরাজ, শিল্পক্ষেত্রে, কর্মক্ষেত্রে, এবং সামাজিকভাবে বঞ্চিত ও লাঞ্চিত করার করুণ কাহিনী । আমি ব্যক্তিগতভাবে ভারতে যখন ৬ই ডিসেম্বর '৯২ পৃথিবীর ইতিহাসের সবচাইতে কলঙ্কিত দিন বাবরী মসজিদ গাইতী, শাবল, কুড়োল দিয়ে ধ্বংস করা হচ্ছিল তখন বিলেতের নিজের রুমে বসে বসে B.B.C-তে দেখছিলাম কী করে শহীদ হলো বাবরী মসজিদের—আমি বিলেতের হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান এক্য পরিষদের বেশ কয়েকটি সভায় উপস্থিত ছিলাম, একটি বাংলা পত্রিকায় কাজ করতাম সেই সুবাদে। তখন দেখেছি লন্ডন ভিত্তিক নেতারা বার বার বাংলাদেশে আসছেন, আবার ফিরে যাচ্ছেন। তাদের প্রধান ও একমাত্র কাজ পুরোনা, পরিত্যাক্ত, ভাঙা মন্দিরের ছবি সংগ্রহ করা,

www.pathagar.com

ভিডিও রেকর্ডিং করে নিয়ে যাওয়া। এদেশে যেমন বাঙালী মুসলমান ভারতীয় পা-চাটা দালাল আছে, তেমনি সেখানেও আছে, তবে সংখ্যায় কম। এরা ১ পাউন্ডকে ৬০ টাকা হিসেব করে না। করে ১ টাকার হিসেব—তাই ৪০০ পাঃ (যা ওদের টাকা) খরচ করে যাতায়াত করতে অসুবিধা কোথায়! এরা বৃটিশ নাগরিক—বাংলাদেশী নিয়মে দ্বৈত দেশের নাগরিক। আর সেখানেই সুবিধে। ওখানে ঝামেলা হলে দেশে চলে আসো, এখানে হলে সোঝা বিলেত। আটকায় কোন বেটা! যেমন আটকানো সম্ভব হলো না নিমফোমেনিয়াক, নারীবাদীর নামে যৌন স্বাধীনতার প্রবর্তক বিজেপি ও পশ্চিমা মুসলিম বিরোধীদের পুষ্য কুক্কুরী তসলিমা নাসরিনকে। একজন নাসরিন সারা বিশ্বের মুসলমানের বিশ্বাস ও পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরান নিয়ে মসকরা করছে আর ওরা পশ্চিমারা মারহাবা মারহাবায় মত্ত। আসলে মানবিক কারণ নয়, ওরা ইসলামের শত্রু তাই তসলিমা ওদের কাছে লভ্য, প্রিয়। আমার বন্ধু আন্তর্জার্তিক খ্যাতিমান কবি দাউদ হায়দার তার বিতর্কীত কবিতার স্বপক্ষে আমি কোন যুক্তি পাই না—তবে তার কাব্যগ্রন্থের প্রায় সবগুলোরই আমি প্রকাশক—কারণ, আমি কবি না হলেও কবিতার ভাষা বুঝি। বিশ্ব সুন্দরী প্রতিযোগীতার ভেতরের নোংরা কাহিনীর মতো লীলা-কলা, ও রূপ দিয়ে আনন্দবাজার গোষ্ঠীর কিছু নারীলোভীর হাত থেকে তসলিমা নাসরিন আনন্দ পুরস্কায় ছিনিয়ে এসেছে। দাউদ পারেনি ১৩ বছর ভারতে থেকেও, কারণ দাউদ হায়দার শুধু পুরুষ নয়, সু-পুরুষ। সেও নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে ১০০ ভাগ। তার রচনা তসলিমার রচনার সাথে তুলনা করাও মূখ্যতা হবে। এটা বিজ্ঞাপনের যুগ, আমার অকাল প্রয়াত বন্ধু পত্নী (একদার) তসলিমার গায়ের রং, উচ্চতা, উপজাতীয় ঢংয়ের বন্য মিষ্টি চেহারায় এতোই আলো যে আনন্দবাজার পুরস্কার বিচার কমিটির মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিলো। তারপর তরল পানিয়ের সঙ্গী হওয়া, কবির গৃহ প্রবেশে সহযোগীতা করা, সাথে বোনাস দু রাত্রি যাপন-এর একটা মূল্য তো তাদের দিতেই হবে। সবচাইতে বড় কথা চরিত্রহীনা এই ৩২ (হিসেবে ৩৫/৩৬ হবে) নারী—পুরুষ ভীষণ পছন্দ করে, যেমন করতেন ক্লিওপেট্রা, লিনোঁ দ্য লেক্লো, কিটি, লেইস, ফ্লীন, আসপাসিয়া, হেলোয়া, ভ্যালেরিয়া, মেসালিনা, মারিয়া ওয়ালেস্কা, পলিন বেনাপার্ট, ক্রিষ্টান কিলার, লিজ টেলার-এরা কেউ সখের বারবনিতা, কেউ নিমলোমেনিয়াক, কেউ পারভার্ট—এদের বা এধরনের ধর্ম বিরোধীদের জন্য মৌ-মাছির অভাব হয় না। পুরস্কারেরও অভাব হয় না।

হিন্দু রাষ্ট্র ভারত ধর্মনিরপেক্ষতার লেবাস লাগিয়ে কখনো কখনো একজন মুসলমান রাষ্ট্রপতি পুতুল বসিয়ে পৃথিবীকে ধোকা দিয়েছে—বর্তমানে জনগণ

www.pathagar.com

ততটা বোকা কী? তারা এখন এটুকু বোঝেন প্যাট বা টাইগার মনসুর আলী খান পাতৌদি, আজহারউদ্দীন ব্যতিত উদ্ধার নেই। নেই বলেই ওরা ভারতের ক্রিকেট শাসন করে, যেমন করে চলচ্চিত্রে ১০/১২ টি মুসলমান ছেলে। এখানে কোন কনসেশন নেই।

আমার মতো লোক কী বললো তাতে অনেকের গাত্র জ্বালা হতে পারে। কিন্তু সত্যিকার বোদ্ধা, গবেষক, প্রাবন্ধিক শ্রদ্ধেয় বদরুদ্দীন উমর তসলিমা নাসরিন ও ভারতের মৌলবাদ সম্পর্কে যা বলেন, এখানে তার উদ্ধৃতি একান্ত,—

> ....."তসলিমা নাসরিন নামে এক লেখিকার এক সাক্ষাৎকার-যেটি তিনি কলকাতার Statesman পত্রিকায় দিয়েছেন। সেই সাক্ষাৎকারে আবোলতাবোল অনেক কথা বলার পর ব্যাপার বিশেষ সুবিধের নয় বুঝে তার একটা "প্রতিবাদ" তিনি ঐ পত্রিকায় পাঠিয়েছিলেন। মূল সাক্ষাৎকারটি বের হয়েছিলো ৯.৫.১৯৯৪ তারিখে। প্রতিবাদটি বের হয়েছিলো ১১.৫.১৯৯৪ তারিখে। মূল সাক্ষাৎকার বাদ দিয়ে প্রতিবাদ পত্রটিতেও বাহাদুরীর সাথে তিনি যা বলেছিলেন তা হচ্ছে, ...
>
> ....."I hold the Koran, the Vedas and the Bible and all such religious texts determining the lives of their followers as "out of place and out of time." We have crossed that social historical context in which these were written and therefore we should not be guided by their percepts. The question of revision, thorough or otherwise, is irrelevant. We have to move beyond these ancient texts if we want to progress. In order to respond to our spiritual needs let humanism be our new faith'.[১]
>
> ...."যে ব্যক্তিকে এদেশের কোন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে, জামাত শিবির ইত্যাদি ধর্মীয় রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলনে কোন দিন দেখা যায়নি, কোন সংগঠনের সদস্য হিসাবে অথবা তার সাথে যুক্ত থেকে কাজ করলে যাঁর কাছে সে কাজের কোন মূল্য নেই এবং যারা তা করে তারা উল্লেখযোগ্য নয়, এ কথা যিনি মনে করেন, তাঁর পক্ষে উপরোক্ত কথাবার্তা অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বাগাড়ম্বর ছাড়া আর কিছুই নয়। এর একমাত্র উদ্দেশ্য হলো এ দেশে ও ভারতে সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী তৎপরতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা, সব রকম প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির হাত জোরদার করা, তাদেরই এজেন্ট হিসাবে কাজ করা।"[২]

www.pathagar.com

....."মুসলিম মৌলবাদ বিরোধিতার নামে যিনি নিজেকে হিন্দু মৌলবাদীদের কাছে বিক্রি করেন, যিনি এ দেশের ও পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের ধর্মীয় প্রতিক্রিয়াশীলদের এবং সম্রাজ্যবাদের পণ্যদ্রব্য হিসাবেই হাজির হয়েছেন তাঁর পক্ষ অবলম্বনের কি যৌক্তিকতা এ দেশের প্রগতিশীলদের থাকতে পারে?"[৩]

....."এদেশে সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ বিরোধিতার ইতিহাস নোতুন নয়। পাকিস্তান আমল থেকে আজ পর্যন্ত অনেকেই এ বিরোধিতা অনেক সাহসিকতার সাথে করে এসেছেন, কিন্তু তাঁরা এমনভাবে তা করেননি যাতে হিন্দু অথবা মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাবাদী ও মৌলবাদীরা সেটা ব্যবহার করতে পারে। তার দ্বারা হিন্দু মুসলমান উভয় সাম্প্রদায়িকতাবাদীরাই আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। কিন্তু তসলিমা নাসরিন তাঁর অশিক্ষিত, অমার্জিত, করুচিপূর্ণ এবং ঔদ্ধত্যপূর্ণ নানা বক্তব্যের মাধ্যমে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন এবং ক্রমাগত করে চলেছেন সেটা হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদী শক্তিকেই সাহায্য করছে।

বাঙলাদেশ এখন পরিণত হয়েছে টাকা পয়সাওয়ালা দুর্নীতিবাজ ও সম্পূর্ণভাবে নীতিবিবর্জিত লোকদের রাজত্বে। কিন্তু এহেন বাঙলাদেশেও তসলিমা নাসরিনের মতো এমন মহিলা আরও পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ যে এইভাবে মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধিতার নামে প্রকৃতপক্ষে মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক শক্তির এজেন্ট হিসাবে কাজ করার জন্য নিজেকে বিক্রি করতে পারে। ধর্মীবিরোধিতার নামে নিজেই ধর্মকে ব্যবসায়ের পুঁজি হিসাবে অবলম্বন করে নিজের ভাগ্য ফেরানোর চেষ্টা করতে পারে। তাঁর এই নিকৃষ্ট পণ্য চরিত্রের জন্যই ভারতের বিজেপি ও আনন্দবাজারের মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক শক্তিসমূহের কাছে তিনি এতো প্রিয়। ঠিক এ কারণেই সেই নিকৃষ্ট মৌলবাদীদের মুখে তাঁর জয়গান।"[৪]

....."পুরুষ শাসিত সমাজে নারী নির্যাতনের সাধারণ কিছু খুঁটিনাটি দিক নিয়ে তসলিমা নাসরিন কিছু কিছু কথা বলে থাকেন। এজন্য কারও কারও ধারণা যে তিনি এদেশে নারীমুক্তি আন্দোলনের প্রবক্তা এবং এক মস্ত যোদ্ধা। কিন্তু এ বিষয়ে ভ্রান্তি দূর হওয়া দরকার। নারী নির্যাতনের মূল কারণগুলি সম্পর্কে, আর্থ-সামাজিক কারণগুলির বিষয়ে তাঁর কিছুই জানা নেই। জানার কোন চেষ্টাও তাঁর আছে এমন প্রমাণ নেই। নারীমুক্তি কি ধরনের সংগ্রামের মাধ্যমে সম্ভব সে বিষয়েও তাঁর কোন ধারণা নেই।"[৫]

ভারতের আনন্দবাজার গ্রুপের সম্মানিত ব্যক্তিত্ব, প্রচুর জনপ্রিয় লেখক ও কবি সর্বোপরি আনন্দবাজার আনন্দ পুরস্কার বিচার কমিটির জুরী সদস্য, সুনীল

www.pathagar.com

গঙ্গোপাধ্যায় বলেন লাজুক ভাবে—তাঁর দেয়া ইন্টারভিউ পড়ে মনে হয় শক্তিশালী এই লেখক প্রশ্নকর্তার থেকে উদ্ধার পেলেই রক্ষে পান। সাপ্তাহিক রোববার ১৩ই ফেব্রুয়ারী '৯৪ সংখ্যায় তিনি জনাব গোলাম আম্বিয়াকে দেয়া সাক্ষাৎকারে যা বলেছেন তার অংশ বিশেষ এরকম,—

> ...."সুনীলবাবু বললেন, 'লজ্জা' বইটি উপন্যাস হিসেবে সফল একথা বলা যাবে না। তবে এই বইয়ে তসলিমা বাংলাদেশের কিছু সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের তথ্যচিত্র নির্ভীকভাবে উপস্থাপন করেছে। এটাতো অস্বিকার করার জো নেই যে, এদেশে (ভারতে) বলুন আর আপনাদের দেশে বলুন সাম্প্রদায়িকতা উভয় দেশেই রয়েছে।"[৬]

প্রশ্নকর্তায় প্রশ্নছিলো,—'তবে, সুনীলবাবু, একটি কথা আমি দৃঢ়ভাবে বলতে চাই যে, তসলিমার 'লজ্জা'য় হিন্দু নির্যাতনের যে চিত্রাবলী রয়েছে, বাংলাদেশের প্রকৃত চিত্র কিন্তু সে রকমটি নয়।'

> .... "হাসলেন সুনীলবাবু, বললেন, 'এ বাংলায়ও একটি মুসলমান ছেলেকে চাকরি পেতে বেগ পেতে হয়, যেমনটা হয় ও বাংলায় একটা হিন্দু ছেলের।"[৭]

আলাপ চারিতার এক পর্যায়ে সুনীল বাবু আরো বলেছেন,—'লজ্জা' বইটি কিছুটা একপেশে হয়ে গেছে।"

এই ধরনের বহু প্রমাণ দেয়া যাবে। 'লজ্জা' শুধু হিন্দু নিধন, হিন্দু পরিবারের প্রতি অত্যাচার, আরো নানাবিধ মিথ্যা কাহিনীর ফলে এবং সর্বেপরি মুসলমানের লেখা মুসলমানের বিরুদ্ধে, ধর্মের বিরুদ্ধে—এটাতো হিন্দু মৌলবাদী তথা সাধারণ হিন্দুদের জন্য মহাভারত-রামায়ন এর মতো প্রাতঃস্মরণীয়! ওরাতো 'আকারে' বিশ্বাসী 'নিরাকারে' নয়। 'লজ্জা' একটি আকার। মূর্ত্তি গড়ার মতোই তসলিমার তৈরী। মুসলিম বিশ্বে তথা পশ্চিমা কিছু কিছু দেশেও শংকর জাতির জন্ম সালমান রুশদী'র বই এর প্রকাশকের পক্ষে সেই প্রকাশক কেন—আমারও যুক্তি আছে স্বপক্ষে। যারা "স্যাটানিক ভার্সেস" প্রকাশ করেছে তারা জ্ঞাত হয়েই করেছে। কারণ তারাই ইসলাম বিরোধী। কিন্তু লজ্জা'র মতো গ্রন্থের প্রকাশকরা কি পাণ্ডুলিপি পাঠ করে গ্রন্থের যোগ্যতা বিচারের ক্ষমতা রাখেন? যদি রাখেন তাহলে তারাও বিশ্বাস করেন বাংলাদেশে হিন্দু সংখ্যালঘুদের নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে?

যেমন বিশ্বাস করেন, ভারতের এককালের জাঁদরেল কমিউনিস্ট নেতা জ্যোতি বসুর মন্ত্রিসভার প্রাক্তনমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী। তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'লজ্জা' তিনি পড়েছেন—সাহিত্য মান সম্পর্কে বলেননি। কারণ তিনি সাহিত্যের মান নির্ণয়ে অপারগ। তিনি যা জোর দিয়ে বলেন তা হলো,—

www.pathagar.com

....“রাজনীতিবিদ হিসেবে বলতে পারি, আপনাদের দেশে হিন্দু নির্যাতনের যেসব ঘটনা ঘটেছে, যা আপনারা প্রকাশ করেননি বা প্রকাশ করতে দেননি, সে ঘটনাগুলোই তসলিমা উপন্যাসের আবরণে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।... তিনি জোর দিয়ে বললেন, 'এসব একশ ভাগ সত্যি, কারণ এসব খবর আমরা অন্যান্য সূত্রের মাধ্যমেই পাই।' ..... ওখানে কি আমাদের লোকজনের অভাব আছে?”....

Zee T.V তে দেয়া তসলিমা এক সাক্ষাৎকারে বলেছে, 'সব ধর্মেই সহনশীলতার কথা থাকলেও ইসলাম ধর্মে সহনশীলতা নেই।' এই সম্পর্কে যতীন বাবু বলেন,—

..... “ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে তেমন কিছু না জানলেও, ইতিহাস বলে, ইসলাম প্রসার লাভ করেছে তরবারির জোরে।”[৮]

তসলিমা প্রসঙ্গ না এলেও কিছু আসতো যেতো না। তবে, এই তথাকথিত নির্লজ্জ নারীর জন্যে বাংলাদেশী মুসলমানদের লজ্জায় পরতে হয়েছে, অত্যাচারিত হয়েছে ভারতের মুসলমান। ধ্বংস হয়েছে মসজিদ, হয়েছে হত্যা, নির্যাতন, ধর্ষণ। ভারতের প্রখ্যাত লেখক, ই-এস দেওবান্দ, আদীব এ মাহের আলিগড়, সভাপতি; ইন্ডিয়ান সূফী সমাজ ও রসূলুল্লাহ মিশন-এর মওলানা মোবারক করীম জওহর তাঁর, “আমি ধর্ম বলছি” গ্রন্থে লিখেছেন,—

মুসলমানদের উচিৎ শিক্ষা দিবার হুমকি

.... “পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি-র সমর্থক একটি বাংলা পত্রিকা বাবরী মসজিদ ধ্বংসের পর থেকে ধারাবাহিক ভাবে প্রচারাভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। উক্ত পত্রিকাখানি মসজিদ ধ্বংসের পর মুসলমানদের বিক্ষোভ প্রদর্শনকে নিয়ে অযথা হৈ চৈ শুরু করেছে। পত্রিকাটি বলতে চেয়েছে যে ডিসেম্বরের ৭-৮-৯ তারিখে মুসলমানেরা পথে বেরিয়ে যেভাবে উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে এর জন্য দায়ী মুসলমানেরা। এজন্য পত্রিকাটির সম্পাদক মহাশয় কঠোর ভাষায় মন্তব্য করে লিখেছেন যে, 'মুসলমানেরা খুব বেড়ে গেছে এদের উচিৎ শিক্ষা দেতে হবে। এখন যা গুরুতর অবস্থা তা ১৯৮৭ তেও দেখা যায় নি। হিন্দুদের কাছে এখন পছন্দনীয় পার্টি হচ্ছে 'ভারতীয় জনতা পার্টি'। বাকী সব পার্টিই নিন্দনীয়। এবং এই দাঙ্গায় একমাত্র হিন্দুদেরই ক্ষতি হয়েছে। মন্দির ইত্যাদি ভাঙচুর হয়েছে। মুসলমানদের কোন মসজিদ ভাঙ্গা হয়নি এবং তাদের কোন সম্পত্তিরও ক্ষতি হয়নি।...

www.pathagar.com

"অতঃপর ডদূ পাত্রিকাটির সম্পাদকীয়তে লিখা হয়েছে যে, বিগত ৭-৮-৯ ডিসেম্বর '৯২ তারিখের দাঙ্গা-হাঙ্গামায় মুসলমানদেরই ক্ষয়-ক্ষতি ও প্রাণহানি ঘটেছে বেশী। যে সমস্ত বিক্ষোভকারীদের থানায় ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তাদের 'জয় সিয়ারাম' বলতে বাধ্য করা হয়েছে এবং নির্মমভাবে প্রহার করা হয়েছে। ২০ ডিসেম্বর '৯২ কলকাতায় নিষেধাজ্ঞা জারী থাকা সত্ত্বেও রাজ্য বিজেপি গণতন্ত্র রক্ষার নামে যে মিছিল বের করে তাদের কিছু সংখ্যক কর্মীকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও গ্রেফতার করা হয়। রাজ্য বিজেপি সম্পাদক প্রাক্তন ফৌজী কর্নেল সব্যসাচী বাগচী থানার ভিতরেই বামফ্রন্টের পুতলা ভস্মিভূত করেন। থানার মধ্যে গ্রেফতার হওয়া অবস্থায় তিনি জঘন্য আচরণ করলেন। থানা কর্তৃপক্ষ বা পুলিশ কি তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে পেরেছেন? দ্বিধাহীনভাবে বলতে পারি পুলিশ প্রশাসন নিষ্ক্রিয় থেকেছেন এবং বিজেপির কিছু সংখ্যক সদস্য আইন ভঙ্গ করলে তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করা হয়েছে। এরূপ বহু নজীর পেশ করা যেতে পারে।..."[১]

অযোধ্যা শহরের বিভিন্ন স্থানে ২৪টি মসজিদ ধ্বংস

..."অযোধ্যায় মুসলমানদের বিশ্বাস মতে একটি কবর স্থান আছে। সেখানে সমাধিস্থল সংলগ্ন মসজিদও আছে। ৬ ডিসেম্বর '৯২ তারিখে বাবরী মসজিদ শহীদ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ২৪টি মসজিদকে ধ্বংস করা হয়েছে। অযোধ্যায় প্রায় ৫ হাজার লোকের বাস ছিল। তাদের অধিকাংশই এখন গৃহহীন। সেখানে ৪০০ টি বাড়ি-ঘর ভাঙ্গা অথবা জ্বালানো হয়েছে। ১৪জন মুসলমানকে শহীদ করা হয়েছে। বহু মুসলমানকে গুরুতরভাবে আহত এবং বেশ কিছু লোক নিখোঁজ হয়েছে। সম্পত্তি ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৮ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকার মতো।...

"বিধ্বস্ত ও পুড়ে যাওয়া গৃহে এখন পর্যন্ত ৪টি পরিবার ফিরে এসেছে মাত্র। বাকীরা দিনে এক-আধবার আসে কিন্তু রাত্রি হবার পূর্বেই তারা আত্মীয় স্বজনের কাছে নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে যায়। বাস্তুহারা জনে জনে এসে যখন তাদের ভাঙ্গা ঘর ও পোড়া দোকানঘর বা কল-কারখানার দুরাবস্থা দেখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে সে এক করুণ দৃশ্য। .....

"এ যাবত বাস্তুহারাদের পুনর্বাসনের কোন উদ্যোগই গ্রহণ করা হয়নি। এখনও যে সব গৃহহীন, অন্নহীন লাচার অবস্থায় দিন যাপন করছে, তাদের অশ্রু মোচন দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের কোন ব্যবস্থাই করা হয়নি।...

www.pathagar.com

"এইসব ক্ষতিগ্রস্থ হতভাগ্যদের অনতিবিলম্বে সুরক্ষার ব্যবস্থা করার দাবিকে কেন যে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না এর কারণ মুসলমানদের অবোধগম্য।...

"১৯৮৪ সনে হিন্দু-শিখ দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্তদের যেভাবে পুনর্বাসনের তৎপরতা বা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল, বাবরী মসজিদ ধ্বংসের পর উদ্ভূত পরিস্থিতিতেও সংখ্যালঘুদের পুনর্বাসনে সেরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।...

"এই মর্মে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে—রাজ্যের রাজ্যপালকে। তাতে স্বাক্ষর করেছেন, রাজ্যের বিভিন্ন মুসলিম সংগঠনের কর্মকর্তাগণ, রাজ্যের মুসলিমলীগ, মুসলিম দলিত সুরক্ষা সংঘ, মুসলিম মজলিস, আঞ্জুমান ইত্তেহাদুল মুসলেমিন প্রভৃতি সংগঠন।"[১০]

কালো দিন ৬ই ডিসেম্বর '৯২ এর পর বোম্বেতে যে মুসলিম হত্যা হয়েছে তার একটি সামান্য চিত্র পাওয়া যাবে 'নয়া আন্তর্জাতিক' ১৯৯৩ ফেব্রুয়ারীতে প্রকাশিত সংবাদে। এর শিরোনাম ছিলো, "বোম্বাই এর দাঙ্গা"।

ওটা দাঙ্গা নয়, পরিকল্পিত গণহত্যা

..."গত ৬ই জানুয়ারী '৯২-এর পর থেকে বোম্বেতে আইন-শৃঙ্খলা বলে কিছু ছিল না। গত ৬ ডিসেম্বর '৯২-এর পর থেকে বাবরী মসজিদ ধ্বংসের পর যখন মুসলিমরা প্রতিবাদ জানাচ্ছিল, তখন যে অদ্ভূত তৎপরতা বোম্বের পুলিশ দেখিয়েছিল, যার ফলে অসংখ্য মুসলিম পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারায়। তার ছিটেফোটা তৎপরতাও এবার পুলিশ দেখালোনা সংখ্যালঘু আক্রমণের সময়। না, জানুয়ারী মাসে বোম্বেতে দাঙ্গা হয়নি, হয়েছে গণহত্যা। মানুষ নামধারী বিকৃত মস্তিষ্কের কিছু সামাজবিরোধী উন্মত্ত সাম্প্রদায়িক প্রচারকে হাতিয়ার করে পাইকারী হারে মুসলিম নিধন করেছে। তাদের ভাষায় এটা ছিল 'সাম্প্রদায়িক ও জাতীয়তা বিরোধী মুসলিমদের শিক্ষাদান।' এই গণহত্যার অজুহাত হিসেবে তারা খাড়া করেছে দুজন মাথারি শ্রমিকের হত্যা এবং যোগেশ্বরীতে চারজন হিন্দুকে পুড়িয়ে মারার ঘটনা। কিন্তু এটা কে না জানে যে, এগুলো কিছু অজুহাত মাত্র, কেননা এ মাথারি শ্রমিকের হত্যাকারী কে, তা এখনো জানা যায়নি। আর যোগেশ্বরীর ঘটনা তো চলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার একটা ঘটনামাত্র। যেই চলমান দাঙ্গাতে নিহত মানুষদের অধিকাংশই ছিলেন মুসলিম। তাহলে নতুন ভাবে মুসলিমদের শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন পড়ল কেন?.....

"আসলে বাবরী মসজিদ ধ্বংসের পর মুসলিমদের প্রতিবাদ কুচক্রীদের ক্রুদ্ধ করে তুলেছিল। যদিও তা মূলত ছিল সরকারেরই বিরুদ্ধে, হিন্দু সম্প্রদায়ের

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে নয়। কিন্তু কট্টর মৌলবাদী কয়েকটি সংগঠন ভারতকে এখনই 'হিন্দু রাষ্ট্র' বলে মনে করে। সুতরাং মুসলিমদের প্রতিবাদ জানাবার অধিকার তারা মানতে নারাজ। কাজেই তারা মুসলিমদের এমন 'শিক্ষা' দেবার কথা চিন্তা করেছিল যা গোটা ভারতের মুসলিমদের শিহরিত ও আতঙ্কিত করে তুলবে। যাতে আগামী দিনে যে কোন অত্যাচারকে তারা নির্বিবাদে মেনে নেয় এবং ভারতে তারা যে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক এই বোধ যেন তাদের মধ্যে এখন থেকেই সঞ্চারিত করে দেওয়া যায়। আর এ কাজের জন্য বোম্বাই-ই তো সবচেয়ে উপযুক্ত জায়গা। সমস্ত ভারত থেকে এখানে মুসলিমরা এসে বাস করছে। সুতরাং এখানে কিছু ঘটলে তার প্রতিক্রিয়া গোটা ভারতের মুসলিমদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য। আর তাই এই লঙ্কাকাণ্ড, এই তাণ্ডবদাহন (ধর্মান্ধদের ভাষায় অবশ্য 'সুন্দরকাণ্ড')। আর তাই ১০ দিনের দাঙ্গায় ৬০০ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। লুটপাট করা হয়েছে হাজার হাজার মানুষের সম্পত্তি। আগুন লাগানো হয়েছে মুসলিমদের বাড়িগুলিতে নির্বিচারে। চিরদিনের মত বাস্তুচ্যুত করা হয়েছে তাদের। প্রায় ১,৫০,০০০ মানুষ এই গণহত্যায় আতঙ্কিত হয়ে বোম্বে ছেড়ে পালিয়েছেন। তাঁরা হয়তো আর কোনদিনই বোম্বেতে ফিরে আসতে পারবেন না।...

"এটা যে দাঙ্গা নয়, গণহত্যা তা ঘটনাবলী থেকে পরিষ্কার প্রমাণ করা যায়। দাঙ্গা বলতে সাধারণত বোঝানো হয় উন্মত্ত জনতার পারস্পরিক হানাহানি অথবা এক সম্প্রদায়ের উন্মত্ত জনতার অপর সম্প্রদায়ের মানুষের উপর হামলা, যা কিনা চুপচাপে সেরে ফেলা কখনোই সম্ভব নয়। অথচ জানুয়ারী মাসে বোম্বেতে যা ঘটেছে তা অভূতপূর্ব। যে সব এলাকায় মুসলিমদের উপর যেদিন হাঙ্গামা হয়েছে তার আগে থেকেই নির্বাচনী তালিকা ধরে সেখানে মুসলিমদের বাড়িগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে এবং যাতে কোন মুসলিমই রেহাই না পায় তার জন্য প্রত্যেক মুসলিমের বাড়ি সিঁদুরের টিপ বা ওঁম চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। পরে শয়তানরা পরিচিত সমাজবিরোধীদের নেতৃত্বে বিভিন্ন অস্ত্র সহ সুশৃংখল, নিশ্চুপ দাঙ্গাবাজরা মুসলিমদের বাড়িগুলিতে তারা কিছু বুঝে উঠবার আগেই হামলা চালিয়েছে এবং তাদের কোতল করেছে অথবা তাদের সম্পত্তি লুটপাট করেছে বা বাড়ি ঘরদোর জ্বালিয়ে দিয়েছে। আর এই সমস্ত কাজের পক্ষে জনসমর্থন জোগাড় করতে পূর্ব থেকেই 'মহা-আরতির' নাম করে তারা সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। বিভিন্ন এলাকায় 'মহা আরতি' সংগঠিত করে সেখানে তীব্র ভাষায় মুসলিমদের আক্রমণ করে তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে হিন্দু

www.pathagar.com

সাম্প্রদায়িক মানুষকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করেছে। মুসলমানরা কেন রাস্তায় নামাজ পড়ে সেই নিয়ে তারা প্রশ্ন তুলেছে। অথচ মুসলিমরা তা বন্ধ করে দিতে রাজি থাকলেও তাতে তারা কর্ণপাত করেনি। অর্থাৎ বোঝাই যায় এটা একটা অজুহাত মাত্র। দাঙ্গা বাঁধাবার জন্য এটা একান্তই প্রয়োজনীয় ছিল। 'দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না।' তাই তারা এখন নতুন অজুহাত বার করেছে—হাজি মালং দরগা নাকি হিন্দুদের উপাসনাস্থল ছিল এবং তার নাম 'শ্রীমালং' করতে হবে—এই লক্ষ্যে তারা গত ৬ই ফেব্রুয়ারী 'চলো মলংগড়' অভিযানে ডাক দিয়েছিল। কাজেই হিন্দু মৌলবাদীরা কি চাইছে তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। এরা তার স্বপ্নের ফ্যাসিবাদী 'হিন্দুরাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এভাবে একের পর এক দাঙ্গা সৃষ্টির চেষ্টা করে যাবে, এবিষয়েও কোন সন্দেহ নেই।...

"ফ্যাসিবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রে চিরদিন যা হয়ে এসেছে, ভারতবর্ষেও তার থেকে আলাদা কিছু হচ্ছে না। ফ্যাসিষ্টরা রাষ্ট্র বা সরকারের বিরুদ্ধে যত হুঙ্কারই ছাড়ুক না কেন বাস্তবত রাষ্ট্র সব সময়ই তাদেরকে পরোক্ষে মদত যোগায় (ফ্যাসিস্টদের ক্ষমতা দখলের আগে পর্যন্ত) অতীতে এবং বর্তমানে জার্মানিতে তা দেখা গেছে এবং যাচ্ছে এবং ভারতবর্ষেও এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে চলেছে। তারা পার্লামেন্টারী ধরনের গণতন্ত্রের বিপক্ষে এবং একনায়কতন্ত্র যে তাদের কাম্য একথা প্রকাশ্যে বুক বাজিয়ে বলতে তারা কোন সময়েই কুণ্ঠিত নয়। অর্থাৎ গণতন্ত্রের সুবিধা নিয়ে গণতন্ত্রকে গলা চেপে ধরতে তারা তিলমাত্র লজ্জাবোধ করে না। ভারতবর্ষে ফ্যাসিবাদ কায়েম করতে তারা যে পথ নিয়েছে অর্থাৎ মুসলিমদের বিরুদ্ধে মিথ্যা, মনগড়া প্রচারের মাধ্যমে হিন্দু সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং তারপর তাদের সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা তাতে কোন আপত্তি নেই। যদিও তারা বোম্বের অপরাধ জগতের লোকদের সংগঠিত করে এতদিন শ্রমিক আন্দোলন দমন করে আসছিল, কিন্তু এখন তারা উপলব্ধি করেছে যে তা যথেষ্ট নয়, সুতরাং তারাও এখন 'চোরের মার বড় গলার' মত মুসলিমদেরকেই সাম্প্রাদায়িক এবং জাতীয়তাবিরোধী বলে চিহ্নিত করছে। অথচ তারাই না শ্লোগান তোলে—মহারাষ্ট্র মারাঠীদের জন্য? তাহলে জাতীয়তাবিরোধী কারা? মুসলিম না সেই কট্টরবাদী সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী।...

"বোম্বাই-এ টানা দশদিন দাঙ্গা চলল, ৬০০ মানুষ মারা গেল, লক্ষ লক্ষ মানুষ গৃহহারা হল, ১,৫০,০০০ মানুষ বোম্বে ছেড়ে পালালো অথচ প্রশাসনের টনকটুকু নড়ল না, বা চোখের পলকটুকুও পড়ল না। বোম্বে পুড়ছে আর

www.pathagar.com

প্রশাসন সুখস্বপ্নে মশগুল যে মৃতদেহের স্তূপের উপর দাঁড়িয়ে তারা নির্বাচনী অঙ্কে মশগুল। এই মনুষ্যত্বহীন, নরপশুগুলিকে ভারতবর্ষের মানুষ আর কত দিন সহ্য করবেন। কিন্তু ঘটনা যদি শুধু এটাই ঘটত যে তারা নিষ্ক্রিয় ছিলেন তারও একটি অর্থ হয়, কিন্তু তাও নয়, বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় বোম্বের দাঙ্গার উপর যে রিপোর্ট বেরিয়েছে তাতে এটা পরিষ্কার যে বোম্বের পুলিশ দাঙ্গাবাজদের দাঙ্গা করতে মদত যুগিয়েছে। এ প্রসঙ্গে এমনকি আদালতেও মামলা দায়ের হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে পুলিশের ওয়ারলেস মারফৎ দাঙ্গায় প্ররোচনা জোগানো হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় মুসলিমদের উপর যখন হামলা হয়েছে তারা পুলিশের কোন সাহায্য তো পায়ই নি বরঞ্চ কোন মুসলিম পুলিশের কাছে আগাম সাহায্য চাইলে তার নাম ঠিকানা জেনে নিয়ে পুলিশ তা দাঙ্গাবাজদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে এরকম অভিযোগও উঠেছে। এমনকি জ্বলন্ত বাড়ির আগুন নেভানোর জন্য সহৃদয় কোন প্রতিবেশী দমকলে ফোন করলে তার নাম ঠিকানাও তাদের দপ্তরে চলে গেছে এবং তারপর তাদের উপর হামলা হয়েছে তা তিনি হিন্দুই হোন বা মুসলিমই হোন। সুতরাং প্রশাসন সহ সরকারের সমস্ত দফতরই এই দাঙ্গাবাজদের হয়ে কাজ করেছে, এ সন্দেহ করাই যেতে পারে। ১৮ই জানুয়ারী স্টেটসম্যান পত্রিকায় বোম্বের দাঙ্গার উপরে যে রিপোর্ট বেরিয়েছে তা থেকে দেখা যাচ্ছে উর্দু সাপ্তাহিক ব্লিজ-এর সম্পাদক হারুন রশিদ-এর বাড়ি দাঙ্গাবাজ গুণ্ডারা আক্রমণ করে পুড়িয়ে দেয়, লোকমান্য তিলকমার্গ পুলিশ স্টেশনে বারবার জানানো সত্ত্বেও তারা সাহায্য করেনি। উর্দু 'টাইমস'-এর ফারুক আনসারির বাড়িতে হামলা ও ভাঙ্গচুর হয়, দাদার পুলিশ ষ্টেশনে জানানো সত্ত্বেও সাহায্য পাওয়া যায়নি। তাদেরও তে 'ইনকিলাব'-র অফিস দাঙ্গাবাজ গুন্ডারা অবরোধ করে। তাদেরও পুলিশ ষ্টেশন থেকে কোন সাহায্য পাওয়া যায়নি। উপরের যে ঘটনাগুলি উল্লেখ করা হল তা একদিকে যেমন পুলিশী নিষ্ক্রিয়তা, অপরদিকে স্বাধীন সংবাদপত্রের প্রতি দাঙ্গাবাজদের দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রকাশ করে দেয়। তবে দাঙ্গাবাজদের আক্রমণ শুধু এদের উপরই সীমাবদ্ধ থাকে নি। তারদেরও-তে 'মিড-ডে ' পত্রিকার অফিসে তারা হামলা চালায়। হামলা চালানো হয় 'মহানগর' পত্রিকার রঞ্জন পরবের উপর প্যারেল-এ। ফোটোগ্রাফার প্রকাশ পারস্কোরকেও গুণ্ডারা মারধোর করে। ইতিমধ্যেই তারা তিনবার 'মহানগর' পত্রিকার অফিস আক্রমণ ও ভাঙ্গচুর করিয়েছে। তবে সবচেয়ে মারাত্মক ঘটনাটি ঘটিয়েছে একটি কট্টর সাম্প্রদায়িক সূত্র সংগঠন। একদল ছাত্র গুণ্ডারা মহানগর পত্রিকার মনমোহন ভারতীকে নির্মম ভাবে মারধর

www.pathagar.com

করে, যার ফলে তার ফুসফুস প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং এখনো তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই সংবাদপত্রগুলির উপর এরা আক্রমণ চালাবার কারণ হল এরা তাঁদের বিরুদ্ধে কথা বলে। তাই তাদের উপর হামলা হলেও পুলিশ যায় না, কোন ব্যবস্থা নেয় না। ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে লড়াই চালাবার মাশুল তাদেরকে এভাবেই দিতে হচ্ছে। যদিও এতে তারা বিন্দুমাত্র ভীত নয়। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারীরা চুপ কেন? কোথায় গেল তাদের ধর্মনিরপেক্ষতা? তাদের প্রশাসন দাঙ্গার যুক্ত, এর পরেও তারা বলবে তারা ধর্মনিরপেক্ষ?...

"অবস্থা কোন পর্যায়ে পৌঁচেছে ভাবুন। ৯ই জানুয়ারী ১৯৯৩-এ বাল থ্যাকারে তার পত্রিকা 'সামনা'-তে সম্পাদকীয় লেখেন,—"যথেষ্ট হয়েছে, এবার সেনাদের সাম্প্রদায়ীক এবং জাতীয়তাবিরোধী শক্তিগুলিকে উচিত শিক্ষা দেবার সময় এসেছে।" তার এই আহ্বানের সাথে সাথেই তার পোষা সমাজ বিরোধীরা অ্যাকশনে নেমে পড়ে। আবার কয়েকদিন পরে তিনি বললেন,—"আক্রমণ বন্ধ কর। আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। জাতীয়তাবিরোধী এবং সম্প্রদায়িক শক্তিগুলি উচিত শিক্ষা পেয়েছে। তবে ভবিষ্যতে তারা যেন প্রত্যাঘাতের সমস্ত চিন্তা ছেড়ে দেয়।" সঙ্গে সঙ্গেই সমাজবিরোধীরা তাদের তাণ্ডব বন্ধ করে এবং বোম্বেও শান্ত হয়ে আসে। আমাদের প্রশ্ন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী কে? সুধাকর কে? সুধাকর নায়েক? না বাল থ্যাকারে? আর তাকে এরকম নির্বিচারে মুসলিম নিধনের অধিকার কে দিল? কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের। এ প্রশ্ন মহারাষ্ট্রে তোলাটাও অন্যায়। খোদ বোম্বের শেরিফ একদল নাগরিককে নিয়ে নিরাপত্তার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে গেলে মুখ্যমন্ত্রী তাদের বাল থ্যাকারের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন (স্টেটসম্যান, ২৩/১/৯৩) এ কোন জঙ্গলের রাজত্ব! একটা উন্মাদ, মানসিক বিকারগ্রস্ত ব্যক্তি যার স্থান হওয়া উচিত ছিল পাগলা গারদে সে তখন ছিল মুখ্যমন্ত্রী—স্বীকৃত বোম্বের শাসক।"[১১]

আমরা নিশ্চয় এর পরেও বলবো না—বাংলাদেশেই হিন্দু নিধন হচ্ছে? কোথায় কোন খ্রীষ্টান বা বৌদ্ধতো ভারতে কিংবা বাংলাদেশে মুসলমান হত্যা করে না! করে না তার কারণ, মুসলমানের সাথে তাদের কোন রকম দেশ-জাতীগত ধর্মান্ধতা নেই। বাংলাদেশে একজন খ্রীষ্টান বা বৌদ্ধ হত্যা করার ইতিহাস নেই—কিন্তু ভারতে মুসলমান, শিখ, বর্ণহিন্দু, অবাঙালী মুসলমানকে নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছে এবং আজও হচ্ছে। আজ দিল্লী, তো কাল বম্বে, পরশু হায়দরাবাদ এমনি প্রতিটি রাজ্যে এই হত্যাযজ্ঞ চলছে—এইতো গত ২৪শে জুলাই ১৯৯৪ ঘুমন্ত

www.pathagar.com

অবস্থায় আসামের শরনার্থী শিবিরে গুলি চালিয়ে ৫৩ জন মুসলমান নারী, পুরুষ ও শিশুকে হত্যা করলো ওরা। গুলিতে আহত হয়েছে ৬০ জন মুসলমান। এরা গৌহাটির একটি হাসপাতালে প্রায় বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এর নামই কী ধর্মনিরপেক্ষতা? (সূত্র: এএফপি)

আজকের ভারতের অবস্থা আর ১৯৪৬ এর অবস্থার সাথে পার্থক্য শুধু এইটুকু, তখন প্রতিবাদ করার, প্রতিহত করার মতো মহৎ লোকছিলো। বঙ্গীয় মুসলিম লীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক মরহুম আবুল হাশিম এর আত্মজীবনী থেকে কলকাতার দাঙ্গা ও মুসলমান হত্যার একটি চিত্র পাওয়া যায়। তিনি তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন,—

.....“১৩ই আগষ্ট আমি সংবাদ পত্রে এক বিবৃতি প্রদানের মাধ্যমে বললাম, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য মুসলিম লীগ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস পালন করবে। আমি এটা পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিলাম যে, আমাদের আঘাতের লক্ষ্য হচ্ছে শুধু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ।.....

“আমি সর্বস্তরের জনগণের কাছে শান্তিপূর্ণভাবে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস পালন করার আহ্বান জানিয়ে বললাম দেশব্যাপী গণঅভ্যুত্থানকে দমন করার কাজে যারা সাম্রাজ্যবাদের ক্রীড়নকের ভূমিকা পালন করছে সেই সকল ব্যক্তিদের উস্কানী সত্ত্বেও তারা যেন জনগণের মাঝে বিদ্বেষ না ছাড়ান।...

“১৬ই আগষ্ট বিকেলে আমরা সবাই যখন অক্টরলনি মনুমেন্টের পাদদেশে মিটিঙের মধ্যস্থলে গিয়ে উপস্থিত হলাম, তখন মুসলীম লীগের জানা ছিলো না, আশঙ্কা ছিলো না এবং ধারণাও ছিলো না যে সকাল থেকে শহরে নজিরবিহীন গোলযোগ সৃষ্টি হয়ে গেছে।...

“খাজা নাজিমুদ্দীন এবং লাহোরের রাজা গজনফর আলী খান জন সমাবেশে বক্তৃতা দিলেন। খাজা নাজিমুদ্দীন তাঁর বক্তৃতায় বললেন, 'আমাদের সংগ্রাম হচ্ছে কংগ্রেস ও হিন্দুদের বিরুদ্ধে।' আমি তাকে মাইক্রোফোনের সামনে থেকে সরিয়ে দিয়ে ফোর্ট উইলিয়ামের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে দৃঢ়ভাবে বললাম, 'আমাদের সংগ্রাম ভারতের জনগণের বিরুদ্ধে নয়, সংগ্রাম হচ্ছে ফোর্ট উইলিয়ামের বিরুদ্ধে।' আমরা যখন মঞ্চের উপর তখনই চতুর্দিকে থেকে খবর আসতে লাগলো কলকাতার সর্বত্র ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়েছে।...

“জনাব সোহরাওয়ার্দী (বাংলার তৎকালীন মুখমন্ত্রী-লেখক) ১৬ই আগস্ট ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন। এটা করে এক মারাত্মক ভুল করেছিলেন তিনি। দাঙ্গার ব্যাপারে শান্তিপ্রিয় হিন্দু মুসলমানরা সামান্যই মাথা ঘামাতেন

www.pathagar.com

কিম্বা একেবারেই ঘামাতেন না। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের দালাল ও উস্কানী-দাতাদের দ্বারা যে দাঙ্গা সংগঠিত হয়েছিলো এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে এরই ফলে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের করুণ পরিণতি ঘটেছে। ১৬ থেকে ২০শে আগস্ট পর্যন্ত পূর্ণোদ্যমে দাঙ্গা চললো। জনাব সোহরাওয়ার্দী গভর্ণরকে অনুরোধ করেছিলেন সেনাবাহিনী ডেকে পাঠিয়ে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বজায় রাখার জন্য পুলিশকে সাহায্য করতে। কিন্তু সেনাবাহিনীকে ডেকে পাঠানো হয় নি। কলকাতার পুলিশ পরিস্থিতির মোকাবেলা করার মতো যথেষ্ঠ শক্তিশালী ছিলো না। কলকাতার পুলিশের কমিশনার ছিলেন একজন ইংরেজ। জনাব সোহরাওয়ার্দী তাঁর দফতর লাল বাজার পুলিস হেডকোয়ার্টারে স্থানান্তরিত করলেন, এবং দাঙ্গাকালীন সময়ে সারাক্ষণ কন্ট্রোল রুমে অবস্থান করেছেন। তিনি ট্রাক বোঝাই করে সশস্ত্র কনস্টবল পাঠাতেন কিন্তু তারা কখনোই গন্তব্যে গিয়ে পৌছতো না। জনাব সোহরাওয়ার্দী অসহায় ছিলেন এবং শহরটি পাঁচদিন অরক্ষিত থাকলো। জনাব সোহরাওয়ার্দীর অনুরোধে পাঞ্জাব সরকার সশস্ত্র কনস্টবল-এর একটি বড় বাহিনী পাঠিয়েছিলো। তারাই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনে। নিজের জীবন বিপন্ন করে মিঃ সোহরাওয়ার্দী গাড়িতে করে সারা শহরে রাতদিন টহল দিয়েছেন। মধ্যকলকতা ছিলো দাঙ্গার কেন্দ্রস্থল।...

"কলকাতার হত্যাকাণ্ডের করুণ সংবাদ সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়লো। কলকাতার হত্যাকাণ্ডের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে নোয়াখালী ও কুমিল্লা জেলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হলো। খিদিরপুর ডকের বেশীর ভাগ শ্রমিক ছিলো নোয়াখালী ও কুমিল্লা অঞ্চলের যারা কলকাতার দাঙ্গার শিকার হয়েছিলো। কলকাতার ক্ষতিগ্রস্তদের অধিকাংশ ছিলো মুসলমান।"[১২]

মুসলমান সংখ্যালঘুদের আক্রমণ করার কোন পন্থাই ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) অবলম্বন না করেনি। পাকিস্তানী দস্যুরা যখন বাঙালীর কাছে মার খেয়ে বুঝতে পারছিল পূর্ব পাকিস্তান (বাংলাদেশ) আর তাদের অবৈধ দখলে রাখা সম্ভব নয়, তখনি দেশের বরণ্য বুদ্ধিজীবি, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিল্পী, সাহিত্যিকদের নিধন শুরু করে। এঁরা ছিলেন বাংলাদেশ তথা বাঙালীর জাতীয় সম্পদ। যেহেতু এঁরা সু এবং স্বশিক্ষিত তাই পাকিস্তানীরা এদের 'ব্রেণ ওয়াস' সম্ভব নয় ভেবেই হত্যার পথ বেছে নেয়—একটি জাতিকে পঙ্গু করার জন্য।

ভারত আজ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সুনজরে দেখতে পারছে না—তাদের ধারণা ছিলো, বাংলাদেশ হবে তাদের কলোনি, যেমন করেছে সে সিকিম এর সাথে, যেমন করছে নেপাল এর সাথে। কিন্তু বাঙালী বীরের জাত, তাদের সাথে

www.pathagar.com

সহজে যোজা সম্ভব হবে না এটা বিজেপি নেতারা বুঝে গেছেন—তাই ভাড়া করতে হয় তসলিমার মত নারীকে।

মুসলমানের ইতিহাস ভারত থেকে মুছে ফেলার বর্তমান যে পন্থা বিজেপি তথা অন্যান্য মৌলবাদী দল যেভাবে অবলম্বন করছে তা কতটা জঘন্য তার একটি উদাহরণ এখানে তুলে ধরছি। শিশুদের সুন্দর পবিত্র মনে প্রথম থেকেই মুসলমানদের সম্পর্কে একটি বানোয়াট, মিথ্যে কাহিনী পাঠ্য পুস্তক বিকৃতির মাধ্যমে চালিয়ে যাচ্ছে। এখানে কলকাতা থেকে প্রকাশিত একটি দৈনিকের অংশ বিশেষ তুলে ধরছি,—

ইতিহাস ঃ পাঠ্য; অপাঠ্য

"বিজেপি শাসিত চারটি রাজ্যে স্কুল পাঠ্য ইতিহাসের পাঠক্রম রদবদল লইয়া বিতর্ক উঠিয়াছে। প্রস্তাবিত রদবদলের মাধ্যমে বিজিপি এমন সব কথা সুকুমারমতি কিশোর পড়ুয়াদের মগজে ঢুকাইয়া দিতে চায় যেগুলির কোনও ঐতিহাসিক সত্যতা নাই। আর্যরা বহিরাগত নয়, আদতে ভারতীয় বংশোদ্ভব, ভারতীয় মুসলিমরা সকলেই বিদেশি, বহিরাগত ও আগ্রাসনকারী, ইত্যাকার উদ্ভট তত্ত্বকে ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া চালাইবার চেষ্টা তো আছেই। তদুপরি 'বৈদিক গণিত' নামে এক বিচিত্র সংখ্যাবিজ্ঞান চালু করার চেষ্টা, বাবরী মসজিদের গুম্বুজ ও খিলানের বিভিন্ন পরিমাপের উদাহরণ দিয়া পাটিগণিত শিখাইবার উদ্যোগ—এ সকলই স্কুলশিক্ষাকে সুস্পষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শের কাঠামো ও ছাঁচে ফেলিয়া ঢালাই করার অপপ্রায়স। মতাদর্শটি হিন্দুত্বের এবং দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ঐতিহাসিক ভূমিকার অবদান ও গুরুত্বকে নস্যাৎ করাই ইহার উদ্দেশ্য।...

..."বিজেপি নেতারা কেবল আর্যদের আদি ভারতীয়, হরপ্পা মহোঞ্জোদারো সভ্যতার আর্যত্ব ইত্যাদি অনৈতিহাসিক তত্ত্বই প্রস্তাবিত পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভূক্ত করিতে আগ্রহী নন, তাহারা আকবর, কবির ও গান্ধীজির উপর লিখিত আধ্যায়গুলিকে বাদ দিতেছেন, পাইথাগোরাসের প্রখ্যাত উপপাদ্যকে বৈদিক উপপাদ্য বলিয়া চালাইতেছেন, আকবরকে আলোকপ্রাপ্ত বাদশার বদলে সংকীর্ণমনা, স্বৈরাচারী রূপে চিত্রিত করিতেছেন, স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস হইতে গান্ধীকে বাদ দিয়া আরএসএস প্রতিষ্ঠাতা হেগড়েওয়ারকে লইয়া প্রগলভতা করিয়াছেন, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ও চাণক্যকে হিন্দু জাতীয়তাবাদী

www.pathagar.com

বলিতেছে এবং রামায়ণ মহাভারত উপনিষদ পুরাণকে প্রামাণ্য ইতিহাস বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন। এ সবই আর এস এসের হিন্দু মৌলবাদী প্রচারের অঙ্গ। নির্বাচনী প্রচারের মঞ্চ হইতে কিংবা বিভিন্ন পথসভায় অজ্ঞ জনসাধারণকে বিপথগামী ও উত্তেজিত করিতে এ ধরনের অভিসন্ধিমূলক ও ক্ষেত্রবিশেষে বিদ্বেষপূর্ণ প্রচার ইতিপূর্বে শোনা গিয়াছে। কিন্তু হাটের মধ্যে দাঁড়াইয়া তাৎক্ষণিক উত্তেজনা সৃষ্টির জন্য বলা কথা আর স্কুলপাঠ্য পুস্তকের মাধ্যমে সেইসব অসত্য প্রচার দ্বারা ছাত্র-ছাত্রীর মগজ ধোলাই সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রস্তাব। শেষোক্ত কাজটি শুধু অনৈতিক নয়, পরিণাম বিচারে মারাত্মকও। চার রাজ্যের বিজেপি সরকার এই মারাত্মক কাজেই উদ্যোগী। তাহারা বিলক্ষণ জানিতেন, ঐতিহাসিক ও শিক্ষাব্রতীদের সমর্থন তাহারা পাইবেন না। তাই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শের জন্য অপেক্ষা না করিয়া, এমনকি রাজ্যের কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সহিত আলাপ-আলোচনা ছাড়াই সম্পূর্ণ একতরফাভাবে তাঁহারা পাঠক্রম পরিবর্তনের এই কাজ শুরু করিয়া দেন। হিন্দুত্বে দীক্ষিত বুদ্ধিজীবীরা ভুয়া ধর্মনিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অজুহাতে এই অপকর্মের পক্ষে নানা কৈফিয়ত ও সাফাই গাহিতে শুরু করিয়াছেন।...[১৩]

বাবরী মসজিদ ধ্বংসের পরে বিজেপি, কর সেবক, আরও মৌলবাদী হিন্দু সংগঠন এবার সম্রাট শাহজাহানের বিশ্ব বিখ্যাত অমর সৃষ্টি তাজমহল নিয়ে জঘন্য মিথ্যাচার ও ধ্বংসের পায়তারা করছে—বাবরী মসজিদ শহীদ, তাজমহলও কী তাহলে বলির তালিকায়? হ্যাঁ, ভারতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ এ প্রকার,—

তাজমহলও বিপন্ন!

..."ভারতীয় সভ্যতার 'বিস্ময়কর শিল্পনিদর্শন', মুঘল স্থাপত্যের অনুপম সৃষ্টি তাজমহল নাকি বিপন্ন! পরিবেশগত কারণে নয়। মথুরার শোধনাগার হইতে নিঃসৃত কৃষ্ণবর্ণ তেলের ধোঁয়ার রাসায়নিক বিষক্রিয়ার কারণে নয়। এবার তাজমহলের বিপদ আসিতেছে অন্য দিক হইতে। সাড়ে চারশত বছর বেশি পুরানো বাবরী মসজিদ কর সেবক নামধামী দুষ্কৃতীদের পাঁচ ঘন্টার তান্ডবে ধুলিসাৎ হইয়া যাইবার পর মধ্যযুগের মুসলিম শাসনে নির্মিত যাবতীয় স্মারক সৌধই অনেকের মতে বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এমন সময় যে, কর সেবকরা বা তাহাদের পৃষ্ঠপোষক সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলি সরাসরি কোনও হুমকি দিয়েছে। কিন্তু যে কারণে বাবরী মসজিদ ভাঙিতে তাহারা কোমর বাঁধিয়া আসরে নামিয়াছিল ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র হিসাবে প্রমাণ করার এবং অহিন্দু যাবতীয়

www.pathagar.com

স্মারক তাহার ভৌগলিক ও সাংস্কৃতিক মানচিত্র হইতে মুছিয়া ফেলিবার সেই তাগিদটি বাবরী মসজিদ ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে নিঃশেষিত হইতে পারে না। সে কারণেই অবশিষ্ট মুসলিম স্মারকগুলি লইয়া আশঙ্কা। আর অন্য সব মুসলিম স্মারকের মধ্যে তাজমহল যে শ্রেষ্ঠতম, তাহা কেহই অস্বীকার করিবে না। কর সেবকরা যেমন লোককে ঐতিহাসিক বলিয়া মান্য করে, তেমন কিন্তু স্বশিক্ষিত ইতিহাস বেত্তা গত কয়বছর যাবতই তাজমহলকে রূপান্তরিত হিন্দু মন্দির বলিয়া দাবি করিয়া আসিতেছেন....."[১৪]

ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের লেবাসে পরিচিত ভারতে মুসলিম হত্যা যেন মন্দিরে মন্দিরে পাঠা বলি—এইতো সেদিন দাঙ্গার সাথে জড়িত সন্দেহে (!) মেটিয়াবুরুজ থেকে ধৃত দেড়শো মুসলমান যুবকের সঙ্গে পুলিশ যে ধরণের আচরণ করেছে তার নিন্দার ভাষা সভ্য মানুষের নেই। কোন নির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়া, কোন প্রমাণ ছাড়াই নিছক সন্দেহ বলে ধৃত এই যুবদের উপর থানার লক-আপ এবং আলিপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে অকথ্য নির্যাতন করা হয়েছে। ধৃত মুসলমান সবাইকে 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি দিতে ও 'রাম' নাম সংকীর্তন করতে বাধ্য করা হয়েছে এবং তাদের বাংলাদেশে গিয়ে বসবাস করতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। পুলিশ তো পুলিশ, জেলখানার সেপাই ও ওয়ার্ডারও ধৃতদের নির্যাতন করতে ছাড়েনি।

আজ থেকে ৪৫/৪৬ বছর আগেও কী ভারতের অবস্থা বর্তমানের চাইতে সাম্প্রদায়িক কম ছিলো—বিন্দুমাত্র নয়—আমি এই অধ্যায়ে পরপর কয়েকটি ঘটনা বর্তমান গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করবো যা পড়ে পাঠককে নাড়া দেবে ভীষণভাবে, মনে হবে আজকের বাংলাদেশে বসবাসরত সংখ্যাগুরু মুসলমানের হাতে হিন্দু নিগ্রহ কতটা হয়েছে। তার চাইতে শতশত গুণ বেশী হয়েছে সর্বভারতে এবং এখনো হচ্ছে কংগ্রেসের নাকের ডগায়।

ব্যক্তিগত ঘটনা দিয়েই শুরু করি, আমার বাবা এদেশের একজন মান্য সাহিত্যিক। তাঁর আমলে প্রবর্তিত সবগুলো পুরস্কার হাতে নিয়েই তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। শিশু সাহিত্যিক মোহাম্মদ নাসির আলীর কথা বলছি আমি। তখন অনুবাদকের চাকুরী ছিলো আর কলকাতা হাইকোর্টে—সাথে ছিলো লেখালেখির সখ। মোহাম্মদ নাসির আলী নামটি ছিলো সমস্যা—ওদের ভাষায় মোচলমান! (মুসলমান) আবার লিখতে পারে নাকি! তাঁর মুখেই শুনেছি, স্বনামে বারবার বিভিন্ন পত্রিকায় লেখা পাঠিয়েও কোন কাজ হচ্ছিল না, তখন তিনি ছদ্মনামের আশ্রয় নিলেন তাও মহিলার নাম, 'শ্রীমতি নিহার বালা দেবী'। যথারীতি ছাপা হলো কোলকাতার 'নবযুগ' পত্রিকায় তাঁর প্রথম গল্প 'পটলা'। সে সময় তিনি মুসলমান

www.pathagar.com

হয়ে থাকলে হয়তো জীবনে লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারতেন না। এই কাহিনী অবশ্যই প্রমাণ করে হিন্দুদের মুসলমানের প্রতি মন মানসিকতার স্বরূপ—এটা কী সাম্প্রদায়িকতা নয়? উল্টো তাঁর জীবনে তিনি তাঁর পুত্রকন্যাদের জন্য রেখেছিলেন একজন লজিং মাস্টার যিনি হিন্দু—শুধু যে হিন্দু তাই নয়—হিন্দুদের ভাষায় নিচুজাতের হিন্দু, পাল (কুমোর)। এই শ্রী বলহরি রুদ্র পাল ম্যাট্রিক পাশ করে আমাদের গৃহশিক্ষক হিসেবে পড়াতে আসেন, আমাদের সাথে থাকেন, খাওয়া দাওয়া করেন, নাইট কলেজে পড়ে বি, এ পাশ করেন এবং আমার বাবার পছন্দেরই এক মেয়েকে (নারায়ণগঞ্জে দেওভোগ এর বাসিন্দা) দিয়ে বিয়ে করিয়ে আনেন। কিন্তু কথায় আছে, 'সাপকে যতই দুধ কলা দাওনা কেন, সে তোমাকে দংশাবেই'—হলোই তাই, একদিন দেখা গেল তিনি ভারত চলে যাচ্ছেন তাও ভারতের জঙ্গলরাজ্য দণ্ডকারণ্যে। হীন মানসিকতার জন্যেই তিনি শেষ অব্দি মুসলমানের সাথে বাস বিশ্বাস করতে পারেন নি। আমার প্রাথমিক সমস্ত শিক্ষা তাঁর হাতে—তাই এখনো আমি তাঁকে মনেপ্রাণে শ্রদ্ধা করি।

দ্বিতীয় ঘটনা আরও মজার–মজার বলছি একারণে যে, ওরা শুধু দাঙ্গা ফ্যাসাদেই সাম্প্রদায়িক নয়; মনেপ্রাণেও জঘণ্যরকম সাম্প্রদায়িক। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার থেকে বলছি। '৭৪ সালে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে কলকাতায় 'বাংলাদেশের বই' শিরোনামের এক বই মেলায় সরকারী দলের সাথে অন্তর্ভুক্ত হয়ে মেলা করতে গিয়েছিলাম। আমাকে সাহায্য করার জন্য ভারতীয় সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে একজন গাইড বা সাহায্যকারিণী দেয়া হলো, কল্যানী বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ (রাষ্ট্রবিজ্ঞানের) শেষবর্ষের ছাত্রী। নাম, শ্রীমতি উমা রায়। আজ আর জানিনা কোন্ কারণে ওর সাথে দেখা করতে ৪/৫ মাসে একবার কলকাতা যেতাম—সাথে অবশ্য আমার গ্রন্থ আমাদানির বাণিজ্যটিও ছিলো। একদিন ওর আমন্ত্রণে গঙ্গার ধারে বেড়াতে গিয়েছি সাথে ওর পিসতুতো বোন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার শ্রীমতি মিনু রায়। নানা কথার এক পর্যায়ে উমা আমাকে বেশ অভিমান নিয়েই বললো,—'তোমাদের দেশের মেয়েদের জন্য হয়েছে আমাদের মরণ',–আমি জানতে চাইলাম কেন ? কোন মেয়ে কী করলো আবার! উত্তরে উমা বললো,—'তোমাদের দেশের হিন্দু পরিবারের বেশীর ভাগ মেয়েই বয়োপ্রাপ্ত হলে তাদের পশ্চিমবাংলার আত্মীয়ের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়, বিয়ের জন্য। এমনিতে আমাদের বিবাহযোগ্য মেয়ের চাইতে ছেলের সংখ্যা কম—সেই বা যা আছে তাও তোমাদের মেয়েরা বিয়ে করে নিচ্ছে।' তারপরেও নানান কথা হয়েছে। কিন্তু আজও আমি ভীষণভাবে চিন্তা করি, যে মেয়েটির বিয়ে হচ্ছে

www.pathagar.com

কলকাতার ছেলের সাথে সেও তো হিন্দু। শুধু অপরাধ তার জন্ম বাংলাদেশে? আমার বলতে ইচ্ছে হয়েছিলো, ওদেশে শুধু বিবাহযোগ্য মেয়েই পাচার হচ্ছে না, পাচার হচ্ছে সোনা, গয়না, টাকা, পয়সা সব। ৯০% বাংলাদেশী হিন্দু তাদের দেশমাতৃকাকে মুসলমানের দেশ মনে করে এবং এখানে খেয়ে পড়ে বড় হয়ে একসময় সুযোগ বুঝে কেটে পড়ে—ততদিনে ওপারে সব গুছানো শেষ। এতে অবশ্যই বাংলাদেশের অর্থনীতিতে চাপের সৃষ্টি হয়। কিন্তু বন্ধুত্বের প্রশ্নে উমাকে সেদিন আমি তা বলতে পারিনি। হেসে শুধু বলেছিলাম,—'বাংলাদেশের মেয়েরা তোমাদের চাইতে সুন্দরী বলেই কলকাতার ছেলেরা লুফে নেয়।' বলে রাখা প্রয়োজন, উমা এখনো আমার বন্ধু।

তৃতীয় ঘটনাটি অবশ্য মর্মান্তিক এবং জঘন্য বলবো। এই কাহিনী ৬০-এর দশকে ভারত থেকে মাইগ্রান্ট আমার এক বন্ধুর। সৈয়দ হালিম নামের আমার এই বন্ধুর ভাই নির্মমভাবে নিহত হয়েছে ভারতে হিন্দু জোতদারদের হাতে। নিচের পুরো কাহিনী তারই লেখা।

> "সেদিন সুশীল স্যার স্কুল থেকে বের হবার পর আমার কাঁধে হাত রেখে হাঁটতে হাঁটতে বললেন,—"তোরা পারলে এখান থেকে চলে যা, এখানে তোদের কিছু হবে না। আমি মজিদকে বুঝিয়ে বলব।'
>
> বয়সে কিশোর হলেও সেদিন আমি কথাবার্তার ভয়াবহতা চিন্তা করে আঁতকে উঠেছিলাম।
>
> সুশীল রায় জাতিতে ব্রাহ্মণ। পেশায় শিক্ষক। তিনি প্রথমে মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের ইংরেজীর শিক্ষক ছিলেন। ১৯৬১ সালে সরকারী চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করার পর মেদিনীপুর টাউন স্কুলে যোগ দেন। টাউন স্কুল একটি বেসরকারী স্কুল। তিনি এই স্কুলেও ইংরেজী পড়াতেন। তখন আমি মেদিনীপুর টাউন স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র। সেই '৬১ সালে আমরা শেক্সপীয়ারের ম্যাকবেথ, হ্যামলেট, জুলিয়াস সিজার, মার্চেন্ট অব ভেনিস ইত্যাদি কাব্যের পুরোটাই শুনে ফেলেছি। সেই যে শোনা এখনও তা মনে গাঁথা আছে। স্যারের অভিনয়ের ঢংয়ে বলা এসব কাব্য আমাদের সবাইকে মুগ্ধ করে রাখত। আমরা কল্পনার খেয়ায় চড়ে ওই গল্পের দেশে পৌঁছে যেতাম।
>
> সুশীল স্যার আমাদের ইংরেজী গ্রামার এবং র‍্যাপীড রীডার পড়াতেন। তাঁর বলা ছিল পঁয়তাল্লিশ মিনিটের পিরিয়ডে তিনি পঁচিশ মিনিট পড়াবেন এবং যাকে খুশি পড়া ধরবেন। যদি কেউ পড়া ঠিকমতো না করে আসে তাহলে উত্তর দিতে পারবে না, আর উত্তর ঠিকমতো না দিতে পারা মানে সেদিন আর গল্প

www.pathagar.com

বলা হবে না। গল্প শোনার লোভ সামলাতে না পারার জন্য অন্য সব স্যারের ক্লাস বাদ দিয়ে সবাই সুশীল স্যারের ক্লাশের পড়া ঠিকমতো করে আসতো। তিনি সন্তুষ্ট হয়ে পঁচিশ মিনিট পড়ানোর পর গল্প বলা শুধু করতেন।

টাউন স্কুলের আর একজন শিক্ষক ছিলেন ক্ষিরোদ জানা। তিনিও একই পদ্ধতিতে পড়াতেন। তিনি অবশ্য পৌরাণিক গল্পসহ বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত সব লেখকের গল্প বলে শোনাতেন। তিনি ছিলেন লাইব্রেরীর টিচার। তাঁর সদিচ্ছার কারণে আমরা ওই বয়সে সুকুমার সমগ্র, শীবরাম চক্রবর্তী পড়ে ফেলেছিলাম। তাছাড়াও শুকতারা পত্রিকার বাঁধানো বার্ষিক সংখ্যা লাইব্রেরীতে ছিল। যেহেতু এটা পড়তে বেশী সময় লাগত তাই তিনি যখন শুকতারা ইস্যু করতেন তখন এক মাসের সময় দিতেন। আমার সময়কার সহপাঠী ছাত্ররা এ দু'জন শিক্ষকের কাছে চিরঋণী হয়ে থাকবে এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। ব্যক্তিগতভাবে আমি সুশীল রায় আর ক্ষিরোদ জানার কাছে চিরঋণী। কাকতালীয় হলেও ব্যাপারটি সত্যি যে এ দু'জনই ছিলেন আমার আব্বার বাল্যবন্ধু। প্রথম যেদিন আমি এই স্কুলে ভর্তি হই সেদিনই ক্ষিরোদ স্যার আমার পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন। আমার বাড়ির ঠিকানা জেনে তিনি বললেন,—'মজিদ তোর কে হয় ?' আমার আব্বার নাম স্যারের মুখে শুনে অবাক হলাম। বললাম,—

—আব্বা।

—মজিদ আজকাল কি করে রে?

—কিছু করেন না। তিন বছর হ'ল রিটায়ার করেছেন।

—ওকে আমার কথা বলিস। আমরা ছোটবেলার বন্ধু। একসাথে পড়াশুনা, খেলাধূলা করেছি।

তার দু'দিন পরের কথা। আমি আমাদের বাড়ির রকে বসে আছি। দেখি বাজারের ব্যাগ হাতে সুশীল স্যার যাচ্ছেন। তাঁকে দেখে সালাম দিতে তিনি জিজ্ঞেস করলেন,—

—তুমি আমাকে চেন?

—হ্যাঁ, স্যার।

—কিভাবে?

—আমি টাউন স্কুলে পড়ি।

—কোন ক্লাশে?

—ফাইভে।

www.pathagar.com

—তুমি কি এ বাড়িতে থাক?

—হ্যাঁ, স্যার।

—মজিদ তোমার কে হয়?

আর একবার অবাক হবার পালা। বললাম,—

—আমার বাবা।

—তাই নাকি! ওতো আমার বাল্যবন্ধু—ও কি বাড়িতে আছে?

—আছেন।

—যাও, ডেকে আন।

আমি আব্বাকে ডেকে আনলাম। দুই বাল্যবন্ধুর কথাবার্তা শুনতে খুব মজা লাগল। এরপর থেকে আমি সুশীল স্যারের প্রিয় ছাত্র হয়ে গেলাম।

আমার প্রাইমারী শিক্ষা জীবন কাটে পাঠশালায়। পাঠশালাটির নাম শরৎ পাঠশালা (বিদ্যাসাগর বিদ্যামন্দির)। ক্লাস ফোর পর্যন্ত ঐ পাঠশালায় আমার পড়াশুনা। পাঠশালাটির হেডস্যার ছিলেন নিতাই চরণ দে। তিনি ১৯৬৭ সালে ভারতের শ্রেষ্ঠ প্রাইমারী শিক্ষক হিসেবে রাষ্ট্রপতি স্বর্ণ পদক পান। আমি ছোটবেলায় ভাল ছাত্র ছিলাম। ক্লাসে প্রথম হতাম। নিতাই স্যার আমাকে খুব ভালবাসতেন। তিনি ছিলেন আমার ছোট চাচার বন্ধু। আমার মনে আছে ক্লাস ফোরে বৃত্তি পরীক্ষার মাসখানেক আগে একদিন তিনি আমাকে একটা চড় মেরেছিলেন। চড় খাবার আধঘন্টার মধ্যে সারা শরীর কাঁপুনি দিয়ে আকাশ পাতাল জ্বর এসেছিল। স্যার দারুণ ভয় পেয়ে স্কুল ছুটি দিয়ে আমাকে সঙ্গে করে বাড়িতে নিয়ে আসেন। আমার ভাইয়াকে বলেন,—'ওর খুব ভালো চিকিৎসা করবি। টাকা যা লাগে আমি দেব। খুব ভুল করে ফেলেছি। আমি ওকে কোনদিন মারধর করিনি। আজ একটা থাপ্পড় মেরেছিলাম। আর ওমনি জ্বর এসে গেল।'

ভাইয়া বলেছিলেন,—'আপনি চিন্তা করবেন না। ও কালকেই সেরে উঠবে আর স্কুলেও যাবে।'

আমি ঠিকই পরদিন স্কুলে গিয়েছিলাম। স্যার আমাকে বুকে জড়িয়ে অনেক আদর করেছিলেন।

সুশীল স্যারের কথাটা শুনার পর আমার প্রিয় মানুষগুলোর মুখ আমার মনের পর্দায় ভেসে উঠতে লাগল। ওই কিশোর বয়সে আমি বিচলিত হয়ে পড়লাম এটা ভেবে—এদেশ ছেড়ে অন্য দেশে চলে গেলে আমি আমার প্রিয় মানুষগুলোকে আর দেখতে পাব না। আর কেনই বা আমাকে এদেশ ছেড়ে আর এক ভীনদেশে চলে যেতে হবে!

www.pathagar.com

তখন না বুঝলেও পরে বুঝতে পেরেছি। '৬৪ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর সুশীল স্যারের কথামত আব্বা আমাকে ঢাকা পাঠিয়ে দিলেন। আমার অন্যতম প্রিয় মানুষ আমার আব্বা '৬৮ সালে মারা গেলেন। তাঁকে আর দেখতে পারলাম না।

আমি আস্তে আস্তে বড় হলাম। চিন্তা করতে শিখলাম। তখন বুঝতে পারলাম টাউন স্কুলে আমি ছাড়া আর কেউ বৃত্তি পরীক্ষায় ফার্স্ট ডিভিশন পেয়ে ভর্তি হয়নি। কিন্তু আমাকে A সেকশানে ভর্তি করা হয়নি। C সেকশানে পড়তে হয়েছে ক্লাস ফাইভ থেকে এইট পর্যন্ত। আমার কিশোর মনে এই ব্যাপারটা বারবার নাড়া দিয়েছে। আমি আমাদের ক্লাস টিচার নিকুঞ্জ বাবুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম,—'স্যার আমাকে A সেকশানে নেয়া হয়না কেন?' স্যার বলেছিলেন, 'স্কুলের একটা নিয়ম আছে। ভাল ছাত্র হলে তাকে A সেকশানে নেয়া হয় না। ছাত্রদের নামের এ্যালফাবেটিক্যাল অর্ডারে ছাত্রদের A, B ও C সেকশানে ভর্তি করা হয়।'

আমি সেদিন ভয়ে স্যারকে জিজ্ঞেস করতে পারিনি—আহমদ আলী তাহলে কি করে C সেকশানে আসে।

বাস্তব সত্যি যেটি সেটি হচ্ছে আহমদ আলী, আলী আসগর, আব্বাস চৌধুরী-এ সবাই C সেকশানে আসে। তাদের আসতে হয়। ভাল ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও তাদের বখে যেতে হয়। সেভাবেই আমি '৬৪ সালে বখে গেছিলাম। ঢাকাতে চলে আসার পর আমার একটা জিনিসই শুধু বারবার মনে হয়েছে, যে দেশে নিতাই চরণ দে, সুশীল রায়, ক্ষিরোদ জানার মতো অসংখ্য লোক বাস করে, সেদেশে কোন শক্তির বলে সব মুসলমান ছাত্রকে ভাল ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও নিগৃহীত হতে হয়। সে শক্তিটা কি? '৬৪ সালের পর তিরিশটি বছর পার হয়েছে জানিনা ওখানকার অবস্থা এখন কী রকম।

আমার ভাইয়া হাইকোর্ট থেকে মামলায় জিতে আমাদের ৫০ বিঘা কৃষি জমিতে 'বাঁশগারি' করতে গেলেন ভোরবেলা। বিকেল চারটায় তাঁর গলাকাটা, হাতপায়ের রগ কাটা লাশ নিয়ে আসতে হলো মর্গ থেকে। পুলিশ দু'হাজার টাকাসহ মানিব্যাগ, টি-শর্ট, ঘড়ি, হাম্বার সাইকেলসহ সবকিছু থানায় আটক করে রাখল। কোনকিছুই আমার মেজ ভাইয়াকে ফিরিয়ে দিল না। উপরন্তু আমার মেজ ভাইয়াকে পরামর্শ দিল বিষয়টি নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি না করতে। এতে লাভের চেয়ে ক্ষতির পরিমাণ বেশি হবে, সেটা আকার ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেয়া হল। আমার ভাইয়ের পক্ষেও মামলা চালানো সম্ভব ছিলো না অর্থাভাবের কারনে।

www.pathagar.com

একজন মানুষ চিরদিনের মত চলে গেলেন, কোন সুবিচার পাওয়া তো দূরের কথা। সমস্ত ব্যাপারটি বিবেচনা করে আমার মনে হল তিনি মারা গিয়ে দারুণ অপরাধ করেছেন।

সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত থাবায় জর্জরিত হয়ে আজ চল্লিশোর্ধ বয়সে যদি কোন কিছুকে সবচে বেশি ঘৃণা করে থাকি তবে সেটি হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতা। মানুষের এই জঘন্য প্রবৃত্তিটি। আমার দুঃখবোধ আমাকে শিক্ষা দিয়েছে অন্য সম্প্রদায়ের দুঃখকষ্ট নিবৃত্ত করতে। তাদের দুঃখের আগুনকে আরও উস্কে না দিতে। আশা করবো সারা বিশ্বের বিবেকবান মানুষ যেন আমার মতো চিন্তা করতে পারে।*[১]

"সংখ্যালঘু সম্প্রদায়" নামক একটি তথ্যবহুল গ্রন্থে বেশকিছু ভারতীয় মুসলমানের দেয়া ভাষ্য তুলে ধরা হয়েছে—আমি এখানে তার কয়েকটি তুলে ধরছি।

বাংলাদেশের একশ্রেণীর হিন্দু ভারতে জমি বাড়ী ক্রয় করে পরিবারের কিছু সদস্যকে রেখে দেয়

....."ভারতবর্ষের মুসলমান সমাজ আজ পদে-পদে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। অর্থনৈতিক সমস্যার পাশাপাশি সামাজিক সমস্যাও ক্রমান্বয়ে গ্রাস করছে মুসলমানদের। ভালো স্কুল কলেজে আমাদের ছেলেমেয়েদের ভর্তি করতে হাজার সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়। ঘুষ দুর্নীতিতে ছেয়ে গেছে সমাজ। স্কুলে বাচ্চা ভর্তি করতে হলেও আজকাল ঘুষ দিতে হয়। কোন কোন প্রতিষ্ঠানে এম, পি বা এম, এল, এর সুপারিশ লাগে। অপরদিকে মুসলমানরা চাকুরীর ক্ষেত্রে এখন শূন্যের কোঠায়। কোন মুসলমান যুবকই সহজে সরকারী চাকুরী পাচ্ছে না। আমার ব্যক্তিগত একটি অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করলে বিষয়টি সকলের কাছে পরিষ্কার হবে বহু নেপালী বিভিন্ন দেশ থেকে বিতাড়িত হচ্ছে। কলিকাতা পোর্ট কর্তৃপক্ষের একটি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেখে যখন আবেদনপত্র নিয়ে কর্তৃপক্ষের সামনে হাজির হই। ইন্টারভিউ বোর্ডের কর্তা ব্যক্তিটি আমার আবেদনপত্রে মুসলমান নাম দেখে সঙ্গে সঙ্গেই আমার আবেদনপত্রটি আমার সামনেই ওয়েস্ট পেপার বক্স-এ ফেলে দেন এবং আমাকে চলে যেতে বলেন। এরপর আর কোন চাকুরীর চেষ্টা করিনি। এ ধরণের বৈষম্য প্রশাসনের সর্বত্র রয়েছে। কোন একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে হিন্দু মুসলিম উত্তেজনা সৃষ্টি হলে পুলিশ এর নিকট গেলে কোন সাহায্য পাওয়া যায় না। খুবই নিকট অতীতের একটি ঘটনা—২ জন হিন্দু ও ২ জন মুসলমানকে একই

www.pathagar.com

সঙ্গে পুলিশ গ্রেফতার করে। হিন্দু দু'জনের পরিচয় পেয়ে পুলিশ তাদেরকে ছেড়ে দেয়। কিন্তু মুসলমান দু'জন এখনও হাজত বাস করছে। স্বাধীনভাবে ধর্মকর্ম করারও কোন উপায় নেই ভারতবর্ষে।

কোলকাতা শহরে পুলিশের অনুমতি নিয়ে আমাদের গরু কোরবানী করতে হয়। ভারতের বহু স্থানে গরু কোরবানী নিষেধ। উত্তর প্রদেশ ও হরিয়ানায় মুসলমানরা গরু কোরবানীর কথা চিন্তাই করতে পারে না। আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান এবং তার পরিচালকরা সংখ্যালঘু মুসলমানদের মানবিক অধিকার পর্যন্ত দিতে পারে না। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে কোন উন্মুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হলেই, তারা শ্লোগান দেয় "মুসলমান সব পাকিস্তান যাও—ওর নিহিতো কবরস্থান যাও" ধর্মনিরপেক্ষ দেশের মানুষের চরিত্র যদি এই হয় তাহলে সমস্যা ক্রমশ বেড়েই চলবে। আমরা ভারতের মুসলমানরা মনে করি আমরা ভারতীয়। কিন্তু পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশের হিন্দুদের দিকে তাকালে আমরা হতাশ হই। বাংলাদেশের বেশীরভাগ হিন্দু ভারতের কোন না কোন স্থানে জায়গা জমি ও বাড়ী ঘর করে পরিবারের কিছু সদস্যকে ভারতে রেখে দিয়েছে। বাকীরা বিশেষ করে যারা পরিবারের উপার্জনশীল সদস্য—তারা বাংলাদেশ থেকে উপার্জন করছে। এ ধরণের অর্ধেক বাংলাদেশী ও অর্ধেক ভারতীয় এ ধরণের পরিবার ভারতে ও বাংলাদেশে বহু রয়েছে। এদের একটি বিরাট অংশ চাকুরী বা কর্মজীবন শেষে অর্থকড়ি নিয়ে একেবারেই ভারতে চলে আসে। কিন্তু কোন ভারতীয় মুসলিম পরিবার এ ধরণের চিন্তাই করে না। বাংলাদেশের হিন্দুরা মনে করে ভারত তাদের জন্য নিরাপদ স্থান অথচ আমরা সংখ্যালঘু মুসলমানরা ভারতীয় হয়েও নিরাপত্তার অভাব বোধ করি। আমাদের সন্তানদের ভবিষ্যত তৈরি করতে পারছি না। অর্থনৈতিকভাবে আজ পঙ্গু জীবন যাপন করছে ভারতবর্ষের মুসলমানরা।*২

ভারতবর্ষে ২০টি সরকারী অফিস ঘুরলেও একজন মুসলমান কর্মকর্তা পাওয়া যায় না

কলিকাতার বাসিন্দা মুসলমানদের সমস্যার কোন অন্ত নেই। গত ৪ দশক ধরে মুসলমানরা সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে সুবিধা করতে পারছে না। ফলে মুসলমান ঘরের ছেলেরা ধরেই নিয়েছে যে, ভারতের চাকুরীতে মুসলমানদের কোন স্থান নেই। তাই তারা জীবনের শুরুতেই বিকল্প ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থাৎ বেসরকারী চাকুরী ও ব্যবসা বাণিজ্যের কথা ভেবে আসছে। দীর্ঘ ৩/৪ জেনারেশন ধরে

www.pathagar.com

মুসলমানরা চাকুরী না পাওয়ার ফলে এখন অফিস আদালতে খোঁজ করলেও একজন মুসলমান কর্মকর্তা পাওয়া যায় না। অনেক সময় সার্টিফিকেট ও ছবি সত্যায়নের জন্য মুসলমান যুবক যুবতীরা হরহামেশাই সমস্যায় পড়ে। অথচ ভারতের জনসংখ্যার চার ভাগের প্রায় এক ভাগ মুসলমান। সে বিবেচনায় সরকারী চাকুরীতে কমপক্ষে চার ভাগের এক ভাগ মুসলমান থাকার কথা ছিল। কিন্তু বিশটি সরকারী অফিসে ঘুরলেও ১ জন মুসলমান কর্মকর্তা খুঁজে পাওয়া যায় না। চাকুরীতে মুসলমানদের হার ০.০১%। এই অবস্থা শুরু হয়েছে ভারতের জন্মলগ্ন থেকেই। এটিকে আমরা সুপরিকল্পিত একটি উচ্চ পর্যায়ের ষড়যন্ত্র মনে করি। একটি সম্প্রদায়ের মানুষকে সমাজের স্বাভাবিক প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার একটি অংশ হলো ভারতের মুসলমানদের চাকুরীতে যোগদানের সুযোগ না দেওয়া। সরকার ও প্রশাসন এই কাজটি করেছে অত্যন্ত সন্তর্পণে। দীর্ঘ চার দশক পর আজ ভারতীয় মুসলমানরা বুঝতে পেরেছে তারা রাষ্ট্রের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানের মূল চেতনাকে শাসকরা পাশ কাটিয়ে আসছে শুরু থেকে। এভাবে চলতে থাকলে আগামী ২/৩ দশক পর ভারতীয় মুসলমানরা দাসদাসীর মতো জীবন যাপন করবে। আমাদের এ প্রজন্মের সন্তানরা জানে না তাদের ভবিষ্যত কি? একটি লক্ষ্যহীন ও অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সংখ্যালঘু মুসলমানরা। এই ভয়াবহ পরিস্থিতি মোকাবেলা করার মতো নৈতিক মনোবল ও অর্থনৈতিক সঙ্গতি ভারতবর্ষের কোন অঞ্চলের মুসলমানদের মধ্যে আজ আর নেই।

আমাদের পবিত্র সংবিধানের মূলনীতি ধর্মনিরপেক্ষ চেতনাকে উপেক্ষা করে সংখ্যালঘুদের স্বার্থ পদদলিত করা হচ্ছে স্বাধীনতার জন্মলগ্ন হতে। যে দল যখনই ভারতের ক্ষমতায় এসেছে তারা দলীয় স্বার্থের উর্ধে উঠে সংখ্যালঘুদের সমস্যা সমাধানের জন্য এগিয়ে আসেনি। বরং সংখ্যালঘু মুসলমানদের সমস্যার জালে বন্দী করে রাজনৈতিক ফায়দা আদায় করে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। এ ব্যাপারে দেশের শাসকদল প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে আসছে নিজেদের খেয়ালখুশীমত। একটি জনগোষ্ঠী দেশের অর্থনৈতিক স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে সামাজিক কর্মকাণ্ডেও তারা পিছিয়ে পড়ে। আজ ভারতবর্ষের মুসলিম সমাজেরও একই হাল হয়েছে।•৩

www.pathagar.com

ভারতের হিন্দুরা ছুতা পেলেই মুসলমানদের সমালোচনা করে

...."আমি যে স্কুলে চাকরী করি সে স্কুলটির সকল শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী হিন্দু। শিক্ষকরা সমাজের সচেতন অংশ হলেও তারা মুসলিম বিদ্বেষী। মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি উদার একজন শিক্ষকও আমার স্কুলে নেই। আমি ব্যক্তিজীবনে ভালোবেসে মুসলমান ছেলেকে বিয়ে করেছি। উভয়েই যার যার ধর্মে রয়েছি। খুব সহজে উক্ত স্কুলটিতে কোন মুসলমান শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীর চাকুরীতে প্রবেশ করার সুযোগ নেই। কারণ স্কুলটির পরিচালনায় রয়েছে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন। স্কুলে আমার সহকর্মীরা কোন ছুতা পেলেই মুসলমানদের সমালোচনা শুরু করে। মুসলমান সম্প্রদায়ের কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে আমার সহকর্মীরা চাঁদা বা সাহায্য করা থেকে বিরত থাকেন। তাদের মাঝে এক ধরণের জেলাসী কাজ করে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের মানসিকতা বিবেচনা করলে সমাজের একটি অংশের মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে অন্য সকল ধর্মের ছাত্রীদের ক্ষেত্রে সকলের আচরণ খুবই চমৎকার।*[৪]

ভারতের সংখ্যালঘুরা বিশেষ করে মুসলমানরা নানাভাবে অবহেলিত। মূল সমস্যা দাঙ্গা হলেও যারা জীবন বাজী রেখে মাতৃভূমির টানে এখনো ভারতে থাকছে, থাকবে তাদের নিয়ে সরকার বলুন তার প্রগতীশীল হিন্দু বুদ্ধিজীবি বলুন কেউ এগিয়ে আসে না—দাঙ্গা-হাঙ্গামার পাশাপাশি হাতে হাত মিলিয়ে শিক্ষা ও আর্থিক অনগ্রসরতা। সংখ্যাগুরু হিন্দুরা মুসলমান ভারত ছাড়া করতে তৎপর কিন্তু শিক্ষা ও আর্থিক সমস্যা সমাধানের পথ বা পন্থা নিয়ে কেউ সোচ্চার নয়।

কোন সরকারী দপ্তর, স্কুলে, হাসপাতালে কোথাও কোন সংখ্যালঘুদের (মুসলমানদের তো নয়ই) চাকুরী দেয়া হয় না।

ধর্মীয়ভাবে পঙ্গু করার পথ হিসেবে সম্প্রতি গুজরাটে গরু জবাই নিষিদ্ধ করে রাষ্ট্রপতি বিল পাশ করা হয়েছে—কিন্তু বাংলাদেশের কোন কিছু জবাই নিষিদ্ধ নয়—এমনকি মুসলমানের হাদিসে বর্ণিত আছে "শুয়োর" নামের জীবটির নাম নেয়া মুসলমানের জন্য হারাম। কিন্তু বাস্তবে মুসলমান কি করছে—খোদ বাংলাদেশে প্রকাশ্য একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রয়োজন মেটাতে শুয়োর জবাই ও প্রকাশ্য বিক্রি করতে দিচ্ছে এবং এর জন্য থানা বা সরকার থেকে কোন অনুমতির প্রয়োজন হয় না। ভারতে গরু জবাইয়ের জন্য পূর্ব অনুমতির প্রয়োজন হয়। কিন্তু

www.pathagar.com

মজার ঘটনা পশ্চিমে বাসরত কোটি কোটি ভারতীয় হিন্দু ঠাকুরের সামনের প্রসাদ-এর মতো MACDONALDS-এর 100% BEEF BURGER খাচ্ছে—দেশে ফিরেই যত ন্যাকামো! খাচ্ছে অনেক ঢাকা ও কলকাতাবাসী হিন্দু জনগণ। আসলে খাবেই বা না কেন? এমন মজার গোস্ত পৃথিবীতে আর আছে নাকি? ধন্য গরুর মাংস বা গোস্ত।

সামাজিক, আর্থিক, শিক্ষাক্ষেত্রে নানা সমস্যার সৃষ্টিতো ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ভারতে মুসলমান সংখ্যালঘুদের ব্যাপারে OPEN SECREAT, তেমনি একটি ঘটনার অংশ বিশেষ তুলে ধরছি এখানে।

....."সামাজিকভাবে আমাদের অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, কিন্তু প্রত্যেকের নিজস্ব কথা থাকে। আমি যা উপলব্ধি করেছি তা আমার একান্ত ও নিজস্ব যা আমার মনে এক ক্ষত সৃষ্টি করেছে, যে ক্ষেত্রে ক্ষতটা হল তার হিসেবের দরকার নেই। কিভাবে হল তা জানানো উচিৎ। পেশাগতভাবে সমস্যার সম্মুখিন হয়েছি, এক বছর পূর্বে (১৯৯৩) কলিকাতা মিউনিসিপাল কর্পোরেশনে একটি কারিগরি শিক্ষার জন্য আমাদের খিদিরপুর এলাকার প্রায় ৩০/৪০ জন মুসলিম মেয়ে আবেদন করি, সরকারী নিয়ম মাফিক ইন্টারভিউ কল করে আমাদের নানান প্রশ্নের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হয়, 'তোমরা কি বিহারী?' এর ফলে আমাদের একজনও সেখানে চাকুরীর সুযোগ পেলাম না। তখন আর বুঝতে বাকি থাকেনি যে আমরা মুসলিম একমাত্র সেজন্যই কর্মকর্তাদের আমাদের প্রতি অনিহা।"*৫

মুসলিম যুবতী নারীদের প্রতি কোন প্রকার সম্মান হিন্দুরা দেখায় না—তার আর একটি উদাহরণ দেয়া হলো।

...."আমার নিজ গ্রাম আমাইটাতে কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণু পরিবেশ না থাকলেও আমার আশেপাশের গ্রামে হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে গণ্ডগোল রয়েছে। সময় সময় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসাবে মুসলমানরা নানাভাবে সামাজিক নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে। বিহারের অনেক অঞ্চলে মুসলমানরা নিজস্ব সাংস্কৃতির চর্চা স্বাভাবিকভাবে করতে পারে না। যেমন বিহার অঞ্চলে কোন মুসলিম পরিবারের মেয়েরা যদি ইসলামী পোশাক—বিশেষ করে 'বোরখা' পরে রাস্তায় বের হয় তাহলে এক শ্রেণীর উগ্র হিন্দু নানা অশ্লীল কটুবাক্য ছুঁড়ে বিদ্রুপ করে। এবং উস্কানীমূলক পরিবেশ তৈরী করে গোলযোগ সৃষ্টি করতে চায়, পুরুষরা যদি দাড়ি সমেত টুপি পড়ে রাস্তায় বের হয় তাহলেও টিটকারী ও টিপ্পনী কেটে অপমান করে। এ ধরণের পরিবেশ যে সকল অঞ্চলে রয়েছে সেখানকার মুসলমান ছেলেমেয়েরা আত্মসম্মান রক্ষার জন্য এমন ধরণের পোশাক পরে যে পোশাক

www.pathagar.com

পরলে হিন্দু না মুসলমান তা বুঝা যায় না। নিজের সংস্কৃতিকে স্বাধীনভাবে চর্চা করতে না পারলে মনের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে কষ্ট লাগে। ভারতের অনেক অঞ্চলে মুসলমানরা মনের মাঝে কষ্ট রেখে জীবন যাপন করছে। প্রসঙ্গে একটি লোমহর্ষক ঘটনার উল্লেখ করলে যে কোন ধর্মের মানুষের মনে করুণার উদ্রেক হবে। তাহলো, ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর ভারতের উত্তর প্রদেশে উগ্র হিন্দুদের দ্বারা বাবরী মসজিদ ধ্বংসের পর সারা ভারতসহ গোটা উপমহাদেশেই এক সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণু পরিবেশ দেখা দেয়। এই সময়ে ভাগলপুরে একটি মুসলমান ছেলে তার স্ত্রীকে নিয়ে রেল গাড়ীতে যাচ্ছিল। দম্পতিটি মুসলমান। এই পরিচয় পেয়ে কিছু হিন্দু ছেলে মেয়েটির পাশে জোর করে বসে পড়ে এবং চলন্ত গাড়ী হতে কম্পার্টমেন্ট ভর্তি মানুষের সম্মুখ হতে মেয়েটার স্বামীকে নিচে ফেলে দেয় এবং মেয়েটির সঙ্গে অশ্লীল আচরণ করে। ট্রেনের কম্পার্টমেন্ট ভর্তি যাত্রীদের পক্ষ থেকে এই অমানবিক ঘটনাটির কোন প্রতিবাদও হয়নি। এ ধরণের করুণ ঘটনা ভারতের বহু অঞ্চলে হয়ে আসছে।*[৬]

প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ ॥ বোম্বেতে যা ঘটেছিল

সংবাদপত্রের উপর চিরকালই সেন্সর এর নির্দেশ থাকে যে কারণে অনেক কিছু প্রকাশ পায় না। কিন্তু আমি আজ আপনাদের যা শোনাব তা নিজের চোখে দেখা, টিভিতে নয়। সংবাদপত্রের বাইরে যা হয়েছে, ভয়াবহ ঘটনাগুলো সংবাদপত্রে ওঠেনি। ভয়াবহ ঘটনার সামন্যই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। নিজের চোখের সামনে দেখেছি নরপিশাচদের কাণ্ডকারখানা, ঠিক যেমনটি হয় মুসলমানদের কোরবানীর ঈদে। রক্ত-রক্ত-রক্তের বীভৎস গন্ধ—আমার নাকে এখনো সেই গন্ধ পাচ্ছি। আমার চোখে দেখা কাহিনীগুলো আপনাদের বিশ্বাস হবে না, মনে হবে কোন গল্প পড়ছেন। কিন্তু এরমধ্যে এক বর্ণ মিথ্যা নেই— লিখতে যখন বসেছি তখন সব সত্যই লিখে যাব।

খোদার ঘর ভেঙে গুড়িয়ে দিবে আর মুসলমানরা চুপ করে থাকবে এমন মুসলমান বোম্বেতে একটাও নেই।

আমি ট্রেনিং এর জন্য ১৫-১১-৯২ ইং তারিখে সরাসরি বোম্বে পৌঁছেছিলাম। ঐ রাত্রেই বোম্বে শহর থেকে ১৮০ কিলোমিটার দূরে ছোট্ট শহর নাসিকে ট্রেনিং এর উদ্দেশ্যে চলে যাই। আমি গিয়েছিলাম সম্পূর্ণ বোম্বের এক কোম্পানীর খরচে। নাসিকে মুসলমানদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি; খোলাখুলিভাবে গরু জবাই হয় যা ভারতের আজমীর ছাড়া বোধহয় আর কোথাও হয় না। সবচেয়ে আশ্চর্যের

www.pathagar.com

ব্যাপার কিভাবে ভারতের লোকরা যেন টের পেয়ে যায় যে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে গণ্ডগোল হবে। ২২শে নভেম্বর সামান্য একটি ঘটনা থেকে নাসিকে গণ্ডগোল শুরু হয়ে গেল। কিন্তু তেমন প্রচণ্ড নয়। হিন্দুরা মুসলমানদের তাড়া করে, মুসলমান হিন্দুদের। এই গণ্ডগোলের সূত্রপাত হয়ে উঠছিল আমাদের সামনে এক মুসলমানরা লোকের বাড়ির গেটে। এক হিন্দু ভদ্রলোক কুকুর নিয়ে হাঁটছিল—তখন শুধু দুই পক্ষের মধ্যে বাকবিতণ্ডা হচ্ছিল এবং পরিস্থিতি ঠাণ্ডা হয়েছিল। পরদিন খুব ভোরে চিল্লা-চিল্লির শব্দে ঘুম ভেঙ্গে যায়। দেখি লাঠি-সোটা হাতে অনেক লোক সেই মুসলমান বাড়ির সামনে। ঘুম থেকে ওঠার ১০ মিনিটের মধ্যে মনে হয় পুরো নাসিক শহরের পুলিশ ঐ স্থানে আসাতে পরিস্থিতির উন্নতি হয়। কিন্তু বিকালের মধ্যে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে পুরো নাসিক শহরে। পরিস্থিতি ক্রমে খারাপ হওয়াতে আমার আমন্ত্রিত কোম্পানীর লোক সিদ্ধান্ত নেয় আমাকে বোম্বে রেখে আসার। ২৪-১১-৯২ রাত্রি ১১টার দিকে কোম্পানীর গাড়ীতে করে বোম্বে শহরের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌র হাতে নিজের জান সঁপে দিয়ে রওয়ানা দেই। নিজেই গাড়ী চালিয়ে যাই। কারণ সব মুসলমানরা হিন্দু খুঁজছে। পাসপোর্টটি গাড়ীর ড্যাস বোর্ডের উপর রেখে চালাচ্ছি। সঙ্গে সাঙ্গী ছিল 'দোয়া ইউনুস'। যাক ভাল মতই দ্বিতীয় ইউরোপ বোম্বেতে পৌছলাম। শান্ত বোম্বে। উঠলাম গ্রান্ট রোডে হোটেল গ্রান্টে। ২৫-১১-৯২ তারিখে লক্ষ্য করলাম এখানে প্রত্যেকের মুখে কেমন যেন এক আতংকের ছায়া। বোম্বেতে আমি পাঁচটি কোম্পানীর সাথে ব্যবসার ব্যবস্থা করেছিলাম যে সব স্থানে হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে বেশি গণ্ডগোল হয়েছে যেমন-গ্রান্ট রোড, ওয়ারলি, বান্দ্রা, আম্বেরী, নারিমান পয়েন্ট। ২৬-১১-৯২ হঠাৎ গ্রান্ট রোডে সান্ধ্য আইন জারি করা হল। হিন্দু মুসলমানরা তা মানলো না। শুরু হয়ে গেল ভাংচুর। পুলিশের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। আমি গিয়েছিলাম 'কৃষ্ণা রিসার্চ এণ্ড ব্রিডিং ফার্মে'র আমন্ত্রণে। তারা আমাকে নিয়ে খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। সরিয়ে আনল "কেলাবায়" গ্রেট ওয়ে অফ ইন্ডিয়ার কাছে হোটেল হ্যালিসে— তুলে দিল রাত্রি প্রায় দশটার দিকে। গ্রান্ট রোডে গণ্ডগোল চলেছিল তিনদিন। কোন রক্তপাত হয়নি। কিন্তু গ্রান্ট হোটেলকে ভেঙ্গে চুরে কাবাব করে দিয়েছিল। কিন্তু একটা ব্যাপারে প্রশংসা না করে পারছি না ৩০-১১-৯২ তারিখে যখন আমি গ্রান্ট রোডে যাই তখন দেখি সব ঠিকঠাক, চক্ চক্ করছে সব কিছু। কি আশ্চর্য দেশ। ২/৩ তারিখ পর্যন্ত সব ঠিক প্রশান্তিতে কাটিয়ে দিলাম কয়েকটি দিন। কিন্তু বিধি কপালে সুখ রাখল না। নারকীয় কার্যকলাপ দেখার সৌভাগ্য ঘটে গেল। গিয়েছিলাম গ্রান্ট রোডে আমির পোলট্রির ডাকে ব্যবসার লোভে ৪-১২-৯২ তারিখে। ততক্ষণে খবর শুরু হয়ে গেছে বাবরী

www.pathagar.com

মসজিদ ভেঙে ফেলেছে। বোম্বে শহরে নিঃশ্বাস নেয়া হয়ে গেল কষ্টকর। পোড়া আর রক্তের গন্ধে গ্রান্ট রোডে অটকে থাকলাম তিনদিন এক পোশাকে। হোটেল গ্রান্টে আমি আর আমির পোলট্রির জনাব আমিরুল্লাহ্ খান ও শ্রীমান নিতিন পারিখ। হোটেলের জানালা দিয়ে দেখেছি সব ধ্বংসযজ্ঞ। কমপক্ষে ৫০ জনকে দেখেছি জবাই হতে। আল্লাহ্ আক্‌বর বলে মুসলমানরা জবাই করেছে হিন্দুদের। ড্রেনের পাশে রাস্তার উপর ফেলে হিন্দুরা দূর থেকে করছে গুলি। মুসলমান মারছে। পুলিশের টিকিটিও দেখা যায়নি। দুই পক্ষই সমানে সমান। আমিরুল্লাহ্ খানের বাড়ি বান্দ্রা। যে তিনদিন আমরা গ্রান্ট রোডে ছিলাম ওখানে মুসলমান মরেছে বেশি। টেলিফোনে খবর পাচ্ছি। 'ওয়ারলীতে' হিন্দু মরেছে বেশি। আর মরেছে বন্দরের নিরীহ হিন্দু মুসলিম কুলিরা। আমাদের হোটেলে আক্রমণ চালাতে এসেছিল কিন্তু পারেনি কিছু করতে। প্রথম দিনই সন্ধ্যায় কারফিউ দিয়েছিল। কিন্তু কে মানে, ফাঁকা ফায়ার করতে করতে যখন আর্মির গাড়ী আসতে থাকে আস্তে আস্তে পালাতে থাকে সবাই। রাস্তা ভরে যায় তখন পুলিশ আর আর্মিতে। গ্রান্ট রোড ঠাণ্ডা। আমিরুল্লাহ্ খান বললো,—তার বাসা বান্দ্রাতে যাবার জন্য। কিন্তু নিতিন বললো,—আনধেরী যাবার জন্যে। কারণ আনধেরীতে তখনও পোড়া-পোড়ি ছাড়া আর কিছু হয়নি। তাই গেলাম। এরই নাম কপাল! যাওয়ার আধ ঘন্টার মধ্যে শুরু হয়ে গেল হত্যাযজ্ঞ। মুসলমান আতর ব্যবসায়ীদের বেশির ভাগ বাসা আনধেরীতে। বাসা থেকে টেনে টেনে বের করে হত্যা করেছে মুসলমানদের। দুধের শিশুকেও বাদ দেয়নি। মায়ের কোল থেকে শিশুকে কেড়ে নিয়ে প্রথমে কেটেছে হাত, তারপর পা, মাকে ধরে রেখেছে দুই হিন্দু। মা সহ্য করে যাচ্ছে শিশুটি যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। খুব বেশি হলে ২০ ফিট দূর থেকে আমি এ দৃশ্য দেখেছি। আরো দেখেছি বাচ্চার পেটটা কেটে টেনে টেনে নাড়িগুলো বের করল মায়ের সামনে, কলিজাটা কেটে দিল মায়ের হাতে, ছোয়াল মায়ের মুখে। না আমি আর লিখতে পারছি না এ ঘটনার কথা। তারপর মুসলমান সেই মহিলাটিকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে লম্বা চাকু ঢুকিয়ে দিল প্রস্রাবের রাস্তা দিয়ে। এভাবে চলল কয়েক ঘন্টা। দূরে কি হয়েছে তা দেখতে পাইনি। কয়েক ঘন্টা পরে শুনেছিলাম গুলির শব্দ। আর্মি আসছে। বোম্বের বান্দ্রা, আনধেরী, গ্রান্ট রোড, ওয়ারলী, বিন্দিবাজার প্রায় সব স্থানের দৃশ্য একই রকম। শুধু দেখেছি ধোঁয়ার কুণ্ডলী, বোম্বে দাঙ্গার দৃশ্য সহ্য করতে পারছিলাম না। কিন্তু একা কি করব? তবে আল্লাহ্‌র কাছে শুকরিয়া ইন্ডিয়া সরকার বোম্বের হত্যাযজ্ঞ থামাতে যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখিয়েছে। ইন্ডিয়ান আর্মি পুলিশও মরেছে। এরপর পরিবেশ থমথমে। কোম্পানীর লোক আমাকে ফিরিয়ে

www.pathagar.com

আনল "কোলাবায়"। এ স্থানটি ছিল সব কিছুর উর্ধ্বে। এখানকার লোকরা টেরই পায়নি যে এত কিছু বোম্বেতে হয়েছে। "কোলাবা" বাদে সারা বোম্বে পুড়েছে। রাস্তার লোহার ডিভাইডার নাই। ধ্বংস করে দিয়েছে অনেক প্রাচীন ঐতিহ্য। খোদার ঘর ভাঙবার শাস্তি ১০০ বছর পিছিয়ে গেল ইণ্ডিয়া। একটি সুইস কিশোরীর কথা আমি বললাম না। হিংস্র জানোয়ারেরা নিরীহ জানোয়ারদের খেয়ে বেঁচে থাকে। ৫ই জানুয়ারি দেশে ফিরেছি। দেখেছি চক্‌চকে বোম্বে কিন্তু পুলিশ আর আর্মিতে ভরা ছয়টি এলাকা। তবে এটা ঠিক, বোম্বের মুসলমানের সাহস আছে। একটি ১০ বছরের ছেলেকে দেখেছি একজন হিন্দুকে মারতে আর তরবারী ঘুরিয়ে চিৎকার করে বলছিল,—'কে আসবি আয় দুটুকরা করে দেবো।' এমনিতে কিন্তু হিন্দু মুসলমানে প্রচুর মিল—একসঙ্গে ব্যবসা করছে, এমনকি খাওয়া দাওয়াও একসঙ্গে করছে। আমি নিজের চোখে যা দেখেছি তাই লিখলাম। ভারতের অন্যান্য স্থানে কি হয়েছে তার সঠিক তথ্য দিতে পারব না।*৭

বিজেপি বক্তব্য
ভারতবর্ষের সকলকে
হিন্দুত্বের ধারায় মিশে যেত হবে

ভারবর্ষের যে সকল মানুষ যুগ যুগ ধরে ভারতকে মাতৃভূমি মনে করে স্থায়ীভাবে বসবাস করে আসছে, ভারত তাদের দেশ। যারা দেশকে রক্ষা, গঠন ও উন্নতির সকল রকম প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে, ভারত সেই সকল মানবগোষ্ঠির দেশ। তারাই ভারতের মূল নাগরিক। হাজার হাজার হিন্দু মুসলমান শহীদের রক্তে গড়া ভারতের স্বাধীনতা। ভারতীয় সংবিধানেও সকল মানুষের সমান অধিকার স্বীকৃত। কিন্তু ভারতীয় সমাজ জীবনের আভ্যন্তরীণ চিত্র বড়ই করুণ। জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রে তা বড়ই ক্ষতিকর। আজ ভারতের বুকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাঁচার অধিকারকে চ্যালেঞ্জ করে সামান্য কারণে সাম্প্রদায়িকতার জোয়ার বয়ে চলেছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের মান ইজ্জত জাতীয় একতার ভিত্তিকে কাঁপিয়ে তুলছে। এমন বহু সংগঠন আছে, যাদের শ্লোগান 'এদেশে মুসলমানদের থাকার ন্যায্য অধিকার নেই।' তাঁদের নেতারা প্রচার করে চলেছেন, 'এদেশের রাজনৈতিক নেতারা মুসলিমদের শোষণ করছে' বহু মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মানুষের মাথায়ও এই কথা ঘুরছে যে হিন্দুরা ভারতবর্ষের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক, আর মুসলমানরা বিশেষ সুবিধাভোগী। অথচ ঘটনা কি এরকমই? চাকরী উচ্চ শিক্ষা ও সামাজিক সুযোগ সুবিধার দিক থেকে মুসলমানরা কি এমন পর্যায়ে পৌছেছে; যাতে এসব ক্ষেত্রে

www.pathagar.com

হিন্দুদের স্বার্থ বিপন্ন হচ্ছে? এদেশে হিন্দুধর্মাবলম্বী, তপশিলী বা অনুন্নত জাতিদের কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধাদানের জন্য সংরক্ষিত আসন আছে। কিন্তু এ ধরনের সুযোগ সুবিধা মুসলমানদের জন্য আছে কি? এই সমস্ত প্রশ্নের একটাই উত্তর—তা নেই। বরং মুসলিম সম্প্রদায়ের বস্তি বা মুসলিম বসতিপূর্ণ এলাকার দিকে তাকালে তাদের হত দারিদ্র্যের চেহারাই স্পষ্ট হয়ে উঠে। তার মানে এ নয়, এদের মধ্যে অর্থবান কেই নেই। কিন্তু সাধারণভাবে ভারতবর্ষের মুসলমান জনসাধারণ বহু দিক থেকে পশ্চাৎপদ হিন্দুদের তুলনায়। তাদের শিক্ষার হার অন্ততঃ কর্ম, চাকুরীর দিক থেকে তাদের উপস্থিতি উল্লেখ করার মত নয়। সরকারী পরিসংখ্যান অনুযায়ী উচ্চ শিক্ষা ও চাকরীর জগতে মুসলমানদের সংখ্যা ২ থেকে ৪ শতাংশ। মুসলমান সম্প্রদায় এদেশে দারিদ্র ক্লিষ্ট অনুন্নত এক সম্প্রদায়। তাহলে মুসলমানরা হিন্দুদের শোষণ করল কোথায়? আসলে সরকার বা রাজনৈতিক নেতা মুসলমানদের শোষণ করছেন না, নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার জন্য মৌলবাদকে তোষণ করেন। তাই পার্লামেন্ট সংখ্যাধিক্যের জোরে শাহাবানু মামলা সংক্রান্ত সুপ্রীম কোর্টের রায়কে বাতিল করে দিয়ে রাজীব গান্ধী মুসলিম মৌলবাদকে তোষণ করল দলের ভোটকে সুনিশ্চিত করার জন্য। সুপ্রীম কোর্টের রায়ে মুসলিম মহিলাদের অন্য ধর্মালম্বী মহিলাদের মত ভরণপোষণসহ সব কিছু সুবিধা ও অধিকার লাভের যে সুযোগ ছিল, রাজীব গান্ধী সেই সুযোগকেই হত্যা করেছেন। ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন। পথে বসেছেন শাহাবানুর মত অসহায় নারীরা। এর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণার কথা ছিল মুসলিম সমাজের। কিন্তু সঠিক নেতৃত্বের অভাবে তা হল না। ফলে বিজেপি হৈ চৈ বাধিয়ে মুসলিম বিদ্বেষী পরিবেশকে উস্কে দিয়ে হিন্দু মৌলবাদকে নিজেদের পক্ষে নেওয়ার চেষ্টা করল। উগ্র হিন্দু মনোভাবকে উস্কে দিয়ে, গত ৬ই ডিসেম্বর মাটির সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হল প্রায় সাড়ে চারশো বছরের ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ। দেশব্যাপী জ্বলে উঠল সাম্প্রদায়িকতার আগুন। সেই আগুনের লেলিহান শিখায় হাজার হাজার হিন্দু মুসলমানের প্রাণ গেল। কত সন্তান হল পিতৃমাতৃহীণ, কত পিতা মাতা হারাল তাদের সন্তান। তিল তিল করে গড়ে তোলা সংসার পুড়ে ছাই হয়ে গেল। শেষ সম্বলটুকু হারিয়ে কত পরিবার পথের ভিখারী হল। এসব ঘটল আমাদের চোখের সামনে। ফলে একদিকে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়কে বলতে দেখা গেল যে, এই বার মুসলমানদেরকে উচিৎ শিক্ষা দেওয়া হল। আবার অন্যদিকে মুসলিম সম্প্রদায় এই ঘটনার পর নিজেদেরকে নিরাপত্তার অভাববোধ করে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে নিজেদেরকে গুছিয়ে নেবার প্রয়াস দেখা দিল। তাই এবারের দাঙ্গায় মানুষ যত মারা গেছেন মনুষত্ব মরেছে তারচে

www.pathagar.com

বেশী। বিজেপি নেতারা প্রশ্ন তুলেছেন,—"বাংলাদেশ ও পাকিস্তানসহ বিভিন্ন দেশে যখন মন্দির আক্রান্ত হচ্ছে তখন কেউ প্রতিবাদ করেনি। অথচ এদেশে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের মধ্য দিয়ে যখন আহত হিন্দু মানসিকতা বিস্ফোরিত হল তখন সবাই চিৎকার করছে।" প্রথমত এই নেতারা বিভিন্ন দেশে কেবল মন্দির ভাঙ্গার দৃশ্য দেখতে পেলেন, আর দেখেও দেখলেন না যে ঐ সব দেশ বিশেষ করে বাংলাদেশের মত একটি মুসলিম রাষ্ট্রে প্রগতিশীল লক্ষ লক্ষ মুসলিম জনগণ সে দেশে মন্দির আক্রমণের বিরুদ্ধে ধিক্কারে ফেটে পড়েছে। বহু মন্দিরকে বুক আগলে রক্ষা করেছে। ধ্বংস হয়ে যাওয়া মন্দিরকে পুনর্নির্মাণের ব্যবস্থা করেছে। সম্প্রীতির এই সব মধুর দৃশ্য আমাদের হিন্দু নেতারা দেখেও চুপ রইলেন। আর কেবল মন্দির ভাঙার প্রচার করে হিন্দু জনমনকে বিষাক্ত করে তুলেছেন। তাছাড়া একটা দেশের সংখ্যালঘু জনগণের সাংস্কৃতির নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব চিরকাল সে দেশের সংখ্যাগুরু জনগণের উপর বর্তায়। তাই বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের মন্দির আক্রান্ত হলে সংখ্যাগুরু প্রগতিবাদী মুসলিম জনগণ রুখে দাঁড়ান। তারপর আমাদের দেশে সংখ্যালঘু মুসলিম জনগণ ও মসজিদ আক্রান্ত হলে, প্রগতিবাদী সংখ্যাগুরু হিন্দু জনগণ যে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠবেন এটাই তো স্বাভাবিক। এর বিপরীতটা বরং অস্বাভাবিক। তাই সংখ্যালঘুর সাম্প্রদায়িকতার চেয়ে সংখ্যাগুরুর সাম্প্রদায়িকতা বেশী বিপদজনক।

আজ যারা হিন্দু রাষ্ট্র গড়তে হবে বলে হিন্দী, হিন্দু , হিন্দুস্থান এর শ্লোগান তুলছেন। বলছেন ভারতের সকলকে হিন্দুত্বের ধারায় মিলে যেতে হবে। আমি তাঁদের বলতে চাই যে, হিন্দু রাষ্ট্র হয়ে গেলে কি, ভারত বর্ষের সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।* (তাহলে বাংলাদেশ তো মুসলিম রাষ্ট্র, এই সব দেশে কি মুসলিম জনগণের কোন লাভ হয়েছে? কোন কল্যাণ এসেছে? তাদের অবস্থা তো ভারত বর্ষের চেয়ে করুণ। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন সংকট বাংলাদেশে এত তীব্র যে, সে দেশের হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সাধারণ মানুষ জীবিকার অন্বেষণে, একটা বাঁচার আশায় দলে দলে ভারত বর্ষে ছুটে আসছে। কবরস্থানে মরদেহকে দেওয়া কাপড় যে "কাফন" তাও রাতের অন্ধকারে কবর থেকে চুরি হয়ে যাচ্ছে।)

* গ্রন্থকার এ কটি লাইনের সাথে দ্বিমত পোষন করে।.....বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীরা মিছিল করে ধ্বনি তুলেছেন—মুসলিম রাষ্ট্র চাই না, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র চাই। পাকিস্তানের মানুষ একই ভাবে জীবন যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করছেন, আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। পাকিস্তান তো সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ক্রীড়ানকে পরিণত। নেপাল তো হিন্দুরাষ্ট্র সেখানে কি হিন্দু নেপালী জনগণের সমস্যার সমাধান হয়েছে। নেপাল

www.pathagar.com

তো বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের অবাধ লুণ্ঠনের লীলাক্ষেত্রে। তাই নেপালীরা কাজের খোঁজে এদেশ ওদেশে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেউ কেউ বা ব্রিটেনের সেনাবাহিনীতে চাকরী নিচ্ছে। এই তো হিন্দু রাষ্ট্র নেপালের চেহারা। অর্থাৎ প্রমাণিত হয়েছে যে এই ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠিত হলে মানুষের মুক্তি মিলবে—এই প্রচার সত্য নয়, চূড়ান্ত মিথ্যা। এই সত্য কথাটাই সাহিত্যিক শ্রী নরেন্দ্রনাথ মিত্র তার 'পালংক' গল্পে তুলে ধরেছেন—"গরীব মানুষের জন্য হিন্দুস্থানও নয়, পাকিস্তানও নয়, আছে শুধু গোরস্থান।" পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারী রাষ্ট্রিয় কাঠামোর পরিবর্তন না ঘটিয়ে ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্রে যাই হোক না কেন, হিন্দু-মুসলমান সাধারণ মানুষের সমস্যা বাড়বে বৈ কমবে না। এ সত্য আজ চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে।*৮

র‍্যাপ সঙ্গীত—এর মাধ্যমেও ইসলামকে র‍্যাপ 'RAPE' করার দুঃসাহস

মানুষ কতোটা হীন-নিচ-কূচক্রী-সাম্প্রদায়িক হলে এমন কাজ করতে পারে আমার কেনো অনেকেরই তা জানা নেই। এখানে London ভিত্তিক একটি ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের দুই তথাকথিত কৃতিমান 'সানজে' এবং 'অমিত' নামের শ্রীমান তাদের প্রকাশিত একটি Re-mix অডিও টেপ-এ পবিত্র 'আযান' এর উপর যৌনাত্মক র‍্যাপ সং-তৈরী করেছে এবং বাজারে চালাচ্ছে দেদারছে—ক্যাসেটটির নাম GARMA GARAM (ONE) 'গরমা গরম' (এক)। তার একটি অরিজিনাল কপি আমি বিলেত থাকতে সংগ্রহ করেছি এবং পরবর্তীতে লন্ডন থেকে প্রকাশিত আমি যে পত্রিকায় কাজ করেছি সেই 'নতুন দেশ' পত্রিকায় চিত্র সহ প্রতিবাদও করেছি—কিন্তু নির্মাতার থেকে কোন উত্তর পাওয়া যায়নি—ফোন করেছি এই দুই বাবুকে—আমার নাম বলতেই উল্টোদিক থেকে সুকণ্ঠী রিসিভসেনিস্ট মিস সঞ্জু আগরওয়াল উত্তর দিতো,—"They are not available, Can I help you Mr George?" আমি জানি ওর হেল্প করার কোন পথ নেই—আর আমি যা বলবো তা ওর ব্যাপারও নয়।

গ্রন্থে মুদ্রিত হুবহু প্রচ্ছদের অডিও এই ক্যাসেট-এ একটি গানে যান্ত্রিক যৌনাত্মক বিভিন্ন শব্দের সাথে Back ground-এ পবিত্র 'আযান' এর উপর গান রি-মিক্স করা হয়েছে—আল্লাহ্ হোয়াক বার ..... আসাদুআন্না লাইলাহা...." ও ছুড়ি কাঁহা যা রাহি হায়? যারা ইধার তো আ.... ইত্যাদি" আমার প্রশ্ন এই কুশ্রী

www.pathagar.com

র‍্যাপ সঙ্গীতের সাথে মুসলমানের 'আযান'কে কেনো 'Rape' করা হলো—অবশ্যই ইচ্ছাকৃতভাবে? এই ঘটনার সাথে বম্বেতে শুক্রবারের নামাজের সময় 'আরতী'র নামে পথে খোল-করতাল নিয়ে উলম্ফ নৃত্যের সাদৃশ্য খুঁজে পাই—তাই এ প্রশ্ন কী অবান্তর যে, ভারতীয় হিন্দুরা ইচ্ছাকৃত ভাবে যাকে বলে, 'কোল্ড ব্লাডেড মার্ডার' তেমনি মুসলিম তথা ইসলামের পিঠে পেছন থেকে ছুরি মারছে? যদি 'আযানে'র উপর র‍্যাপ সং মেশানে যায়—তবে বলীয় পাঠার পরিবর্তে গরু চড়ানো যাবে না কেনো? এ কর্মটুকু যদি শ্রীমান যুগল সমাধা করতে পারেন (যেমন শ্রীমান যুগল গো-মাংস ভক্ষণ করতে পারেন) তাহলে কেনো পারবেন না গরু জবাই করতে? আসুন না গরু জবাই করে পুঁজো দিই মন্দিরের পান্ডা ও দেবদাসীর নামে। পারবেন? তা পারবেন না। কারণ, শ্রীমান বাবুরা পারেন শুধু সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করতো—যেমন পারেন স্বার্থের খাতিরে (যৌনাঙ্গ) 'খাত্না' করাতে। তখন তাদের ধর্ম চলে যায় না—চলে যেতে পারে ঘরের বৌ। তখন পুঁজো দেবে কে এবং কাকে? তাই 'খাত্না' কে হিন্দুয়ানী করে বলা হয়, শারীরিক কারণে বর্ধিত চামড়াটুকু ছেটে ফেলতে হলো। ধর্মে-হিন্দু শারীরিক কর্মে মুসলমান—এই আর কি। *৯

বাংলাদেশবিরোধী প্রচারণার নতুন ঘাঁটি এখন আগরতলা

[মিডিয়া সিন্ডিকেট]

মৌলবাদীদের সকল চাল ভন্ডুল করে দিয়ে নিকট ভবিষ্যতেই বাংলাদেশের ক্ষমতায় আসছে আওয়ামী লীগ—তসলিমার পক্ষে সাফাই গাইতে গিয়ে ভারতীয় পত্র-পত্রিকায় এমন কথা ইদানীং জোরে শোরে লেখা হচ্ছে। কংগ্রেস ও বিজেপি'র উগ্রপন্থীর সমর্থক এসব পত্রিকা একই সঙ্গে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রচারণাও শানিয়ে চলেছে।

কলকাতা থেকে এ ধরনের প্রচারণার নেতৃত্বে রয়েছে 'বাজারী গোষ্ঠী' হিসেবে সে দেশে খ্যাত একটি পত্রিকা গোষ্ঠী। আর ইতোমধ্যে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য ত্রিপুরার আগরতলাও হয়ে উঠেছে বাংলাদেশবিরোধী অপপ্রচারের নতুন ঘাঁটি। কলকতার 'বাজার গোষ্ঠী' ক্রমাগত এই অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে যে, বাংলাদেশে তসলিমা সমর্থক পত্রিকাগুলোর কণ্ঠরোধ করার সর্বতো চেষ্টা চালানো

www.pathagar.com

হচ্ছে এবং বাংলাদেশে উদারপন্থী ব্যক্তিবর্গকে ভয়ে তটস্থ থাকতে হয়। এই একই ধারায় আগরতলার পত্রিকা 'দৈনিক সংবাদ' শুরু করেছে বানোয়াট ও উদ্দেশ্যমূলক নিবন্ধ ও সংবাদ প্রকাশ। দীর্ঘ প্রায় ১০ বছর ধরে বিরাজমান চাকমা ও উপজাতি শরণার্থী সমস্যার জট যখন মাত্র খুলেছে এবং শরণার্থীরা বাংলাদেশে তাদের মাতৃভূমিতে ফিরে আসতে শুরু করেছে, তখন আগরতলার পত্রিকাটিতে দেখা যায়, নতুন ইন্ধন যোগানোর তৎপরতা।

ঐ পত্রিকাটিতে বিএসএফ-এর কর্মকর্তার উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়িতে ভারত বিরোধী কয়েকটি জঙ্গী সংগঠনের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নাগাল্যান্ড, আসাম ও ত্রিপুরার অবস্থান নির্দেশমূলক এসএলএফটি ও এটিটিএফ নামক দু'টি জঙ্গী সংগঠনের প্রশিক্ষণের আজগুবী খবর দিয়ে পত্রিকাটিতে লেখা হয়েছে যে, স্থানীয় পর্যায়ে বিডিআর সেক্টর কমান্ডারকে বিএসএফ কমান্ডার বিষয়টি জানালে বিডিআর এর তরফ থেকে এমন প্রশিক্ষণের খবর সরাসরি নাকচ করে দেয়া হয়। তবু আগরতলার পত্রিকাটি ঐ প্রশিক্ষণের নেপথ্যে পাকিস্তানের আইএসআই'র (গোয়েন্দা সংস্থা) হাত আবিষ্কার করে একতরফাভাবে মনগড়া ভাষ্য ছাপিয়ে দিয়েছে।

পত্রিকাটির অপর এক নিবন্ধে তসলিমা প্রশ্নে বিএনপি সরকারকে মৌলবাদী ও মৌলবাদের দোসর আখ্যা দিয়ে লেখা হয়েছে যে, বাংলাদেশ-পাকিস্তান-সউদী আরব ও মধ্যপ্রাচ্যে ধর্মনিরপেক্ষতা নেই, কিন্তু ভারতের বেলায় ধর্মনিরপেক্ষতা 'গেল গেল' বলে সর্বত্র রব ওঠে। আগরতলার পত্রিকার ঐ নিবন্ধে এই বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদানের কথা বাংলাদেশের শাসক দল কিংবা জামায়াতে ইসলামীসহ মৌলবাদী দলগুলো যখন ঘূর্ণাক্ষরেও কবুল করে না, তখন বাংলাদেশে একমাত্র উদার আওয়ামী লীগ ও এর জাগ্রত ছাত্র সমাজই কৃতজ্ঞচিত্তে তা স্মরণ করে। নিবন্ধে তসলিমার প্রতি ভালবাসা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করে লেখা হয়েছে, "আর বেশী দিন নয়, আওয়ামী লীগ বাংলাদেশে নিকট ভবিষ্যতে ক্ষমতায় আসবেই—যতই মৌলবাদীরা চাল চালুক না কেন।"*১০

ভারতে চাকরি ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুরা চরম বঞ্চনার শিকার

[মিডিয়া সিন্ডিকেট]

দিল্লী, ৬ সেপ্টেম্বর—ভারতে পদস্থ সরকারী চাকরির ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বিশেষ করে মুসলমানগণ চরম বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন। সেখানে তারা আনুপাতিক সুযোগ-সুবিধা তো পাচ্ছেনই না, বরং বহু ক্ষেত্রে ন্যায্য অধিকার থেকেও বঞ্চিত হচ্ছেন।

www.pathagar.com

ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি (সিপিআই) সরকারী চাকরিতে মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘুর ক্ষেত্রে এই বৈষম্যে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। পিপিআই-এর মুখপাত্র 'নিউএজ' পত্রিকার রিপোর্টে বলা হয়েছে, নয়াদিল্লীর ৬০ হাজার সদস্যের পুলিশ বাহিনীর উচ্চ পদে মুসলমান, নিম্ন বর্ণ ও সংখ্যালঘু উপজাতীয়দের সংখ্যা আঙ্গুলে গোনা যায়। মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের এই অবিশ্বাস্য রকম নগণ্য প্রতিনিধিত্ব ভারতের বর্তমান পরিস্থিতির জন্য কম দায়ী নয়।

দিল্লীর ১০৬ টি থানার মাত্র একটিতে মুসলমান কর্মকর্তা রয়েছেন। আর ২২টি'র দায়িত্বে আছেন নিম্ন বর্ণ ও সংখ্যালঘু উপজাতীয় কর্মকর্তা। সেখানকার ৩৩টি পুলিশ সাব-ডিভিশনের মাত্র একটির দায়িত্বে আছেন একজন মুসলমান সহকারী কমিশনার। চারটির দায়িত্ব পালন করছেন নিম্ন বর্ণ ও সংখ্যালঘু উপজাতি সম্প্রদায়ের কর্মকর্তা। তাছাড়া ট্রাফিক, অপরাধ দমন ও গোয়েন্দা শাখায় একজনও মুসলমান কর্মকর্তা নেই। ভারতের জাতীয় সংহতি পরিষদের সদস্য এবং সিনিয়র সিপিআই নেতা এম ফারুকী ভারতের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী পি এম সাঈদের কাছে এ বিষয়ে একটি পত্র দিয়েছেন। পত্রে প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নীতিগতভাবে দিল্লীর পুলিশ প্রশাসনের সকল স্তরে মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'মুসলমান ও সংখ্যালঘুদের নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে যোগ্যতার মানদন্ড শিথিল করতে হবে।'[১১]

নেতৃবৃন্দের ক্ষোভ ঃ বিচারপতির উদ্বেগঃ নরসিমাকে চিঠি

ভারতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে 'টাডা' আইনে অসংখ্য মামলা হয়রানি

[বিডিয়াসিভিকেট]

'ধর্ম নিরপেক্ষ' ভারতে সন্ত্রাসবাদ বিরোধী আইন "টাডা" ব্যবহৃত হচ্ছে প্রধান সংখ্যালঘু সম্প্রদায় মুসলমান নিগ্রহে। সারা ভারতে 'টাডা'র আওতায় যে ৬৫ হাজার মামলা দায়ের হয়েছে, তার নব্বই শতাংশ আসামীই মুসলমান। মধ্যপন্থী জনতা দলের সংসদ সদস্য মুহম্মদ আফজাল ভারতের রাজ্যসভায় এই চাঞ্চল্যকর তথ্য পেশ করেছেন। মহারাষ্ট্রের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী এবং কংগ্রেস নেতা আবদুর রহমান আন্তুলে একই অভিযোগ জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন ভারতের জাতীয় মানবাধিকার রক্ষা কমিশনারের কাছে। প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাও এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

www.pathagar.com

এস বি চৌহানকেও তিনি বিষয়টি জানিয়েছেন। এভাবে মুসলমান নিগ্রহের বিরুদ্ধে সরব অন্যান্য দলের মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত সংসদ সদস্যগণও।

ভারতে ক্ষমতাসীন বর্তমান কংগ্রেস সরকার 'টাডা' আইনের প্রবর্তক। যারা সন্ত্রাসের মাধ্যমে জনজীবনে অচলাবস্থা এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব বিরোধী তৎপরতায় জড়িত, তাদের বিরুদ্ধেই 'টাডা' ব্যবহৃত হবার কথা। এই আইনের দু'টি বিশেষ ধারা মানবাধিকার বিরোধী বলে এখন অনেকে 'টাডা'কে কালাকানুন হিসেবে আখ্যায়িত করছেন। ওই দুটি ধারা হল—ধৃত ব্যক্তিদের কাছ থেকে থানা বা জেল-হাজতে নেয়া জবানবন্দী আদালতে গ্রহণযোগ্য এবং সাক্ষীদের নাম-ঠিকানা গোপন রাখার ব্যবস্থা। কিন্তু থানা বা হাজতে জবরদস্তিভাবে স্বীকারোক্তি আদায় করা হয়। ভারতীয় সাক্ষ্যবিধি আইনের এ কারণে পুলিশী হেফাজতে দেয়া আসামীর স্বীকারোক্তি আদালতে গ্রহণের সংস্থান নেই। তাছাড়া ন্যায় বিচারের স্বার্থে বাদী-বিবাদী সবার পরিচয় আদালতের ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যের জানা দরকার।

টাডা আইনের এই মানবাধিকার বিরোধী অংশের সমালোচনা করেছেন দিল্লীর কেন্দ্রীয় সরকার নিযুক্ত জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান এবং ভারতের সুপ্রীম কোর্টের সাবেক প্রধান বিচারপতি রঙ্গনাথ মিশ্র। তিনি বলেন, টাডা আইনের মারাত্মক অপপ্রয়োগ হচ্ছে। 'সাম্প্রদায়িক' মামলায় টাডা ব্যবহারেরও সমালোচান করেন বিচারপতি রঙ্গনাথ মিশ্র। বোম্বাই বিস্ফোরণ ঘটনার পর মহারাষ্ট্রের পাশের রাজ্য গুজরাটে উগ্রপন্থী হিন্দুদের সৃষ্ট দাঙ্গায় একতরফাভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে টাডা প্রয়োগ করা হয়। মুসলমানদের পর ধর্মসম্প্রদায় হিসেবে বেশী টাডা প্রয়োগ হচ্ছে শিখদের বিরুদ্ধে। গুজরাটে টাডা আইনে দায়ের করা মামলার সংখ্যা ১৯ হাজার। আর কাশ্মীরে ১০ হাজার অথচ ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য মিজোরাম, মেঘালয় ও অরুণাচলে যেখানে 'বিচ্ছিন্নতাবাদীরা' তৎপর সেখানে টাডা আইনের একটি মামলাও দায়ের হয়নি। পশ্চিমবঙ্গে টাডা আইনে দায়ের করা মামলার সংখ্যা মাত্র ছয়। এসব বিচার-বিশ্লেষণ করে মুসলিম নেতৃবৃন্দের অভিযোগ—একমাত্র মুসলমান নিপীড়নই টাডা আইনের উদ্দেশ্য। গত ১৯শে আগস্ট ভারতের রাজ্যসভায় সংসদ সদস্য মুহম্মদ আফজাল অভিযোগ করেন যে, মুসলমান সম্প্রদায়কে ভয় দেখিয়ে হয়রানি করা হচ্ছে। টাকা আদায় করছে পুলিশ। তিনি বলেন, এমনকি যাদের বিরুদ্ধে টাডা ব্যবহৃত হচ্ছে তাদেরও নব্বই শতাংশই মুসলমান। মুহম্মদ আফজালের বক্তব্যের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এস বি চৌহান বলেন, 'বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।' টাডার অপব্যবহার তিনি স্বীকার করেন।

www.pathagar.com

আবদুর রহমান আন্তুলে মানবাধিকার কমিশন, প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে যে পত্র পাঠান, তাতে অসংখ্য সংখ্যালঘু নির্যাতনের উদাহরণ দেন। ২২ আগস্ট ভারতের পত্র-পত্রিকায় এ সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। আন্তুলে বলেন, বোম্বাই বিস্ফোরণ ঘটনার পর মহারাষ্ট্র পুলিশ বাহিনী টাডা প্রয়োগ করে যেভাবে মুসলমানদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে—তা নারকীয়। তিনি সংখ্যালঘু নির্যাতনের দায়ে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী শারদ পাওয়ারের বরখাস্তও দাবী করেন। উল্লেখ্য, এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালও আগস্টে তাদের এক রিপোর্টে অভিযোগ করেছে যে, টাডা আইনে মুসলমানসহ অন্যান্যের মানবাধিকার হরণ করা হচ্ছে। ২৩শে আগস্ট রাজ্য সভায় জনতা দলের ক'জন সংসদ সদস্য ছাড়াও সিপিআইএম এর মুহম্মদ সেলিম ও সরা মহেশ্বরী টাডা'র অপব্যবহারে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

ভারত তার 'ধর্ম নিরপেক্ষ' নীতি নিয়ে গর্ব করে। কিন্তু ভারতে সংঘটিত বিভিন্ন সময়ের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় প্রশাসন যেভাবে সংখ্যাগুরুদের হয়ে কাজ করে তা 'ওপেন সিক্রেট'। প্রশাসনের কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতেই বাবরী মসজিদের মত ধর্মস্থান ভাঙা হয়। সর্বশেষ 'টাডা' আইন যে হারে মুসলমান দমনে ব্যবহৃত হচ্ছে, তাতে ভারত কতটুকু ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র—তা আবার প্রমাণিত হল।*১২

www.pathagar.com

শুধু বাংলাদেশই নয়
ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর কর্মপরিধি
এখন প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মুসলমানদের নিয়েও

একটি বিশেষ বিদ্বেষী ও স্বার্থান্বেষী মহলের নীল নকশার কারণে দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের প্রায় প্রতিটি দেশেই মুসলমানরা এখন চরম নিরাপত্তাহীনতার শিকারে পরিণত হয়েছে। এবং ঐ নকশা অনুযায়ীই সারা ভারতব্যাপী মুসলমানদের উপর নির্যাতন চলছে, মুসলিম নিধন চলছে, শ্রীলংকায় তামিল অধ্যুষিত অঞ্চলে নিধন-নির্যাতন চলছে, চলছে বার্মার আরাকানে। এমনকি বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলেও ঐ নীল নকশা বাস্তবায়ন করার পরিকল্পনা আঁটা হয়েছিলো। এসব নিধন-নির্যাতনের গতি, প্রকৃতি এবং প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ করে ওয়াকিবহাল মহল নিশ্চিত হয়েছেন, এ সব কিছুর পেছনে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে।

তারা আরো জানিয়েছেন, বংশ পরম্পরায় মুসলমানরা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস করে আসছেন। ভারতের শিল্প-কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতিসহ নানা ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবদান অপরিসীম। এই স্থায়ী বাসিন্দা মুসলমানদের বহিরাগত আখ্যা দিয়ে 'র'-এর পরিকল্পনা মত দেশ থেকে বহিষ্কার করা হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, লাখ লাখ বাংলাভাষী ভারতীয় মুসলমান দিল্লীসহ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যুগ যুগ ধরে বসবাস করে আসছে। 'র'-এর পরিকল্পনা মোতাবেক ঐ সব বাঙালী ভারতীয় মুসলমানকে বাংলাদেশী বহিরাগত আখ্যায়িত করে বাংলাদেশে ঠেলে দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হয় এবং তাদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করা হয়। এছাড়া ভারতের প্রায় সকল রাজ্যেই সন্ত্রাসী তৎপরতা ইদানীং যেভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, সেগুলোরও দায়-দায়িত্ব মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দিয়ে মুসলিম নির্যাতনের নতুন পথ আবিষ্কার করা হয়েছে। সন্ত্রাস বিরোধী যে কালাকানুন 'টাডা' ভারতে চালু করা হয়েছে, তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভারতীয় মুসলমানদের উপর কার্যকর করা হচ্ছে। 'টাডা' আইনে ইতোমধ্যে হাজার হাজার মুসলমান নাগরিককে আটক করা হয়েছে এবং তাদের উপর নির্যাতন চালানো হচ্ছে।

ভারতের আসাম রাজ্যের বোড়ো অধিবাসীরা ভারতীয় দুঃশাসনের পরিণতিতেই সেখানে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন শুরু করেছে। কিন্তু গোয়েন্দা সংস্থা

www.pathagar.com

'র' বোড়োদের মধ্যে এমন এক সর্বনাশী ধারণা বদ্ধমূল করে দেয় যে, আসামে বসবাসকারী মুসলমানরা বহিরাগত এবং তাদের কারণেই বোড়োরা বঞ্চিত। 'র'-এর এই কারসাজিতে বোড়োরা তাদের বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতা চালিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে মুসলিম নিধন ও নির্যাতনের অভিযানও সমানতালে চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ আসামের মুখ্যমন্ত্রী মিঃ সাইকিয়া সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন, "আসামে কোন বহিরাগত নেই।" সম্প্রতি পরিচালিত আদমশুমারিতে আসামে বসবাসকারী সকল মুসলমানকে যে বৈধ ভারতীয় নাগরিক হিসেবে দেখানো হয়েছে মিঃ সাইকিয়া সেটাকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন, অন্য কোন সংস্থার কোন প্রচারণা বা রিপোর্ট মানেন না। কিন্তু ভারতীয় কর্তৃপক্ষ যেমন আসামের মুসলমানদের বহিরাগত মনে করেন, তেমন 'র'-এর কারসাজিতে বোড়োরাও মনে করে আসামী মুসলমানরা বহিরাগত। তাই তাদের উপর তারা নির্যাতন পরিচালনা করছে। ওয়াকিফহাল মহল জানায় যে, আসামে মুসলিম নির্যাতনের ব্যাপারে বোড়ো ও ভারতীয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে একটা সহযোগিতা রয়েছে।

সন্দেহ করা হচ্ছে, আসামে মুসলমানদের উপর হামলা চালানোর কাজে গোয়েন্দা সংস্থা 'র' বোড়োদের উস্কিয়ে দিচ্ছে। যারা প্রচরণা চালাচ্ছে মুসলমানরা বহিরাগত, তারা কখনো তাদের বক্তব্যের পক্ষে কোন যুক্তি প্রদর্শন করতে পারেনি, কোনদিন পারবেও না। শ্রীলংকাতেও ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা 'র' একই ধরনের ন্যাক্কারজনক ভূমিকা পালন করে চলেছে। শ্রীলংকার তামিল অধ্যুষিত অঞ্চলে তামিলরাও বোড়োদের মত মুসলমানদেরকে শেয়াল-কুকুরের মত হত্যা করছে। তামিলদের মনে মুসলমানগণ সম্পর্কে 'র' ঘৃণার সৃষ্টি করেছে। ঘরে ঘরে, মসজিদে, স্কুলে, মাদ্রাসায়, খেলার মাঠে, ক্ষেতে-খামারে যেখানেই মুসলমানদের পাওয়া যায়, সেখানেই তামিলরা মুসলমানদের হত্যা করছে। উল্লেখ্য, এই তামিলদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে এবং রসদ, গোলাবারুদ যুগিয়েছে ভারত।

পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত 'দি নেশন' পত্রিকায় বলা হয়েছে, 'র' একই ঘটনা ঘটাচ্ছে বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলে। 'র' শান্তি বাহিনী সদস্যদের দিয়ে পার্বত্য অঞ্চলে বাঙালী মুসলমানদের উপর নির্যাতন চালিয়ে তাদেরকে পার্বত্যঞ্চল থেকে বহিরাগত হিসাবে বের করে দেয়ার নীল-নকশা তৈরী করে। শান্তি বাহিনীর সন্ত্রাসীরা 'র'-এর পরিকল্পনা মোতাবেকই এক সময় পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে উত্তপ্ত করে তোলে। সেখানে তারা বাঙালী মুসলমানদের বহিরাগত আখ্যা দিয়ে নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড চালায়। বার্মার আরাকানে যে মুসলমান নির্যাতন চলেছে, আশাংকা করা হচ্ছে, 'র'-এর ইন্ধন সেখানেও কাজ করেছে। অভিযোগ রয়েছে,

www.pathagar.com

বিজেপির মুখোশে অযোধ্যায় বাবরী মসজিদ ভাঙা হলেও 'র'-এর একটা নীবর অথচ কার্যকর ভূমিকা ছিলো সেখানে। 'নেশন' পত্রিকায় বলা হয়েছে, ভারতীয় নীতি-নির্ধারকরা এখানে পরিকল্পনা আঁটছে কিভাবে উপমহাদেশে রামরাজ্য গড়ে তোলা যায়। এ জন্যই দেখা যায়, শ্রীলংকায় তামিল কর্তৃক মুসলিম হত্যা, বোড়োদের মুসলমান নিধন অভিযান, বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি বাহিনীর গণহত্যাসহ ভারতের অভ্যন্তরে পরিচালিত মুসলিম নির্যাতনের ক্ষেত্রে একটা গভীর যোগসূত্র সক্রিয়। কোনটিই বিচ্ছিন্ন নয়। ওয়াকিবহাল মহল মনে করছেন, ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর এ ধরনের কারসাজি এবং ষড়যন্ত্রের কারনে দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের মুসলমানরা আজ চরম নিরাপত্তাহীনতার শিকার হয়ে পড়ছে। বলা হয়েছে, মুসলমানদের উপর এসব নির্যাতন পরিচালনার মূল কারণ হচ্ছে যে, তারা মুসলমানদের ভয় পায়। কেননা, মুসলমানরা কারো অন্যায় আধিপত্যকে মানতে রাজি নয়। ভারত প্রতিবেশী দেশগুলোকে যে কোন প্রকার তোয়াক্কা করে না, তার প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু অতি সম্প্রতি ভুটানের সাথে যে আচরণ ভারত করেছে তাতে সারা বিশ্বই বিস্মিত হয়েছে। বোড়োদের দমনের নাম করে ভারত ভুটানের বিনা অনুমতিতে ভুটানী সীমান্তে প্রবেশ করে ভুটানের সার্বভৌম অস্তিত্বকে নগ্নভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে। দি নেশন পত্রিকায় ভুটানী পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বরাত দিয়ে বলা হয়েছে, ভারত এ ব্যাপারে কোন অনুমতি চায়নি, অনুরোধও করেনি। ভারত যেভাবে বোড়ো সন্ত্রাসীদের সন্ধানে ও দমনে ভুটানে প্রবেশ করেছে, সেভাবে কি শান্তি বাহিনীর সন্ত্রাসীদের সন্ধানে ও দমনে বাংলাদেশ কি ভারতে প্রবেশের অনুমতি পেতো? এছাড়া ভারত কি তার অভ্যন্তরীণ সন্ত্রাসীদের দমনে অন্য সব প্রতিবেশী দেশেও প্রবেশের কোন অজুহাত খুঁজছে?*[১৩]

www.pathagar.com

THE JANUARY RIOTS

.....Around January 2. the Shiv Sena started a city wide campaign, saying : "Till such time as the Muslims do not stop the use of loudspeakers in mosques for 'Azaan' and squatting on streets outside the mosques for the Friday Namaaz, we will also do 'Maha Aartis' on the streets with loudspeakers. Many people in Bombay say: When that happened, we knew they were preparing for a big riot.

The issue of namaaz on the streets, which has been seen as an instance of continued "provocation" by the Muslims, has two dimensions. It is not as if every street in Bombay is blocked all of Friday by Muslims for their namaaz, as is often made out to be. Nor it is deliberate act of the Muslims to annoy the Hindus. The namaaz spills out on the streets because most mosques especially in crowded areas like Bhendi Bazar, are very small and cannot hold all those who come for namaaz, causing a spill over on to the streets. In recent years the growing divide between Hindus and Muslims and the consequent siege mentality has led to an increasing religious fervour among the Muslims. Thus, many more turn up for the Friday namaaz than was the case some years ago. Hence, a larger spill over on the streets in recent years. causing inconvenience to fellow citizens. However, the namaaz is no more than a 15 minute affair and the Muslims do nothing other than offer prayers at these gatherings. There have been no instances of Muslims abusing Hundus during the namaaz. But the maha aartis started by the Shiv Sena are a differen fare altogether. Firstly, its purpose is not religious at all. The

www.pathagar.com

maha aartis is more like a political meeting in which local Shiv Sena leaders give provocative speeches with slogans like: "Send these landias (a pejorative term for a circumcised male) to Pakistan". The idea is to mobilise anti-Muslim sentiment and have an buse hurling session against the Muslims.

The Shiv Sainiks arbitrarily decided which area was to have maha aartis on which particular day of the week without any reference to religious significance whatsoever. Everywhere it would be a two-hour long affair. In the months of January and February it was common for Shiv Sainiks and their Hindu supporters to pelt stones at Muslim homes and shops as they dispersed after the supposed aartis. In same instances. there were full fledged attacks on the Muslims including stabbings. The maha aartis started on south Bombay, spread to central Bombay and then moved towards the subrbs. Every single day of the week. Shiv Sainiks would have their maha aarti in this or that area, even during curfew times. In non-curfew areas, traffic would be diverted with full cooperation of the police for the long duration of the aarti.

After the start of the maha aartis in the first week of January, a spurt of stabbing incidents were reported from different parts of the cities in which both Hindus and Muslims died. This was a hidden riot on a relatively small scale with both Hindus and Muslims indulging in stray murders of the other community. Suddenly a well organised wave of anti-Muslim violence swept virtually every locality of Bombay city. The government releases as we as press reports made it out that it was triggered off by three incidents attributed to the Muslims. These were :

www.pathagar.com

* An alleged attack on a roadside Hindu temple nearer the Muslim majority area of Behrampada in Bandra East, causitg damage to the Genesh idol during the night of January.

The barning down of a Chawl inhabited by four-five Hindu families in a Muslim dominated area of Jogeshwari, leading to the death of some Hindus on January 6.

Stabbing of two Hindu porters working at the Bombay docks on January 7.

When these incidents first occourred, the mass media—both private and government-owned, including the secular "liberal" press, projected them as provocative acts by the Muslims and presented the ensuing violence as a natural reaction. The entire Bombay press, especially Marathi papers, went hysterical in their coverage of these these incidents, making the work of the Shiv Sena, Sangh parivar and their allies only too easy.

However, a few days later some sections of the liberal press themselves came up with an expose that the Jogeshwari incident was not exactly a communal attack by Muslims and that it had other dimensions. A Hindu builder called Shetty had purchased that property and was interested in getting the tenant families of that Chawl evacuated. They happened to be Hindus surrounded mostly by Muslim families. Shetty is supposed to have offered supari (in Bombay parlance it meant money offered to criminals for getting illegal work done) to some miscreants and got the Chewl burnt down.

There were no eyewitnesses to say who had set fire to the Chawl because it had happened at night. Yet even before the police carried out a proper investigation, they

www.pathagar.com

supplied the story to the press that some Muslims had burnt the Chawl. Since this was a Muslim Majority area; this story was assumed to be authentic. Initially, all newspapers carried the police version as a prominent front page story, thus creating the impression that the Muslims were responsible for instigating the wave of violence that swept Bombay.

The story told by Muslims and confirmed by some Hindu of Jogeshwari is as follows: On the night of January 7 (Jumma day), in a nearby area a young Muslim boy was shot dead by the police. He had gone to enquire after his aunt after news of riots in that area. While returning home, he was killed by a police bullet. People came running from that neighbourhood into the Muslim majority area of Jogeshwari, shouting. "Irfan has been shot dead." Lots of Muslims from Jogeshwari ran in panic to find out what had happened. This was after 11.30 p.m. In the meantime this Chawl was set on fire. Children from Jogeshwari went screaming to inform their parents about it. Given how closely built these houses are there was great panic because it would not take long for the entire settlement to be engulfed by fire. So the neighbouring Muslim families ran back and putout the fire and rescued some of those trapped inside. But seven people (some reports say, four)-got burnt to death. They were all in on room and someone had bolted the door from outside. The police arrived after the fire had been extinguished by the local people. Only one room out of six was burnt down completely, while one was partially damaged. Others were left largely untouched. But all the Surviving families abandoned the Chawl and fled the area.

www.pathagar.com

This incident was used to justify large scale violence against Muslims all over Bombay in which hundred poor maybe a few thousand were brutally killed, including little children and women, thousands rendered homeless and destitute. According to government figures, about 600 people were killed in the January round of violence. But independent witnesses say the number could be anything between 2,000. Muslims homes and shops all over the city were systematically looted and burnt. *Many women were gangraped and many brutally done to death later.* The accompanying stories describe the horror of the manner in which Muslims were systematically targeted.

In the hysteria whipped up by newspapers and Shiv Sena. Sangh parivar propaganda, following he Jogeshwari incident, hardly any newspaper thought it worthwhile notice or bring to the attention of its readers (not even builder having paid some goondas to get this job done) that this was a solitary instance of violence on a Hindu family in that neighbourhood and that most Hindus continued to live in that area as well as run their shops. I met half a dozen Hindu families living eighth near that Chawl who testified that they were safe and has not faced any threats to leave, I also saw a number of Hindu owned shops continue to carry on with their business. This is in sharp countras to how Muslims were treated in predominantly Hindu areas—literally beaten and torched out of their homes. In January and February when I visited Bombay twice, only a microscopic of Muslims had been able to continue staying in their own homes. Even well known film stars and artists like M F Husain were forced to leave their homes.

Parvati Shankar Dhanavade, who stays near the burnt Chawl and has lived in that area for about 55 years, Said :

www.pathagar.com

"Barring a couple of Hindu families which left this area following riots in the city all Hindu families continue to stay here, including our own mohalla where there are six-seven Hindu families. When the riots were going on in the city, our children would go and sleep in our Muslim neighbours' house and Hindus and Muslims together would keep all night vigil." Another old woman who lives alone, said :" We were very afraid that riots would spread out to the Jogeshwari area. I used to spent nights in the house of our Muslim neighbours, We are somehow able to pull trough the day. But raat nahin beetpaati. We keep awake all night because the police always come in at night and drags out and arrests young Muslims boys. So we are petrified at night.

I asked her why was she, a Hindu, petrified of police arrests? Have they arrested any Hindus? She said :"So what if Hindus are not being arrested? They are our neighbours after all. There is no man in my house. So I feel especially afraid and also feel very bad when Muslims are arrested. We keep awake till about 4 a. m. and then I come back to my house and go for work to clean utensils and wish clothes in people's homes in Prabhavati. They recently arrested a Muslim woman of my neighbourhood in the middle of the night simply because she lives near the burnt Chawl. Her husband is a very fine man (seedha aadmi hai). He never gets involved in quarrels. She is the mother of five small kids and her arrest is really unfair (najaz)."

This sentiment was echoed by several other Hindus. In a few Muslim majority areas like Nagpada, Hindus were attacked. But these were stray incidents. By and large. Muslims did not try to drive Hindus out of their neighbourhood. The responsible among community

www.pathagar.com

leaders of the Muslims probably realised that violence against them would be worse if they drove out Hindus from their areas. In Muslim dominated areas, Hundus and Muslims seemed to intermix freely. Muslims would insist I go and see for myself and talk in private to Hindu families to verify that Hindus were indeed safe in their neighbourhood. But in Hindu dominated areas. there were usually no Muslim left and the Hindu, instead of feeling about the hounding out of Muslims, mostly had vicious things to say against them, Most of them were determined not to allow Muslims back into their neighbourhood.

The Muslim families of Jogeshwari say.—If a crime has been committed we are not opposed to the police doing a through investigation and arresting the real culprits and punishing them whether they are Hindu or Muslim. No one who is shahrarast and sakunparast (has a sense of citizenship and desire for peace) will want that the guilty should remain unpunished because a crininal or terrorist has no respect for human life and will not care for the well being of his own community either. But the police has no business to arrest innocent people and terrorise all Muslims by supporting killings of Muslims. They always come in the dead of night. beat up and drag people out of their homes and have arrested innocent people, including heart patients and young boys whose exams are very close. If Muslims of Jogeshwari wanted to burn Hindu homes, why did we not burn the hundred of those homes of Hindus which would catch fire far more easily than that one chawl? That house was made of bricks and therefore, far more difficult to burn. Even at midnight you can see Hindus of our area stroll around

www.pathagar.com

without fear. We continued to intermix with each other and also helped each other during this time of crisis.

When the state machinery itself gets into the act of systematic misinformation, it is difficult even for the supposedly secular press to stay non-partisan and ferret out the truth. Even in normal times, the press is used to accepting government and police information handouts as news and palishers them mostly without any attempt at confirming and evaluating facts independently. During abnormal times, as in widespread riot situations, newspapers are so overwhelmed by having to keep track of so many fronts, that even these few papers which believe in doing some amount of independent investigations, end up carrying a lot of information and biased reports being provided routinely and promptly by the police authorities who are either hand in glove with rioters or willing to turn a blind eye to their crimes.

One key feature of the misinformation campaign was to project Muslim-dominated areas as mini-Pakistan, as dens of Muslim fundamentalists and anti-national forces. It was made out as if these areas had regular factories for manufacturing arms where huge quanities of sophisticated weapons from other Muslim countries, notably Pakistan, had been smuggled in for the purpose of destalishing India.

Throughout this period, the police was routinely raiding Muslim bastis and commercial establishments but they never claimed to have recovered anything other than crude weapons and petrol bombs. During the entire December and January violence, there was only one instance where Muslims used an AK 47 gun.

My first exposure to the full implications of this misinformation campaign came at the time of the

www.pathagar.com

Meerut-Malliana anti-Muslim riots of 1987 when I had gone as part of a team of Manushi women volunteers to Meerut to put together a report of what had happened. We were I repeatedly warned by both the jawans of the Provincial Armed Constabulary (PAC) and the Hindu residents Meerut not to enter Muslim majority areas such as Hashimpura or Gadda, saying that no Hindu ever came out alive from there. We were told in graphic detail how some women journalists who had some days ago been adventurous enough to venture in, were gangraped and cut up into pieces.

Having has the sinister experience of anti-Sikh propagan during and after the riots of 1984, we did not heed their advice in Meerut. Far from Muslims attacking as when we went to Hashimpura or Islampur, we were deeply moved to see the extent of openness and the warmth of their welcome because we came to listen to their version as well. In sharp contrast to this, Hindus were aggressively hostile to us if they got to know we had visited or talked to Muslim families. The motive behing this rumour campaign was obvious : to completely cut off all communication channels between Hindus and Muslims—by drawing out Muslims from Hindu majority areas, and by mailing Hindus fear going anywhere near a Muslim majority area or where they are in large clusters.

Thus they succeed in making large sections of the press avoid talking to Muslims. thereby making their won anti-Muslim propaganda appear as facts. This would be a common experience of anyone trying to do an impartial ivestigation into any of the recent anit-Muslim riots. We give below a report prepared by Flavia and others of Mashwara. a legal aid centre in Bombay, which documents how this propaganda worked to isolate

www.pathagar.com

residents of Behrampada in Bombay—another one of those alleged "mini-Pakistans". and the process through which the victim community came to be projected as the criminal aggressors. Flavia's account is followed by eyewitnesss accounts by some of the Hindus residents of Bandra East whom I interviewed.

I interviewed several families in Behrampada and managed to talk to a few Hindu families as well in buildings of Bandra East bordering Behrampada. It was pathetic to see how frightened and paranoid the Hindus had become even though one of their homes had been damaged. The families living in those buildings had not suffered any loss of life by attacks from Behrampada residents. Yet, they were petrified of taking not just to strangers but even to known people. I remember vividly when Shama Dalwal, who has lived in one of the buildings neighbouring Behrampada for years, rang the door bell of a neighbour's house in order to introduce me to them. the young daughter who came to the door only peeped out and wouldn't open the door to Shama. even thought Shama knows the family well and this young girl is a firend of Shama's into the house, she was visibly afraid of Shama. presumably because Shama is married to a Muslim. Some other families too were extremely reluctant to talk and when they did, gave only evasive replies.

In contrast, almost all Muslims seemed more than willing to talk to any Hindu who was ready to listen to their version. They also insisted on my meeting Hindus and Christians who live in Behramapada. Both the Hindus and Christians seemed relaxed with their Muslim neighbours but seemed as worried about their Muslim neighbours but seemed as worried about their

www.pathagar.com

future as the Muslims if the plan to get the basti removed succeeded. Muslims showed me with great pride the Hindu mandirs within Behrampada which had stayed perfectly safe during this crisis period.

When a petrol bomb thrown from the Bandra side landed on the roof of one of the temples. it way young Muslims who rushed to extinguish the fire and saved the temple from getting damaged. The account of the basti people was corrborated by two Hindu families who had been witness to the violence but wanted to remain anonymous for fear of reprisals. To qote Madan Bajaj (not his real name). a businessman living in a building directly facing Behrampada:

"What I saw the police do here is of the greatest danger to an independent nation. The local Shiv Sena MLA Sarpotdar went to one to our neighbouring buildings and told the residents there that one inspector Jhende would be coming and they should give him permission to fire at Behrampada from the top of their building."

"They say that the Muslims gathered together at the time of namaaz and attacked the police. That is not what happened. The police needed an excuse to fire at Muslims. My daughter phoned a Hindu Maharashtrian friened of hers living in that particular building from which the attack was carried out. This friend said the Muslims were doing namaaz when the Shiv Sainiks throw bombs and stones on them from above. As a result of this attack, the Muslims ran shelter skelter. There was general panic. The police gave out that the Muslims attacked the police. After this I saw the incident with my own eyes. About 8-10 Muslims were hiding in the galli. After all, if you harass someone too much, then he

www.pathagar.com

will retailate to some extent. These few Muslims retaliated by throwing stones and soda water bottles. It is possible that one or two petrol bombs were also thrown. One of them has a country made revolver. But on the other side were 150 Shiv Sainiks. And they were holding the policemen by the hand and saying "Fire here, fire there." Is the police under shiv Sena control? Can we afford to have the police protect one community and kill the other? Then what is the point of having a government machinery is so huge, the military was also called. Did the government not have 25 intelligence people who were impartial and could have reported correctly who is attacking whom?

"In my view, anyone who can throw a bomb on someone while he is doing namaaz, must be a devil. None of our gods have ever said that one should throw bombs on a person of a different religion while he as praying. In the Ramayan there is the story of the rishis who asked Ram rakshasas who were obstructing their yagna and prayers. But here the Hindus throw stones and bombs on people doing namaaz. I want to keep away from such a Hindu. For me he is no Hindu . . .

"I personally witnessed this. On December 6, after the mosque was broken, the Hindus of nearby localities were throwing petrol bombs etcetera on houses in Behrampada. That would lead to confusion and Muslims would come out in the gallis. After this the police would sound a whistle and the police would fire on the Muslims in Behrampada from three or four different firing points. They were firing on women and children. I myself saw a woman here die in the police firing. Did that woman have a machine gun? In the whole of Bombay, only one machine gun was used by the Muslims

www.pathagar.com

from a mosque. And yet people say that Muslims got modern weapons from outside! It is well known that smugglers. both Hindus and Muslims, have acquired machine guns and AK 47 rifles. So one out of these reached somewhere and was used for the attack. But for the rest. desi revolvers acid bombs and soda water bolltes were used by the Muslims. . .

After firing at the Muslim basti the police would go to Behrampada on the pretext of searching Muslim homes—but actually to beat. kill, arrest and terroris them further. Even if one were to accept for a minut the argument that the Muslims were attacking one has to concede that Hindus were attacking as well because so many Muslims could not have died otherwise. Then why were Hindu houses never searched? After this riot planning by Shiv Sena MLA Sarpotdar, the military arrived here and arrested him because they found him moving around with lots of weapons in his car during curfew time. But the police released him soon after. The farce of apprehending him was repeated a second time. the Shiv Sainiks brought hundreds of women along who shouted slogans and gathered outside the police station to get hm released. Following Sprpotdar's release, for one whole hour; crackers were burst and a victory procession organised to celebrate his release . . .

"The curfew was only for the Muslims. Not for the Hindus. We could go out in our car . . ."

"My wife and I go for a daily morning walk. Very recently we saw a pau seller come into our locality on a cycle. He had come to see if these scoundrels needed bread since the supply was not available here due to the destruction of local bakeries. Right in front of my eyes. they broke his cycle and beat him pou. The poor fellow

www.pathagar.com

ran for his life in that injured condition. Though I wanted to I could not help him. There were just four or five broken my head as well, because I am no Bhim. I had two choices— either get beaten up along with him or kill my conscience and quietly return home . . .

"There are 28, families in this building. I found only man among them who seemed to agree with my views somewhat. For the rest, most people thing otherwise, including well educated people—architects, engineers. They keep repeating that 4,000 to 5,000 Muslims came to attack the Hindus with AK 47s and machine gun when they could see from their houses above that there were 10 Muslims with no more than soda water bottles and at least 150 Shiv Sainiks attacking them with police help from above during curfew time . . ."

"If i say all this to them openly, they will simply ostracise me and do everything more secretly. Already. I have seen that when I return from my morning walk and my neighbours are standing around the building talking to each other, they keep quiet when they see me . . ."

"One of our neighbouring bakery owners who is a Muslim, Calls me uncle. He came to our house at 11 p.m. some days ago. He said, 'They have burnt my shop, I'm going back to my village.' I told him. "Wait for a few days. Humanity may return.' But if I was in his place. I would have also left out of fear. They had pre-planned it all. They selected Muslim shops and the Muslim jhopadpattis and burnt them. It may well be that they want builders of their community to benefit from this exodus Hundreds of thousands of people have fled their homes in Bambay in a jhopadpatti how can one survive the police bullet?"

www.pathagar.com

"There is just one Muslim family in this building. They are still here. We told them : "You stay here, Someone will have to walk over our dead body to make you leave."

At this point his daughter. Ramani (not her real name). intervened to tell me the pressure on this particular Muslim family:

"An educated and very well placed man who is supposed to be a good friend of this Muslim family said to their grown up daughter— 'Is there no one in Behramada (the neighbouring Mulim slum) who can protect your? Can't you go away and stay for a few days in some one's house?"

Ramani narrated some more of what she herself had witnessed in her neighbourhood" "On January 10, on Sunday, two Muslim boys were murdered openly at 11 in the morning in a nearby building. They were doning some painting/ whitewashing job in Hindu home. first the Shiv Sainiks went and discussed something with the police. Sometime later the police blew their whistle. Hearing this, about 150 Shiv Sena boys came down. They carried swords, rods. tubelights and so on. Just imagine—two of those Muslim boys versus 150 of these Shiv Sainiks they beat them so badly that there was blood all over the floor. After that they hurled their bodies down on the road. One of them died immediately. The other one was bleeding. And what the police did was to position itself. aiming its guns at the two boys who had been battered and said nothing to the Shiv Sainiks. They washed the bloodied floor with water and cleaned it. After this the police car came and took away the Muslim boys—one dead. the other dying. Shiv Sainiks went back home as if nothing had happened. After this the curfew was imposed. But the curfew had no meaning.

www.pathagar.com

The police in this area eat. bathe and sleep at the homes of the Saiv Sena wallahs. They know the entire planning, counter with each other and decide the timing. They have a signal. That is, they blow one whistle to announce 'action'. Then a second for readiness. And at the third whistle the attack. And if the military is about to come around. the police tell these Shiv Sainiks to go home quietly.

"A Muslim family has heen living for many years in the building opposite ours. One day a lone woman was at home with her daughter. The Shiv Sena man came and forcefully began to kick the door. The poor woman was obviously scared. but being spirited the screamed loudly from inside and did not open the door. The building people came and said. She is our neighbour, don't kill her. ' So those people went away. But they told the whole colony that they wan't let any Muslim stay here. So all the Muslims in the buildings in this colony have gone away . . .

"One Sunday morning, one poor fellow who used to supply chickens had come to our colony. There were about 150-200 chickens in his van. The Shiv Sainiks stopped and ordered him to take out all the chickens. After which they beat him mercilessly and took away his chickens and had a feast. Later it turned out that the chicken seller was a Hindu. They thought he was a Muslim. Who is to Check them even if they attack other Hindus?"

"One of the very active Shiv Sena boys of our neighbourhood came and told me one day : 'you are not at all cooperative, We are ready to die for Hindus but you don't protect us. You don't let us pass through your compound in order to attack the Muslims.' I kept quiet.

www.pathagar.com

He then asked me to buy a ticket for Rs 100 towars Nirdhaar Nidhi (protection fund). I said. 'No. I don't believe in all this. 'Why not?' he asked. We are ready to fight and die for Hindus and you are not even supporting us.' Maybe I am putting myself in danger by refusing to pay up. But this was something couldn't accept..... "

"Some days ago at about 8 p. m. one or two Shiv Sena boys came. They lite a fire on the road. They lit one piece of wood from that..... it was not petrol bomb- the wood was wrapped in cloth and dipped in kerosene. There is a Hindus building. No 30. at the corner here lacing Behrampada. The Shiv Sainiks threw the burning wood towards it and started shouting louldy. The police was standing there while this was hapening. They shouted louldy and the police went running what did they try to show? That Muslims of Behrampada had attacked and tried to set on fire that Hindu building. After this the police fired on the Muslims.

"After this, at 11-30 p. m. these people raised and outcry again and converged from all directions. They threw petrol bombs at Berampada. The police fired on Muslims again. So that they could not even douse the fire destroying their jhuggis. But they managed somehow to douse the fire. Then a third time. at 2-30 a. m. these people enacted the same drama all over again. We were trying desperately to contact the fire brigade but could not get the number. Later around 3.30 a. m. The fire brigade and the military arrived. The police misguided the military that the Muslims had fired from Behrampada and thrown the petrol bombs and tried to set No 30 building on fire. when the truth was that the Shiv Sainiks had attacked. And you won't believe the theatricals and hungama done by Shiv Sena people. We

www.pathagar.com

were trembling. The spectacle was frightening. And it seemed these Muslims would be finished that day. Their cries were coming from inside their homes : throw water here. We have been attacked, save us. You could actually sense these people's suffering inside that jhopadpatti, If they made any attempts to douse the fire. the police would open fire at those who came out to do so. If they did not douse the fire. they would burn to death inside. I have a small daughter who woke up from her sleep and was crying and screaming hearing the commotion. She could sense that something terrible was happening. All the people at home were trembling. Mummy started getting loose motions.

"From the way our neighbours reacted it seems their hearts are closed, their eyes too are shut. Here in this building, everyone says. Behrampada should be removed. We don't need Behrampada. The truth is they have never troubled us.

"We have a common compond wall. The wall between Behrampada and our building No 3. is common. All our cars stand here. Those people did not throw a stone here. If the Muslims wanted, They could have burnt our cars to ashes. They did not even touch them. They have never troubled us.

"In fact, there have been a fire in our compound becouse petro bombs were thrown on them by Shive Sainiks and these petrol bombs fell in our compound. It was hell you know. That day we couldno't sleep. Couldn't eat. Hut that building No 30 was never searched. No person in that building was interrogated....

"My sister-in-law had delivered in hospital and we were all there. There a young woman from Behrampada was admited. Because of all this tension and fear. She

www.pathagar.com

delivered in five months. And both her twins were born dead. There was so much fear in these poor people.

I found the Hindus far more terrified thogh their houses had not been attacked. Savita, a young housewife in her 30s, says their entire life is hedged in by fear. "Even if kitchen utensils fall and make a noise, we jump with fear. I can't go out of the house leaving behind our children alone. "She is one of the few who admits that none of the Hindus living in buildings bordering Behrampada have been phisically harmed. She realises that houses in Behrampada have been destroyed. That is precisely what makes her terrified. What if the Muslims decided to take revenge? I ask her: "Have they threatened you or done anyting menacing to you so far?" she says: "No. In fact, they have been surprisingly nice. The other day a stone came and hit our window I looked out and shouted to people in the basti, saying. 'Please don't throw stones at our house". They said: 'Sister, rest assured, no stone will come too from our side. It must be some mischief monger elsewhere. We won't let any harm come to you. "But Savita's fear how long will they stay restrained if the attacks continue." from the Hindu side on the basti.

This is not to argue that Behrampada is an idyllic basti. Like all other slums in Bombay, This basti too has its own quota of criminals as well as people involved in trading drugs etcetra. But their proportion is perhaps smaller than the number of people involved in criminal activities among our MPs. MLA.s and Ministers. The internal politics of Behrampada is as messy as any were else in the country.

The residents of Behrampada behaved with restrain because they realised they couldn't afford to retailate when Shiv Sena had the police on its side. Among others an elderly Muslim. popularly known as "Uncle" in the

www.pathagar.com

basti. played an important role in keeping tempers cool within the basti. He is President of the local Congress district committee but was unable to get any help from they party bosses.

He kept the excitable Muslim youth under control. saying: "Look, the Siv Sainiks can run away after throwing stones or petrol bombs at you. Their purpose is only to provoke you. But as soon as you come rushing out, they are gone and the police takes over and kills you with bullets. So why let them bait you like this? Their petrol bombs will burn at the most fourfive jhopdas at a time if we quickly extinguish the fire. But if our retailiate they will not hesitate to reduce the entire basti to ashes."*[14]

www.pathagar.com

জানুয়ারী রায়ট/আংশিক বাংলা

গ্রন্থে মুদ্রিত Modhu Kishwer লিখিত ইংরেজী Repotage type of Stories, 'The January Riots' একটি বৃহৎ তথ্যবহুল প্রত্যক্ষদর্শী রচনা। এর মূল সূরধারা ধরে রচনার জন্য দ্বিতীয় অংশের পুরোটাই মূল রচনা ইংরেজীতে Re-print করা হলোঃ তারপরেও কিছু কিছু পাঠকের বাংলাপ্রীতির কথা মাথায় রেখে আমি এর বিশেষ বিশেষ অংশের অনুবাদ—আক্ষরিক নয়, এখানে তুলে ধরছি। এতে গ্রন্থের কলেবর যদি বৃদ্ধি না পেত তাহলে আমি পুরোটাই বাংলায় অনুবাদ করে দিতাম। পাঠকের ধৈর্যের জন্য ধন্যবাদ—

"২রা জানুয়ারীতে শিব সেনার (তথাকথিত হিন্দু ধর্মের ত্রাতা) ক্যাডাররা পুরো বোম্বে শহরে মাইকিং করতে থাকে যে কোন অবস্থাতেই মুসলমান মসজিদে স্থান সঙ্কুলান না হলেও রাস্তায় শুক্রবার নামাজের জন্য রাস্তা ব্যবহার করতে পারবে না। যদি তা করা হয় তাহলে তারা 'মহা আরতী' নিয়ে পথে নামবে এবং অবশ্যই মাইক সহযোগে। (বুঝতেই পারছেন, জুম্মার নামাজের পাশাপাশি রাম গরুরের ছানার মতো খোল, করতাল, ঢোল, শঙ্খ দিয়ে তাও আবার মাইক সহযোগে 'আরতী' শুরু করলে কী হতে পারে। (বাংলাদেশে রামকৃষ্ণ মিশন সহ অন্যান্য স্থানে পুজোর সময় কিন্তু মুসলমান টুপি বিক্রির দোকান খুলে বসে না)।..এই প্রচারে পুরো বম্বে আতংকিত হয়ে পড়ে—আমি অনেক বোম্বেবাসীর মুখে শুনেছি এটা হলো শিব সেনাদের একটি দাঙ্গা বাধানোর জন্য অজুহাত মাত্র।"

...."এই উদ্দেশ্যমূলক" 'মহা আরতী' শুরু হওয়ার পরেই বোম্বেতে উভয় পক্ষের মধ্যে কয়েকটি Stabbing এর ঘটনা ঘটেছে যা ছিল—সকালের শুরুর মতো। এটাকে দাঙ্গা বলা যায়—তবে 'গুপ্ত দাঙ্গা' বললেই ভালো হয়—কারণ, হত্যাগুলো চলছিলো চোরাগুপ্তাভাবে।.....সেদিনই মুহূর্তের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে তৈরী `well organised' মুসলিম বিরোধী সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পুরো বোম্বে ছড়িয়ে পড়ে।...."

"এরি মধ্যে বোম্বের একটি মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে পুরোটাই পুড়িয়ে দেয়া হলো। কিন্তু কিছু কিছু পত্রিকা 'some section of libaral press' এই ঘটনাকে মানে 'জগোম্বরী' Jogeshwari' ঘটনাটিকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নয় বলে বলতে লাগলো, তাদের ফাঁদা কাহিনী হলো,....জনৈক

www.pathagar.com

মির শেঠি জগোশ্বরী ঐ স্থানটি বর্তমানে ক্রয় করছে—এবং তার ইচ্ছে ঐ স্থানে পূর্বে থেকেই বসবাসরত সমস্ত পরিবারকে উচ্ছেদ করবে—মূল সমস্যা হলো, স্থানটি পুরোটা মুসলিমদের দ্বারা হিন্দু এলাকা টুকু (হিন্দুপ্রধান এলাকাটুকু) ঘিরে তৈরী হয়েছে। এর বর্তমান মালিক মিঃ শেঠি চাইছে স্থানটি খালি করে 'শুপরী' (বোম্বের স্থানীয় ভাষায় শুপরী শব্দের অর্থ—যারা অসামাজিকতা করে বেড়ায় তারা)—এই স্থানটি পুড়িয়ে দিয়েছে নিজেরা আস্তানা তুলবার জন্যে, এটা কোন দাঙ্গার ঘটনা নয়। বস্তিটির নাম 'চাওয়াল-Chawl .....কিন্তু সেখানে কোন চোখে দেখা সক্ষী পাওয়া গেল না—যে অগ্নিকাণ্ডের শুরু করলো। তবে ঘটনাটি ঘটানো হয়েছে রাতের অন্ধকারে।

...."এই ঘটনায় বেশীর অংশ মুসলিম এবং কিছু সংখ্যক হিন্দুর ভাষ্যমতে নিম্নরূপ,—

....'রাতে জোগেশ্বরীতে অগ্নিকাণ্ড ঘটার পর সেই বস্তীর এক মুসলমান কিশোর (৭ই জানুয়ারী জুম্মার আগে) পাশাপাশি এক এলাকায় যাচ্ছিল তার খালাকে এই সংবাদ দেয়ার জন্য—'যে দাঙ্গা বেঁধে গেছে।' সে যখন এই সংবাদ দিয়ে দৌড়ে বাড়ি ফিরছিল তখন টহলদার পুলিশ তাকে গুলি করে হত্যা করে। এতে করে কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হলো চিৎকার আর শ্লোগান, 'ইরফানকে (গুলিতে নিহত) গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।'.....এই ঘটনার পূর্বাপর যে দাঙ্গা হয় তার সরকারী তদন্ত কমিটির হিসেবে ৬০০ এই ঘটনায় নিহত হয়েছিলো—কিন্তু নিরপেক্ষ হিন্দু মুসলমানের ভাষ্যে নিহত ও গৃহহীনের সংখ্যা প্রায় ২০০০ Muslim দুই হাজার মুসলমান। দোকানপাট, গৃহ সরঞ্জাম, যুবতী ও বহু রমনীকে গণধর্ষণ করা হয়েছে এবং শেষে হত্যা করা হয়েছে।....

..."বিহারাম পাড়া Behrampada এলাকার ঘটনা ভিন্নতর কিছু নয়। এখানেও হিন্দুরা পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ করে আগুন ধরিয়েছে। স্থানীয় হিন্দু মৌলবাদী শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকদের খোদ পুলিশ তাদের এসব অপকর্মে সাহায্য করেছে—ওরা (পুলিশ) মুসলমান যুবক, ছেলে, বুড়ো, মহিলা এ ব্যাপারটি সনাক্ত করতে পারলে বাঁশি বাজাতো—এবং ১-২-৩ বার বাঁশি বাজানোর সাথে সাথে হিন্দু শিব সেনার কর্মীরা হামলা শুরু করতো। মানে, হত্যা করতো।...

....কিছু শিক্ষিত হিন্দু, ইঞ্জিনিয়ার, প্রকৌশলী, ডাক্তার তাদের ভাষ্যে জানিয়েছে-প্রায় ৪০০০-৫০০০ মুসলমান এই এলাকায় হামলা করতে আসে তাদের কারো কারো হাতে ছিলো AK 47s মেশিনগান—কিন্তু বাস্তবে ১০ দশ মুসলমানের হাতে ছিলো সোডা ওয়াটার বোতল। মাত্র ১৫০ জন শিব সেনা

www.pathagar.com

পুলিশের সরাসরি সহযোগিতায় কার্ফু ভেঙে এই হামলা চালায়।....আমার মহল্লার একজন রুটি বিক্রেতা ছিলো—মুসলমান, আমাকে সে চাচা বলতো। সে কথা প্রসঙ্গে বললো,—'ওরা (হিন্দুরা) আমার ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে, দোকান লুট করেছে, কি করবো কাকা, দেশেই ফিরে যাবো'...

....রামিনী Ramani (এটি তাঁর আসল নাম নয়), আমার সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেছে,—'একদিন সে দেখেছে—দুটি মুসলমান ছেলে রাস্তার দেয়ালে চিকা (শ্লোগান লেখা)র জন্য সাদা চুনের রং দিচ্ছিল—সাথে সাথে পুলিশ যথারীতি বাঁশি বাজানো শুরু করলো—এটা জানুয়ারী ১০ তারিখ বেলা ১১ টার সময় ঘটেছে। বাঁশি বাজানোর সাথে সাথে শিব সেনাদের ১৫০ জনের মতো কর্মী হাতে তলোয়ার, বড, রডলাইট (Tubelight) নিয়ে মাত্র দুজন মুসলমানকে আক্রমণ করে পুলিশের সামনে—সমস্ত রাস্তা রাঙিয়ে ওরা চলে গেল বীরের মতো।

"এক রোববারের সকালে এক মুরগি বিক্রেতা ফেরিওয়ালা প্রতিদিনের মতো হেঁকে যাচ্ছিল 'চাই মুরগী'। তার সাথের ভ্যান গাড়ীতে ছিল ১৫০-২০০ মুরগী। শিব সেনারা তার পথরোধ করলো এবং সমস্ত মুরগী বের করে দিতে বললো—তারপর ওরা তাকে ভীষণ রকম পেটাল এবং শেষতক ঐ মুরগী দিয়ে করলো মহল্লাতে ফিস্ট (Feast), মজার ব্যাপার ওরা ভেবেছিলো লোকটি মুসলমান কিন্তু দুঃভাগ্যক্রমে সে ছিলো হিন্দু। (এতেই কী প্রমাণিত হয় না শিব সেনারা কোন ধরণের অত্যাচার করছে ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে)। ...."আমার বৌদির বেবী হবে—তাকে হাসপাতাল নেয়া হয়েছে ডাক্তারের কাছে, আমরা সবাই তাঁর শয্যা পাশে উপস্থিত। তাঁর পাশেই এক মহিলা Behrampada 'বিহারামপাড়া' থেকে এসেছে—মহিলা ৫ পাশের গর্ভবতী—কিন্তু তার অনাকাঙ্খিত প্রশব বেদনা ডাক্তার সহ আমাদের সবাইকে খুব ভাবনায় ফেলে দিলো—এক সময় সে দুটি যমজ মৃত সন্তান প্রসব করলো। পরে দেখা গেল মেয়েটির অকাল প্রসবের কারণ, তার চোখের সম্মুখে যে দাঙ্গা সে প্রত্যক্ষ করেছে—তা সহ্য না করতে পেরেই তার এই অস্বাভাবিক ব্যথা এবং মৃত সন্তান প্রসব। (এতে কি বুঝতে বাকি থাকে ভারতের দাঙ্গার পরিমাণ ও রূপ কি ছিলো। তার নাম সবিতা এবং সে গৃহবধূ, বয়স ৩০। তার বক্তব্য মতে— 'সে একটি কিছুর শব্দ শুনলেই চমকে উঠতো এবং লাফিয়ে পড়তো খাট থেকে।'....

....."আমার স্বামীর সাথে প্রতিদিন আমি প্রাতঃভ্রমণে বের হই—এই সেদিনের ঘটনা, এক গরীব মুসলিম পাউ বিক্রেতা (পাকুড়া বা পেঁয়াজু) জাতীয় খাদ্য নিয়ে যাচ্ছিল—তার কারণ সে জানে. বর্তমান অবস্থার (দাঙ্গার জন্য এখানে

www.pathagar.com

খাদ্য সরবরাহ নেই) কারণ বেকারীগুলো বন্ধ। আমাদের চোখের সামনে শিব সেনাদের কর্মীরা ঐ গরীব 'পাউ' বিক্রেতার সাইক্যালটি ভেঙে ফেললো, এবং বেদম পেটাল। লোকটি জীবনের ভয়ে দৌড়ে পালালো—আমি তাকে কোন সাহায্য করতে পারলাম না কারণ ওরা সংখ্যায় ৪/৫ জন। আমি বলতে একা এবং আমি একজন 'ভীম' নই। হয় আমাকে মার খেতে হবে নয়তো চোখ বন্ধ করে চলে যেতে হবে—আমি নির্লজ্জের মতো ঘরেই ফিরে গিয়েছিলাম—"[১৪]

কারো ধর্ম নিয়ে আমি কোন কথা বলবো না। কারণ আমি বিশ্বাস করি, যে যেই ধর্মই পালন করুক না কোন তার কর্মফল সেই ভোগ করবেন, আমি বলার কে? কিন্তু যখন তসলিমার মতো মুর্খ ধর্ম বোদ্ধা নয়—ধর্ম নিয়ে যারা নির্লজ্জ ব্যবসা ফাঁদেন না এমনি কিছু বুদ্ধিজীবী হিন্দু গুণিজন নিজ ধর্ম সম্পর্কে বলেন তখন তা হয়ে যায় ইতিহাস। এমনি কিছু লেখা এখানে উদ্ধৃত করছি কোটেশন হিসেবে। পত্রিকায় প্রকাশিত এক নিবন্ধে শ্রী গৌতম রায় লিখেছেন,—

> "....৬ ডিসেম্বর অযোধ্যায় করসেবকদের হাতে যা আক্রান্ত হয়, তা কোন বিতর্কিত কাঠামো নয়, অবিসংবাদিতভাবেই তা ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার কাঠামো। পাঁচ ঘন্টার তাণ্ডবে এই কাঠামোটিও সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ হয়ে গেছে, না এর শরীরে কয়েকটি দূরারোগ্য ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে, তা ভবিষ্যতই বলতে পারবে। তবে করসেবকরা যে ধর্মনিরপেক্ষতার ইমারতটিকেই ধ্বসিয়ে দিতে চায়, তা তাদের উকিল ও মোক্তারদের কথাবার্তা থেকেই স্পষ্ট। এই উকিলরা বলছেন, হিন্দুদের Collective racial memory-র মধ্যে মধ্যযুগে মুসলিম শাসকের হাতে অসংখ্য মন্দির ধ্বংসের স্মৃতি লুকিয়েছিল এবং সেই স্মৃতিপ্রসূত ক্ষোভই করসেবকদের এই ঐতিহাসিক প্রতিশোধ নিতে প্ররোচিত করেছে। বলা বাহুল্য, হিন্দুর racial memory-র তত্ত্বটি একটি বিরাট বুজরুকি। এ রকম অনেক ভূয়া তত্ত্ব ও ছেঁদো কথাকে কায়দায় ইংরেজীতে বললে, তা আপাতত দৃষ্টিতে গুরুগম্ভীর এমনকি বুদ্ধিদীপ্ত মনে হতে পারে, হয়ে থাকে। কিন্তু হিন্দুর racial memory বলে কোন সোনার পাথরবাটি বেচার দোকান খুলে বসলেও তার ক্রেতা জোগাড় করা কঠিন, কারণ হিন্দুরা কোন race নয়। ভারতের কিরাত (মঙ্গোলয়েড) ও নিষাদ (অষ্ট্রোলয়েড) ভূমিপুত্রদের সঙ্গে ভূমধ্যসাগরীয় দ্রাবিড়, নর্ডিক, আলপিনয়েড ও আরমেনয়েডদের দ্রবণে উদ্ভূত এক মিশ্র জাতি। যে অর্থে ইহুদিরা একটি race সে অর্থে হিন্দু কোন জাতি নয়। জাতি হিসাবে হিন্দুরা যেমন অভিভাজ্য, অখণ্ড নয়, হিন্দুর ধর্মও তেমনি

www.pathagar.com

কোন সুনির্দিষ্ট, সুসংজ্ঞায়িত ধর্ম নয়। সেমিটিক ধর্মে যে কঠোর কাঠামো থাকে, যে একটি সর্বজনগ্রাহ্য ধর্মগ্রন্থ বা শাস্ত্র থাকে, একজন মূল ধর্ম প্রবক্তা বা পয়গম্বর থাকে এবং ধর্মীয় অনুশাসন প্রয়োগের জন্য একটি সংগঠিত প্রতিষ্ঠান (গীর্জা, সিনাগগ, মসজিদ) থাকে, হিন্দু ধর্মে তেমন কিছুই নেই। এমন বহুত্ববাদী, ঢিলেঢালা ধর্ম আর হয় না। ...."[১৫]

কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক 'আজকাল' ১৪ ডিসেম্বর ১৯৯২ সংখ্যায় প্রখ্যাত উপন্যাসিক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখায়ও হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে বলা হয়েছে—তিনি হযরত মহম্মদ (সঃ) ও যিশু'র এই পৃথিবীতে শারীরিক উপস্থিতির কথা মানেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ও রাম? তিনি লিখেছেন,—

...."বাবরের প্রধান সেনাপতি মীর বাকি ১৫২৮ সনে তার প্রভুর বিজয়স্মারক হিসেবে যে মসজিদ বানালেন পৌনে পাঁচশ বছর পরে সেই মসজিদ ভাঙায় ভারত ভেঙে পড়ার দশা। হরপ্পা খুঁড়ে দেখা গেছে ওখানে পরপর একই জায়গায় সাতবার নগর পত্তন হয়েছে। আজও যদি হরপ্পার বাসিন্দাদের বংশধররা থাকত—নয়া হরপ্পিদের সঙ্গে আদি হরপ্পিদের ধুন্ধুমার লেগে যেতে পারত।.....

"কাব্যের বীজ কল্পনায়। বস্তু থেকেই ইতিহাস। যিশু, মুহম্মদ (দঃ) এই পৃথিবীতে ছিলেন। সাধারণ মানুষ তাঁদের দেখেছেন। শ্রীকৃষ্ণ বা রামের ঠিকানা দু'খানি মহাকাব্য। কবি কল্পনায় তাঁদের দেখেছেন। জায়গার নাম না দিলে মহাকাব্য জমে না বলেই অযোধ্যা, হস্তিনাপুর, দ্বারকা নামগুলো মহাকবিরা বেছে নেন।..

"গীতা জীবনযাপনের কোড অব কণ্ডাক্ট বলেই কোরানের মতই গীতার জায়গায় নাম প্রায় নেই—আছে জীবনচর্যার—বেঁচে থাকার—যুদ্ধ করার মোদ্দা নির্যাসটুকু। কিন্তু বিষাদসিন্ধ'তে এজিদের কাণ্ডকারখানার জন্যে কারবালার প্রান্তর লেগেছে। আকবরের জন্মের দশ বছর আগে জন্মে রামচরিত মানসের মহাকবি তুলসীদাস জাহাঙ্গীরের আমলও প্রায় শেষ করে এনেছিলেন। এই দীর্ঘায়ু কবি ভক্তি আর কল্পনা দিয়ে তাঁর দোহা, চোপাইতে মহাকাব্যের রামকে এতই জীবন্ত করে তোলেন—যার ফলে রাম ভারতীয় জীবনযাত্রায় ঘরের মানুষ হয়ে ওঠেন। পিতৃভক্তি বলতেই রাম। তিনি যেমন ভগবান তিনি তেমনই মানুষ। যেমন কিনা বাঙালি গেরস্তবাড়ির বড় ছেলেটির নাম হয় গোরা। চৈতন্যের ছাঁচে।.....

www.pathagar.com

"রাম মানুষের দেহ ধারণ করে এক সময় রাজত্ব করেছেন মহাকাব্যের চরিত্রকে এমনটি ভাবার দরুন গোলমাল দেখা দিল।.....

"১৫২৮ থেকে ১৯৩৪ পর্যন্ত ৪০৬ বছরে মোট ৭৭ বার এই মসজিদ দখলের চেষ্টা হয়েছে। কারণ অযোধ্যার এই জায়গায় মহাকাব্যের রাম নাকি মানবশরীর নিয়ে জন্মেছিলেন।.....

"এটা বিশ্বাস। যুক্তি নয়। কারণ, রাম যে ওখানে ছিলেন—এমন কোনও প্রত্যক্ষদর্শীর সন্ধান পাওয়া যায়নি। যেমন কিনা আমরা জানি, চৈতন্যদেব নবদ্বীপে। গোরাচাঁদ হয়ে থাকতে থাকতে নবদ্বীপচন্দ্র হয়ে ওঠেন।".....[১৬]

ভারতে মুসলমান হত্যাতো বর্তমানে 'নুনের চাইতে খুন' যেমন সস্তা তেমনি ছিলো সেই শুরুর থেকেই—উদাহরণ যতো দেবো এই রামায়ণ-মহাভারত কাহিনী ততোই বৃহৎ থেকে বৃহত্তর হবে—তবুও বিজেপি, আরএসএস বা আনন্দবাজার গোষ্ঠীর পালিতা কুক্কুরী তসলিমার মতো বানানো কল্প-গল্প না ফেঁদে ইতিহাস কি বলে—ঐতিহাসিক দলিল দস্তাবেজ কি বলে—তেমনি কিছু নমুনার নমুনা দেয়া হলো। সবটাই আংশিক—

..."নির্মূল এর কথা তখনই উঠেছিল। ভারত থেকে মুসলমানকে নির্মূল করার জন্য ইতিহাস বিকৃত করে বলা হলো ভারতের মুসলমান বহিরাগত। বহিরাগত হিন্দুরাও। ভারতে আদিতে অনার্যরা বাস করতো। মধ্যএশিয়া থেকে আর্যরা এসে অনার্যদের 'নির্মূল' করে এদেশ দখল করে। কিন্তু সে কথা ভুলে গিয়ে শুধু মুসলমানকে বলা হলো বহিরাগত।

অধ্যাপক ডঃ আহমদ শরীফের উক্তি, 'বাংলাদেশের প্রায় সবাই দেশজ মুসলমান' প্রেক্ষিতে অসাম্প্রদায়িক আওয়ামী লীগ নেতা কমরুদ্দিন আহমদ রচিত "এ সোসিও পলিটিক্যাল হিষ্ট্রি অব বেঙ্গল এণ্ড দি বার্থ অব বাংলাদেশ" গ্রন্থের নিম্নোক্ত মন্তব্য তুলে ধরা হলো,—

...."The mass conversion theory, however is not supported by Hindu Historians who made efforts to give the impression to the world that quite a large number of Muslims of Bengal, if not the majority came from outside. Eminent Hindu leaders like Dr. Moonje, Savarkar, Pandit Malavya and many others asserted on this basis that Muslims, being not sons of the soil, had no right to live in India".[১৭]

www.pathagar.com

অর্থাৎ, হিন্দু ইতিহাসবেত্তারা 'গণধর্মান্তকরণ মতবাদ' সমর্থন না করে বহির্বিশ্বকে এই ধারণা দিতে চেষ্টা করলেন যে, বাংলার বহু মুসলমান বহিরাগত। নামকরা হিন্দু নেতৃবৃন্দ, যেমন—ডঃ মুঞ্জে, সাভারকার, পণ্ডিত মালবা এবং অন্যান্যরা দাবী জানালেন মুসলমানরা যখন এ মাটির সন্তান নয়, তখন তাদের এদেশে থাকার অধিকার নেই।"

ইংরেজ ইতিহাসবেত্তা এজি আরবেরী "রিলিজিয়ন ইন দি মিডল ইস্ট' গ্রন্থে ভারতে ইসলাম ধর্ম প্রসার সম্পর্কে বলেছেন,—

...."The most favourable cause of the spread of Islam, however, has been the peaseful penetration of the country by Muslim saints and mysties. They could intermingle freely with the lower sections of the Indian population. Often the later found in Muslim brotherhood a hoppy refuge from the rigid caste taboos. But it also happened that Hindus of higher caste were attracted to the new faith, though their number was much smaller. Another important factor in favour of conversion was the deplarable state of Buddism. Proselytizing, it should be remembered, has been a continuous process. Thus even at the begining of this very century conversions in mass to Islam took place in East Bengal, which now contains one-third of the total Muslim population of the subcontinent."[১৮]

অর্থাৎ, "মুসলমান সুফী ও দরবেশবৃন্দ শান্তিপূর্ণভাবে প্রবেশ করায় এদেশে ইসলাম প্রচারের সুবিধা হয়। ভারতীয় জনগণের নিম্নশ্রেণীর মধ্যে তাঁরা অবাধ মেলামেশার সুযোগ পায়। জাতিভেদের যাঁতাকল থেকে বেরিয়ে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ইসলামী ভ্রাতৃত্বে আশ্রয় নেয়। অবশ্য উচ্চবর্ণের হিন্দুও যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেনি তা নয়, তবে সংখ্যায় তারা কম। বৌদ্ধদের শোচনীয় অবস্থা ইসলাম প্রচারে সহায়ক হয়। এই শতাব্দীর শুরুর দিকে পূর্ববঙ্গে দলে দলে সব ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে, ফলে ভারতীয় মুসলমানের এক-তৃতীয়াংশ এখানে রয়ে গেল।"

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর মতে, মানুষ প্রথম গণতন্ত্রের পথ পায় ইসলাম ধর্মে। এই কারণে ইসলাম ধর্মের দ্রুত প্রসার ঘটে। তিনি লিখেছেন,—

www.pathagar.com

....“নিজের ওপর আস্থা এবং বিশ্বাস একটা বড়ো জিনিস। ইসলাম ধর্মের বাণী হল, ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা সবাই এক, ভাই ভাই। এতে করে লোক গণতন্ত্রের কতকটা আঁচ পেল। তৎকালে খৃষ্ট ধর্ম যেরূপ বিকৃত হয়ে পড়েছিল তাতে এ ভ্রাতৃত্বের বাণী কেবল আরব জাতিই নহে, অন্যান্য দেশের অধিবাসীদের মনেও সাড়া জাগিয়েছিল।”[১৯]

ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের ব্যক্তিগত দৃষ্টান্তও ইসলাম ধর্ম প্রচারের সহায়ক হয়। ইসলামের আদর্শে আকৃষ্ট হয়ে তখন অনেক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।

বাংলাদেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অসাম্প্রদায়িক বামপন্থী বুদ্ধিজীবি সাহিত্যিক গেলাম সামদানী কোরায়শী ময়মনসিংহে ব্যাপক ইসলাম প্রচার সম্পর্কে বলেন,—

“এগার সিন্ধুর দুর্গের সম্মুখে মানসিংহের সঙ্গে ঈসা খাঁর ইতিহাসখ্যাত বিখ্যাত সেই যুদ্ধ ও সন্ধি স্থাপিত হয়। ভগ্ন তরবারির প্রতি বীরোচিত সৌজন্যের যে পরিচয় ঈসা খাঁ রেখে গেছেন তা ময়মনসিংহবাসীর সম্মুখে এক অত্যুজ্জল আদর্শ হিসাবে বিরাজ করছে।

“মারি আর পারি যে কৌশলে” যুদ্ধনীতিতে মুসলিম তনয় ঈসা খাঁর এই মহান উদারতা এ অঞ্চলে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির পথে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছিলো।”

“মোগল সেনাপতি মানসিংহের মান বজায় থাকেনি। হত্যার বৈধ সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও বাঙালী বীর হত্যা করেননি, তাই বিশ্বের বীরশ্রেষ্ঠদের অন্যতম তিনি। মোগল সেনাপতি আফজাল খাঁর সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধের সাহস না থাকায় কাপুরুষ শিবাজী আপস আলোচনার নাম করে তাঁবুতে ডেকে এনে নিরস্ত্র অসহায় অবস্থায় অতর্কিত আক্রমণ করে আফসার খাঁকে হত্যা করেছিলেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, “সোনার বাংলা” রচয়িতা বাঙালী হয়ে বাঙালী বীর ঈসা খাঁকে ফেলে মারাঠা দস্যু শিবাজীকে নিয়ে কবিতা লিখলেন এবং প্রমাণ করলেন 'বিশ্বকবি' হলেও মূলত তিনি হিন্দুদেরই কবি।”[২০]

“অসাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ বিশ্বকবির যদি এই দৃষ্টিভঙ্গি হয় তাহলে সাম্প্রদায়িক হিন্দু নেতাদের কি দৃষ্টিভঙ্গি হতে পারে তা বোঝাই যায়। বিশিষ্ট সাহিত্যিক আবু জাফর শামসুদ্দিন “সমাজের ঝড়ো পাখি বেনজীর আহম্মদ” গ্রন্থে হিন্দু নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গির আভাস দিয়েছেন,—

“কাছারির বিপরীত দিকে ঢাকা ন্যাশনাল মেডিক্যাল স্কুলের বিরাট প্রাঙ্গণ। সেখানে বিশাল চন্দ্রতাপের নিচে নিখিল বঙ্গীয় অথবা নিখিল ভারতীয় হিন্দু

www.pathagar.com

মহাসভার সম্মেলন হচ্ছে। খুব সম্ভব ১৯২৮ সালের অথবা ১৯২৯ সালের প্রথম দিককার কথা ঠিক মনে করতে পারছি না। সম্মেলন উপলক্ষে শহরে জোর প্রচারণা চলছিল।.....এক বন্ধুর কাছ থেকে ধূতি যোগাড় করলাম। বিকেলে দুজনে গেলাম সভায়। ডক্টর মুঞ্জে এবং এনসি কেলেভরি উভয়েই উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদী বক্তৃতা দিলেন। দু'জনের মধ্যে কোন জন আজ এতকাল পর ঠিক মনে করতে পারছি না, কিন্তু দু'জনের একজন বলেছিলেন যে, **"মুসলমানরা যদি এদেশে থাকতে চায় তাহলে হিন্দু জাতির সঙ্গে লীন হয়ে থাকতে হবে নতুবা সাতশ বছর বসবাসের পর মুসলমানরা স্পেন হতে যেভাবে বিতাড়িত হয়েছিল আমরাও তাদেরকে সেভাবেই আরব সাগর পার করে দেব।"**[২১]

তাহলে আমরা অতি সহজেই ধরে নিতে পারি—হিন্দু সম্প্রদায় '৪৭ এর স্বাধীনতা বা স্বাধীনতা পরবর্তী সময়েই শুধু উস্কানীমূলক কর্মকাণ্ড, বিবৃতি দিয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটি ঠিক তা নয়—ওরা সেই জন্ম থেকেই মুসলমান নিধনের জন্য জন্ম নিয়েছে—ওরাতো সেই রাবণেরই বংশধর। প্রখ্যাত রাজনীতিক, প্রাবন্ধিক পাকিস্তান মন্ত্রীসভার প্রাক্তন মন্ত্রি মরহুম আবুল মনসুর আহমদ তাঁর "আমার দেখা রাজনীতির পাঞ্চাশ বছর' গ্রন্থে লিখেছেন,—

....."১৯৪৭ সালের ১৬ই আগষ্ট ও পরবর্তী কয়েকদিন কলিকাতায় যে হৃদয়বিদারক অচিন্তনীয় ও কল্পনাতীত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হইয়াছিল যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়া এমন নৃশংসতা আর কোথাও দেখা যায় না। কলিকাতায় দুইটা মর্মান্তিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ দুইটার সময়ই আমি কলিকাতায় উপস্থিত ছিলাম। একটা ১৯২৬ সালের এপ্রিলে। অপরটা ১৯৪৬ সালের আগষ্টে। গভীরতা, ব্যাপকতা ও নিষ্ঠুরতা সকল দিক হইতেই ১৯৪৬ সালের দাঙ্গা ১৯২৬ সালের দাঙ্গার চেয়ে অনেক বড় ছিল। চল্লিশ বছরের আগের ঘটনা বলিয়া ছাব্বিশ সালের দাঙ্গার নৃশংসতার খুঁটিনাটি মনে নাই। কিন্তু মাত্র বিশ বছরের আগের ঘটনা বলিয়া ছয়চল্লিশ সালের চোখের দেখা অমানুষিক নৃশংসতা আজও ঝলমল মনে আছে। মনে হইলেই সজীব চিত্রের মতোই চোখের সামনে ভাসিয়া ওঠে।'.....'এমনি সময় খবর আসিল বেহালা, কালিঘাট, মেটিয়াবুরুজ, মানিকতলা ও শ্যামবাজার ইত্যাদি স্থানে-স্থানে মুসলমানদিগের উপর হিন্দুরা আক্রমণ করিয়া অনেক খুন-জখম করিয়াছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই লহু-মাখা পোশাক-পরা জনতা রক্ত-রঞ্জিত পতাকা উড়াইয়া আহত ব্যক্তিদের কাঁধে করিয়া চারদিক হইতে মিছিল করিয়া আসিতে শুরু

www.pathagar.com

করিল। চারদিকেই মাতমের আহাজারি ও প্রতিশোধের যিকির। তাদের মুখে শোনা গেল হিন্দুরা শান্তিপূর্ণ মিছিলের উপর বিনা-কারণে হামলা করিয়াছিল। হিন্দুরা দোকান, ঘরে ও ছাদে ইট-পাটকেল ও লাঠি-সোটা আগেই যোগাড় করিয়া রাখিয়াছিল।'.....'কলিকাতায় স্বভাবতই হিন্দুর চেয়ে মুসলমানের জান-মালের ক্ষতি হইয়াছিল অনেক বেশী.....বিহারের হিন্দুরা তথাকার মুসলমানদিগকে অধিকতর নৃশংসতার সাথে পাইকারীভাবে হত্যা করে। ফলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ব্যাপারে বাংলা (কলিকাতা) বিহার একই যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়। এই যুদ্ধ চলে প্রায় চার মাস ধরিয়া।"[২২]

....."পাকিস্তান প্রচারকদের মধ্যে (আমরা প্রায় সবাই তখন পাকিস্তানী) 'আজাদ' পত্রিকা অগ্রগণ্য। হিন্দুরা স্বভাবতঃই 'আজাদের উপরই সবচেয়ে বেশী বিক্ষুব্ধ। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সঙ্গে-সঙ্গেই কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিল। পনের দিন যাইতে-না যাইতেই ২রা সেপ্টেম্বর রাত্রে 'আজাদ' অফিস গুণ্ডাদের দ্বারা আক্রান্ত হইল। ফলে ৩রা সেপ্টেম্বর 'আজাদ' বাহির হইতে পারিল না।"[২৩]

যে একটিমাত্র ধর্ম (হিন্দুধর্ম) যাতে এত রকম গোত্র বা সম্প্রদায় এমনটি পৃথিবীতে আছে বলে আমার বোধসত্যে জানা নেই—যে ধর্ম নিজ ধর্মের, জাতির লোকদের মধ্যে শুধুমাত্র ফায়দা বা সুবিধা লোটার জন্য শ্রেণীভেদ বা শ্রেণী বিন্যাস করে নিয়েছে—তাদের মূল মানসিকতা কী? 'মানুষ' হলো, 'আশরাফুল মকলুকাত'। সৃষ্টির সেরা জীব। সেই মানুষ নামক জীব বা প্রাণী ধর্ম গ্রহণ করেছে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ ও ধর্ম প্রচারক নবী—পয়গম্বরদের মাধ্যমে। কিন্তু কে করলো একটি ধর্মে এতো বিন্যাস এর নামে নাশ? জানি না। তবে এই যে ব্রাহ্মণ, ওদের মধ্যেও আবার রাঢ়ী, বরেন্দ্র ও বৈদিক শ্রেণী ছিল। এদেরকে আদিশূর শ্রেণবিন্যাস করেন। তাই বলি, বানালেই হলো আর কি!—ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, শূদ্র, শাঁখারী, কামার, কুমোর, সদ্‌গোপ গোয়ালা, কাঁসারু, মালাকার, নাপিত সম্প্রদায়, আচার্য ব্রাহ্মণ (গণক), বৈরাগী, অগ্রদানী ব্রাহ্মণ, সুবর্ণবণিক, সাউ, কাপালিক, পাটিয়াল, পাটনী, কৈবর্ত, তাম্বলী, গন্ধবণিক, ডোম, ভূঁইমালী, চণ্ডাল, যোগী, গারুড়ী, কাঁদিয়া, সেবাদাসী (পাণ্ডা বা ধর্ম পণ্ডিতদের অবৈধ যৌন কাজে ব্যবহারের জন্য বানানো সম্প্রদায়), কোচ, রাজবংশী, এদের মধ্যেও আবার উচ্চবর্ণ, নিম্নবর্ণ আছে—আছে শত ভাবে ভারতের বিভক্ত সম্প্রদায়—এই সম্প্রদায়, বর্ণ বিন্যাস করেই হিন্দুদের বিবাহ (কন্যাদান) বিশেষ করে ভীষণ সমস্যা ঘটায়। ভারতে

www.pathagar.com

৬০% বিবাহযোগ্য যুবতী অবিবাহিতা, ৪০% প্রেম করে বসে আছে, গঙ্গারধারে অথবা সুকর্মটি সমাধা করছে গঙ্গাতে সুরক্ষিত নৌকোয়। কিংবা গড়ের মাঠের গাছের আড়ালে। নাহ্-না—এরা পতিতা নয়? গার্লফ্রেণ্ড-বয়ফ্রেন্ড নামের আড়ালে ঘসামাজা আর কি। এর কারণ সম্প্রদায়ভেদ। অবশ্য আজকাল শতকরা ২/১টি ঘটনা ঘটিয়ে ফেলছে তরুণরা—অবশ্যই তরুণীদের সাহসীকতার জন্যই। উপযুক্ত কারণে গর্ভপাত বৈধ না হলেও কলকাতা তথা ভারতের পুরনো এলাকার প্রতি ২০টি বাড়ির পর ১টি ক্লিনিক পাওয়া যাবে, যার সাইনবোর্ডে—এম, আর, ও ডি, এম, সি করানোর কথা বলা থাকলেও মূলকর্ম অবৈধ গর্ভপাত। পাপাচার চালিয়ে যাও লোকচক্ষুর অন্তরালে—তবুও গোত্র না মিললে বিয়ে হবে না। গোত্র বা সম্প্রদায় ভাগ করেও ওরা নিজেদের মধ্যে এক ধরণের সাম্প্রদায়িকতার বীজ বুনে রেখেছে। বুকে হাত দিয়ে ১টি ব্রাহ্মণ বলুন—তাকে কেউ মন থেকে শ্রদ্ধা করে? করে না। যাক, মূল ঘটনায় ফিরে আসি।....

মরহুম আবুল আহমদ বলেন,—"এদের বিশ্বাস করতে পারলেন না মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। ভারতে রয়ে যাওয়া মুসলমানদের রক্ষার জন্য মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী '৪৭ সালের ১৪ই আগষ্টের পরপরই ভারত ত্যাগে রাজী হলেন না। তিনি তদানিন্তন যুক্ত পাকিস্তানের জাতীর পিতা কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন,—

"ভারতীয় মুসলমানদের একটা হিল্লা না করিয়া তিনি ভারত ছাড়িতে পারেন না। তিনি এ ব্যাপারে কায়েদে আজমের কাছে যেসব তার (Telegram) ও চিঠি দিয়াছিলেন, আমি তা দেখিয়াছিলাম। তাতে তিনি বলিয়াছিলেন,— 'আপনার সুদক্ষ পরিচালনায় পাকিস্তানের হেফাযত করিবার যোগ্য লোকের অভাব নাই। কারণ মুসলিম লীগের প্রায় নেতাই পাকিস্তানে চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু পিছনে ফেলিয়া যাওয়া বেচারা ভারতীয় মুসলমানদের হেফাযত করিবার কেউ নাই। আমাকে এদের (মুসলমানকে) সেবা করিতে দিন।'

"ভারতীয় মুসলমানদের হেফাযত করাটা তাঁর অজুহাত মাত্র ছিল। এটা ধরিয়া নিলেও পরে এটাই হইয়া উঠে সুহরাওয়ার্দী সাহেবের নিশা। তিনি শুধু নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া কলিকাতার হিন্দু দাঙ্গাকারীদের উদ্যত খড়গের সামনেই গলা বাড়াইয়া দেন নাই, তিনি উভয় রাষ্ট্রের মাইনরিটির রক্ষার জন্য 'মাইনরিটি চার্টার'ও রচনা করিয়াছিলেন।[২৪]

www.pathagar.com

কিন্তু ভারতে সাম্প্রদায়িকতা ও স্বাধীনতার উপর লেখা বেশীর ভাগ হিন্দু ঐতিহাসিক লেখক এই মহান নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে সাম্প্রদায়িক দোষে দুষ্ট নেতা হিসেবে প্রমাণের চেষ্টা করেছে—এমন কী নিহত ইন্দিরা গান্ধীর টাকায় তৈরী (যা ভারতীয় জনগণেরই টাকা) বিশ্ববিখ্যাত একাডেমী ও অস্কার চলচ্চিত্র পুরস্কারে ভূষিত বৃটিশ চলচ্চিত্র পরিচালক রিচার্ড এটানবেরোকে দিয়ে ফরমায়েসী তৈরী চলচ্চিত্র 'গান্ধী'তেও শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে খাঁটো করে দেখানো হয়েছে—এসব কিছুকে নিচ ও হিনমন্যতার প্রকাশ ব্যতিত কী বলা যায়?

কলকাতা তথা ভারতবর্ষের মুসলিম নির্যাতন ও হত্যার কথা লিখে শেষ করা যাবে না—তবুও ইতিহাসকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া আমার মতে সরাসরি ডাকাতির সামিল। তাই, শুধুমাত্র পরবর্তী প্রজন্মের কাছে সত্যিকার দাঙ্গার ইতিহাস তুলে ধরার জন্যেই এতোগুলো গ্রন্থের ও তথ্যের আশ্রয় আমি নিয়েছি। বর্তমান তথ্যটুকু প্রখ্যাত লেখক, সাংবাদিক, মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লার লিখিত "আমাদের মুক্তি সংগ্রাম" গ্রন্থের অংশবিশেষ,—

কলিকাতার মহাদাঙ্গা

...."প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের সাফল্যের জন্য লীগ হাই কমাণ্ডের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল কেবলমাত্র বাঙলার উপর। বাঙলা ও সিন্ধু ছাড়া অন্য কোন প্রদেশে সে সময় লীগ-মন্ত্রিসভা কায়েম ছিল না। আত্মকেন্দ্রিক মীর, ভূমিহীন হারি, অপরাধপ্রবণ চর এবং উত্তরাধিকারসূত্রে পীর ও পীরদাদাদের দেশ, সিন্ধুর মন্ত্রিসভার উপর লীগ কর্তৃপক্ষ এমন একটি সঙ্কটপূর্ণ সময়েও নির্ভর করিতে পারিতেছিলেন না। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে তখন ছিল ডাঃ খান সাহেবের কংগ্রেসী সরকার প্রতিষ্ঠিত। পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী স্যার খিজির হায়াৎ খান সদলবলে মুসলিম লীগের তীব্র বিরোধিতা করিতেছিলেন। কাজেই লীগ হাই কমাণ্ড তাঁহাদের ভ্রমাত্মক এবং বিভ্রান্তিমূলক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দীর উপরই চাপ প্রয়োগ করিতে থাকেন। হিন্দুরাও বাঙলা সম্পর্কেই অধিক চিন্তিত ছিল। কারণ, তাহারা জানিত অন্যান্য প্রদেশে লীগ-বিরোধী মুসলমান এবং কংগ্রেসী জনসাধারণ ও মন্ত্রিসভাগুলি 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' সাফল্যজনকভাবে উদযাপিত হইতে বাধা দিবেন। কিন্তু তাহাদের কাহাকেও সে সকল প্রদেশে বিশেষ কিছু করিতে হয় নাই। কারণ, বাঙলা ছাড়া মুসলিম সংখ্যাগুরু অন্যান্য প্রদেশে পর্যন্ত প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস আপনা আপনিই একটা বিরাট প্রহসনে পর্যবসিত হইয়াছিল।.....

www.pathagar.com

"ইহার মাত্র এক মাস পূর্বে বোম্বাই শহরে হিন্দুরা কোন একটি তুচ্ছ ব্যাপারে দলবদ্ধভাবে অতর্কিতে আক্রমণ করিয়া ১৭ জন পাঠান সহ শতাধিক মুসলমান নাগরিককে হত্যা এবং বহু নিরপরাধ মুসলমানের দোকানপাট ও বাড়ীঘর লুণ্ঠন করা সত্ত্বেও ১৬ই আগষ্ট প্রাতঃকালে পর্যন্ত কলিকাতার হিন্দু ও মুসলমানরা নির্বিবাদে পাশাপাশি বাস করিয়া আসিতেছিল। অতি বড় সাবধানী মুসলমান পর্যন্ত ইহা জানিতে বা বুঝিতে পারে নাই যে, ১৬ই আগষ্ট তাঁহাদের রক্তে কলিকাতা মহানগরীর রাজপথ রঞ্জিত করিবার জন্য হিন্দু অধ্যুষিত পুলিশ বাহিনী হিন্দু জনসাধারণের সহিত গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রহিয়াছে। ১৯৪৬ সালে কলিকাতার মোট অধিবাসীর শতকরা ২৩.৪ ভাগ মাত্র ছিল মুসলমান। নিম্নপদস্থ পুলিশের চাকুরীতে মুসলমানের হার ছিল শতকরা ১৩ ভাগ। উচ্চপদগুলির শতকরা ১৬ ভাগ ছিল মুসলমানদের হাতে। কোটারী-কবলিত মুসলিম লীগ ব্যতীত মুসলমান জনসাধারণের অপর কোন উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান তখন ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। সর্বোপরি কলিকাতার বন্দুক ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রের প্রায় সব কয়টি প্রসিদ্ধ দোকান ছিল হিন্দুদের। দাঙ্গাকারীরা ইহাদের নিকট প্রচুর সাহায্য লাভ করিয়াছিল। পক্ষান্তরে চরম বিপদের সময়েও অসতর্ক ও অদূরদর্শী মুসলমানরা কাহারও নিকট হইতে সত্যিকারের কোন সাহায্যই পায় নাই। লীগ হাই কমাণ্ডের নির্দেশ যথাযথভাবে পালনের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী ১৬ই আগষ্ট সরকারী ছুটি ঘোষণা করিয়া ইউরোপীয়দেরও বিরাগভাজন হন। ছুটি ঘোষণার পশ্চাতে কোন বলিষ্ঠ যুক্তি ছিল না। হিন্দুরা বৃথাই ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিল। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা, ছুটির দিন ছিল বলিয়া চাকুরীজীবি অগণিত হিন্দু যুবক দাঙ্গায় সক্রিয় অংশ গ্রহণের সুযোগ পায়।"....

দাঙ্গার সূচনা

...."১৬ই আগষ্ট প্রাতে মানিকতলা বাজারে দোকানপাট বন্ধ করা লইয়া গোলমালের সূত্রপাত হয়। লীগের একদল কর্মী বাজারের হিন্দু ও মুসলমান ব্যবসায়ীদিগকে আপন আপন দোকানপাট বন্ধ করিতে বলিলে, হিন্দু ব্যবসায়ী এবং খরিদ্দাররা তাঁহাদিগকে ভীষণভাবে প্রহার করে। মুসলমান দোকানদার ও খরিদ্দাররা আহতদিগকে হাসপাতালে এবং কলিকাতা লীগ অফিসে এই সংবাদ পৌছাইবার আগেই মানিকতলা অঞ্চলের মুসলমান বস্তিগুলি আক্রান্ত হয়। এই আক্রমণে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র যথা—বোমা, রিভলবার, ষ্টেনগান ইত্যাদি সহ

www.pathagar.com

কয়েক হাজার হিন্দু অংশ গ্রহণ করে। মানিকতলার পর শোভাবাজার, শ্যামবাজার, বাগবাজার এবং দক্ষিণ কলিকাতার ভবানীপুর, কালীঘাট ও টালীগঞ্জের মুসলমান এলাকা ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বাড়ীগুলি আক্রান্ত হয়। দ্বিপ্রহরের মধ্যে হিন্দুরা এ সকল এলাকার বহু মুসলমানকে হত্যা এবং বাড়ীঘর নিশ্চিহ্ন করিয়া দেয়।.....

"সেদিন প্রাদেশিক লীগের উদ্যোগে কলিকাতার গড়ের মাঠে মনুমেন্টের পাদদেশে আহুত জনসভায় যোগদানের উদ্দেশ্যে বেলগাছিয়া, বেলেঘাটা, বালিগঞ্জ, ভবানীপুর ইত্যাদি এলাকা হইতে হাজার হাজার মুসলমান শোভাযাত্রা সহকারে অগ্রসর হইতে থাকিলে, সশস্ত্র হিন্দু জনতা কর্তৃক পথিমধ্যে আক্রান্ত হয়। নিরস্ত্র শোভাযাত্রীদের উপর যখন বেদম লাঠিসোটা, ছোরা এবং রিভলবার ইত্যাদি চলিতেছিল, তখন রাস্তার উভয় পার্শ্ববর্তী হিন্দু বাড়ীগুলি হইতে গরম তৈল, ইট-পাটকেল, এসিড এবং জ্বলন্ত কয়লা বর্ষিত হইতে থাকে। অতর্কিত অক্রমণের দরুণ নিরস্ত্র শোভাযাত্রীদের ছত্রভঙ্গ দলগুলির বেশীর ভাগ সভায় যোগদান করিতে পারে নাই। পাঞ্জাবের গজনফর আলী গড়ে'র মাঠের এই সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন।.....

"সেদিন সকাল হইতেই কলিকাতার সমস্ত যানবাহন বন্ধ ছিল। ইহার ফলে রাস্তায় পথচারীর ভীড় অসম্ভব রকমে বৃদ্ধি পায়। প্রায় সব কয়টি থানার অফিসার-ইন-চার্জ ছিলেন হিন্দু। টেলিফোন অফিসটিও ছিল কার্যতঃ হিন্দুদের পরিচালনাধীন। লালবাজার পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের কন্ট্রোল রুমের প্রধান কর্তাও ছিলেন অমুসলমান। এক কথায় সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভা ছাড়া সেই ঘোর বিপদের দিনে মুসলমানদের আপন বলিতে বা তাহাদিগকে অনুমাত্রও সাহায্য করিতে পারে এমন কেহ তাহাদের ছিল না।.....

"এদিকে এক তরফা হত্যা ক্রমশঃ সমগ্র কলিকাতা ও উপকণ্ঠে ছড়াইয়া পড়িতেছে দেখিয়া বিপন্ন মুসলমানদের রক্ষার দৃঢ় সংকল্প লইয়া প্রধানমন্ত্রী জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়েন। তাঁহাকে সাহায্য করার জন্য তাঁহার সঙ্গে রহিলেন কুষ্টিয়ার জনাব সামসুদ্দিন আহমদ এবং ফরিদপুরের জনাব চৌধুরী মোয়াজ্জম হোসেন। কখনও কন্ট্রোল রুমে, কখনও থানায়, কখনও বস্তি এলাকায়, কখনও হিন্দু অধুষ্যিত অঞ্চলে এবং কখনও সেক্রেটারিয়েটে তিনি নির্ভয়ে এবং বিদ্যুৎ বেগে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। দুইবার রাস্তায় তিনি হিন্দু জনতা কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া অল্পের জন্য রক্ষা পান। সেই সময় তিনি যেন অন্তরের শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। সামান্য বিরতিসহ ৩৬ ঘন্টা কঠিন পরিশ্রমের পর পরিস্থিতি কতকটা আয়ত্বাধীনে আসে। এই সময়

www.pathagar.com

প্রথম প্রকাশ পায় হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চলে মুসলমান পকেটগুলির অধিকাংশই নাই। হিন্দু পরিবেষ্টিত মুসলমান অধ্যুষিত ছোট ছোট এলাকাগুলিও দাঙ্গাকারীদের হাতে রক্ষা পায় নাই।".....

দাঙ্গায় ক্ষয়ক্ষতি

....."তিনদিন ভীষণ দাঙ্গা চলে। একটি মোটামুটি হিসাব হইতে জানা যায়, প্রথম দিনের দাঙ্গায় নিহতদের শতকরা ৭৫ ভাগ, দ্বিতীয় দিনে ৬০-৬৫ এবং তৃতীয় দিবসে শতকরা ৫০ ভাগ ছিল মুসলমান। কলিকাতার এই দাঙ্গায় হাজার হাজার নয়, চারি লক্ষাধিক মুসলমান নরনারীর প্রাণ ও ধন-সম্পত্তি রক্ষার ব্যাপারে অতুলনীয় সাহস ও সমাজহিতৈষণার জন্য জনাব সোহরাওয়ার্দী চিরকাল স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। দাঙ্গার চতুর্থ দিবসে উভয় পক্ষে হতাহতের সংখ্যা পূর্বের তুলনায় বেশ হ্রাস পায়। কিন্তু ছোরা ইত্যাদির সাহায্যে ব্যক্তিগত হামলা অব্যাহত থাকে আরও প্রায় একমাস। হত্যাকাণ্ডের পুনরাভিনয় যতটা সম্ভব রোধের জন্য জনাব সোহরাওয়ার্দী অতঃপর পাঞ্জাবে লোক পাঠাইয়া সৈন্য বিভাগ হইতে ছাঁটাইকৃত সাত শতাধিক মুসলমানকে আনাইয়া কলিকাতায় পুলিশ বাহিনীতে নিযুক্ত করেন। তাহাছাড়া দাঙ্গা-উপদ্রুত এলাকার থানাগুলিতে মুসলমান অফিসার এবং লালবাজার পুলিশ হেড কোয়ার্টার্সে জনৈক মুসলমানকে একটি উচ্চ পদে নিযুক্ত করিয়া তিনি মুসলমানদের রক্ষার আংশিক ব্যবস্থা করেন। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও আরও দুই মাস কাল কয়েকটি বিশেষ এলাকায় ইতস্ততঃ হত্যা চলে। অনেকে মনে করেন, কলিকাতার দাঙ্গায় উভয় পক্ষে ১৫-২০ হাজার লোক প্রাণ হারায়। সর্বজনীন দাবীর প্রেক্ষিতে ভারত সরকার দাঙ্গার কারণ নির্ণয়ের জন্য পাটনা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার ফজলে আলীর নেতৃত্বে যে কমিশন গঠন করিয়াছিলেন তাঁহাদের কাজ সমাপ্তির পূর্বেই ভারতবর্ষে বিভাগ পরিকল্পনা গৃহীত হওয়ায় রিপোর্টখানি চাপা পড়িয়া যায়।.....

"কলিকাতার দাঙ্গার সময় লীগের সাংগঠনিক দুর্বলতা ছাড়াও লীগ নেতৃবর্গের বেশীর ভাগেরই মনোবলের নগ্ন প্রকাশ পায়। যে সকল নেতা মাঠে ময়দানে শত শতবার জানমাল কোরবানী দিয়া আরও কোরবানীর সুযোগের প্রতীক্ষায় থাকিতেন, মুসলমান জনসাধারণের এই দারুণ বিপদের সময় মুসলমান অধ্যুষিত এলাকার বাস করিয়াও তাহাদের কেহ কেহ সপ্তাহকাল ঘরের বাহির

www.pathagar.com

হন নাই। মজার কথা, ইহারাই প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস পালনের উৎসাহী সমর্থক ছিলেন এবং দাঙ্গা প্রশমনের পর ইহারাই জনাব সোহরাওয়ার্দীর নিন্দা মুখর ছিলেন।.....

"কলিকাতার এই নরমেষ যজ্ঞে নোয়াখালী জেলার বহু মুসলমান নিহত হইয়াছিল। কাজেই সর্বাগ্রে তথায় ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। একটি তুচ্ছ ব্যাপার লইয়া অক্টোবর মাসে সেখানে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে প্রথমে মনোমালিন্য এবং পরে দাঙ্গা বাঁধে। এক্ষেত্রে দাঙ্গার উস্কানী যোগায় হিন্দুরা, দাঙ্গা শুরু হয় মুসলমানের হাতে। দাঙ্গার পাশাপাশি দুইটি থানার একশতেরও কিছু কম হিন্দু হতাহত হয়। কিন্তু নোয়াখালী জেলার এই দাঙ্গার খবর এমন ফলাও করিয়া কলিকাতার হিন্দু দৈনিক পত্রিকাগুলি প্রকাশ করিতে থাকেন যে, ভয়াবহতার দিক দিয়া যেন উহা কলিকাতার মহা হত্যাকাণ্ডকেও অনেক পশ্চাতে ফেলিয়া দিয়াছিল। তাঁহাদের এই মিথ্যা প্রচারের ফলে মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় ব্যক্তিও বিভ্রান্ত এবং বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাই বৃদ্ধ বয়সে জীর্ণশীর্ণ দেহখানি লইয়া তাঁহাকে কয়েক সপ্তাহ নোয়াখালীর দাঙ্গা উপদ্রুত পল্লী অঞ্চলে অবস্থান করিতে হয়। সে সময় জনাব সোহরাওয়ার্দী এবং নেতৃস্থানীয় বহু হিন্দু ও মুসলমান সেখানে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান।'.....

"উপরোক্ত মিথ্যা প্রচারণার মূলে যে উদ্দেশ্য লুক্কায়িত ছিল মাত্র ছয় সপ্তাহ পর উহা প্রকাশ পায় বিহারে।".....

বিহারে একতরফা দাঙ্গা

....."ব্যাপকতা, স্থায়িত্ব এবং ভয়াবহতার দিক দিয়া বিহারের সাম্প্রাদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা পূর্ববর্তী সমস্ত রেকর্ড ভঙ্গ করিয়া দিয়াছিল। বিহারে মুসলমান জনসংখ্যা ছিল শতকরা ১৪ জন মাত্র। এই কয়টি লোককে হত্যার জন্য তিন মাস ব্যাপী সেখানে প্রস্তুতি চলে। বিহার মন্ত্রিসভার একাধিক কংগ্রেসী সদস্য এবং প্রাদেশিক কংগ্রেসের কতিপয় বিশিষ্ট নেতা শুধু যে দাঙ্গার উৎসাহী উস্কানীদাতা ছিলেন এমন নয়, অধিকন্তু দাঙ্গার সময় ইহাদের কেহ কেহ মুসলমান নিধন কার্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে পর্যন্ত একটুও সংকোচ বোধ করেন নাই। তিনটি জেলার একই দিন এবং প্রায় একই সময়ে মুসলমানদিগকে আক্রমণ করা হয়। বিনা কারণে এবং বিনা উত্তেজনায় এক দুই জনকে নয়, হাজার হাজার নিরপরাধ লোককে হত্যা করা যায়, বিহারের দাঙ্গা সম্ভবতঃ উহার এক অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত।.....

www.pathagar.com

"মুসলমান হত্যা বন্ধের জন্য প্রেরিত সামরিক বিভাগের উচ্চপদস্থ বিদেশী অফিসারগণের রিপোর্টে জানা যায়, কোন কোন মুসলমান এলাকা আক্রমণের জন্য ১৫-২০ হাজার দাঙ্গাকারী অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমবেত হইয়াছিল। ইহাও প্রকাশ পায় বিহারের কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার চাপে মিলিটারীরা দাঙ্গাকারী হিন্দুদের বিরুদ্ধে কোন কার্যকর ব্যবস্থাই অবলম্বন করিতে পারে নাই। নরহত্যার কত জঘন্য রকমের কলাকৌশল মানুষের দুষ্টবুদ্ধি আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে, কলিকাতার ন্যায় বিহারেও তাহার সব কয়টিই অসহায় মুসলমানদের উপর প্রয়োগ করা হইয়াছিল। অবশ্য ইহাও সত্য যে, হিন্দুদের অনুকরণে মুসলমানরাও কোন কোন ক্ষেত্রে চরম নিষ্ঠুরতার পরিচয় দান করিয়াছিল। তবে তাহা কলিকাতায়—বিহারে নয়। বিহারে প্রথম তিন দিনের দাঙ্গায় ২৫-৩০ হাজার মুসলমান শিশু ও নরনারীর প্রাণহানি ঘটে। এমন বহু গ্রাম আছে যেখানে দাঙ্গার পর একটি মুসলমানকেও জীবিত পাওয়া যায় নাই। বিহারের পর মধ্য প্রদেশেও কোন কোন স্থানে দাঙ্গা-হাঙ্গামায় মুসলমানের প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়।"২৫

৮ই ডিসেম্বর ১৯৯২ 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত প্রখ্যাত গীতিকার লেখক গৌরকিশোর ঘোষ হিন্দুত্ববাদকে স্পষ্টভাষায় বলেছেন, 'ফ্যাসিবাদ' তিনি তাঁর নিবন্ধে বলেন,—

....."হিন্দুত্ববাদ আসলে ফ্যাসিবাদ, গরিবের এ কথা এতদিন তেমন করে কারও কানে ঢোকেনি। আজ হিন্দুত্ববাদ রামের মন্দির গড়ার নামে হিন্দুর ছেদো আবেগকে তুঙ্গে তুলে যখন বাবরি মসজিদকে চুরমার করে দিয়েছে তখন সবার টনক নড়েছে। আজ পালে সত্যিই বাঘ পড়েছে, এটা চোখের উপর দেখে সেকুলার গণতন্ত্রবাদীরা অনেকেই লজ্জায় দুঃখে ম্রিয়মাণ। তাদের লজ্জার তাদের দুঃখের আমিও শরিক। .....

"ভারতের পক্ষে আজ বড় দুঃসময়। এই বিশ্বে ভারত আজ বন্ধুহারা। হিন্দুত্ববাদের প্রবল স্রোতে গা ভাসিয়ে যারা এটা থেকে রাজনৈতিক ফায়দা তুলবার চেষ্টা করছেন তারা জানেন না যে, তাদের এই হঠকারিতার দাম ভারতের আগামী কয়েক প্রজন্মকে কড়ায় গণ্ডায় শোধ করতে হবে। আধুনিক বিশ্বের চোখে তারা ভারতকে আজ অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। ভারতের দিকে আঙুল উঁচিয়ে আজ সমগ্র বিশ্ব এই কথাই বলবে, ভারত এমনই এক রাষ্ট্র যে সে তার সংখ্যালঘু নাগরিকদের নিরাপত্তা বিধান করতে পারে না। হিন্দুত্ব এমনই এক ধর্ম যা যুক্তি বিবেচনার ধার ধারে না,

www.pathagar.com

প্রেম ভালোবাসার ধার ধারে না। রাম এমনই এক উপাস্য যার মন্দির তৈরি হয় বিদ্বেষ, ঘৃণা, প্রবঞ্চনা আর পশুবলের মালমশলা দিয়ে।"[২৬]

বিদেশীদের চোখেও ইসলাম ধ্বংসের নামে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের চিত্র সঠিকভাবে উঠে এসেছে। বিবিসিতে কর্মরত মিঃ জন রেনার-এর মুখে শুনে প্রখ্যাত সাংবাদিক আতাউস সামাদ ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৯২ সংখ্যা 'যায় যায় দিন' সাপ্তাহিকের এক নিবন্ধে লিখেছেন,–

....."ভারতের অযোধ্যার বাবরি মসজিদ ভেঙে ফেলার সময় সেখানে উপস্থিত দেশী ও বিদেশী সাংবাদিকদের ওপর হামলা হয়েছিল এই খবরটা আমরা শুনেছি বিবিসিতে কাজ করেন আমার এক বন্ধু, মিঃ জন রেনারের মুখে। এখন তিনি ঢাকায়; তিনি বললেন যে, মসজিদ ধ্বংসকারী উগ্র জনতা ভয়েস অফ আমেরিকার সাংবাদিক পিটার হাইনলাইনকে মাথায় এমন আঘাত করে যে তিনি অজ্ঞান হয়ে যান। পরে তাঁর মাথার ক্ষতে ছাব্বিশটি সেলাই করতে হয়। ওই একই সময়ে একজন ভারতীয় টেলিভিশন চিত্রগ্রাহক মিঃ রমেশকে তারা পিটিয়ে তাঁর কাঁধ ও পা ভেঙে দেয়। তাঁকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে গিয়ে বন্ধুরা কোনোমতে তাঁর প্রাণ রক্ষা করেন। মাত্র ক'দিন আগেও তিনি হাসপাতালে ছিলেন। ওই উগ্র হিন্দুরা বিবিসি'র মার্ক টালিকেও হত্যা করার হুমকি দেয়। অন্য ভারতীয় সাংবাদিকরা তাঁকে রক্ষা করেন। .....

"মিঃ রেনার বললেন যে, হিন্দু পুরোহিতরা বাবরি মসজিদের সামনে যখন পূজা শুরু করে তখন সবাইকে শৃঙ্খলাপূর্ণ মনে হচ্ছিল। হঠাৎ করে কিছু লোক দৌড়ে গিয়ে মসজিদের ওপর ওঠে পড়ে গম্বুজ ভাঙতে থাকে। তখন কয়েক মিনিট পরেই হাজার হাজার লোক এক সাথে মসজিদের দিকে ছুটে যায় ও মসজিদের ইমারতটি ভেঙে ফেলে। এই সময় সবাইকে উন্মত্ত মনে হচ্ছিল। এ সময়ই সাংবাদিকরা প্রহৃত ও লাঞ্ছিত হন। মনে হয় মসজিদ ধ্বংসকারী উগ্র লোকজন চাইছিল সাংবাদিকরা যেন তাদের পরিচয় ধরে ফেলতে বা ফাঁস করে দিতে না পারে। দ্বিতীয়ত, গোঁড়া ধর্মান্ধ লোকগুলো বাবরি মসজিদের সামনে উপস্থিত সাংবাদিকদেরকে তাদের কাজে প্রতিবন্ধক বলে ধরে নিয়েছিল। .....

"মিঃ রেনার আমাকে বললেন যে, যখন পূজা শুরু হয় তখন জনতার মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা চলছিল। কিন্তু একবার শৃঙ্খলা ভাঙার পর সেই উত্তেজনা চরম উন্মত্ততায় রূপ নেয়।" [২৭]

বিবিসি'র মিঃ জন রেনারের ভাষ্য মতে মুসলিম তো মুসলিম যারা মুসলমান হত্যা ও বাবরি মসজিদ ধ্বংসের সংবাদ বা চিত্র সংগ্রহে কর্মরত ছিলেন তাঁরাও রেহাই

www.pathagar.com

পায়নি—এই তো, মিডিয়া, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার চিত্র।

পৃথিবীর সেরা ১০০ মহামানবের প্রথম বলা হয়েছে ইসলাম ধর্মের প্রচারক হযরত মুহম্মদ (সঃ) কে। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও ধর্মের লোক তা অকপটে স্বীকার করেছেন এবং প্রচার করেছেন। এমনি মহান ব্যক্তিত্ব হিন্দু ধর্মেও ছিলেন। আজ কেন এ হত্যা, কেন এই শিশু-নারী নির্যাতন? বিজেপি'র নেতারা কিংবা যতীন চক্রবর্তীর মতো লোক বা তসলিমার মত মূর্খ্য কি বললো—তা দিয়েই কি ধরে নিতে হবে, মুসলমানরা অসহিষ্ণু, তলোয়ারবাজ বা হিন্দু সংখ্যালঘুদের নির্যাতনকারী? তাহলে এসব মহান ব্যক্তিত্বরা কি ভুল বলেছেন? নিচে ইসলাম ধর্ম, তার পবিত্র ধর্মগ্রন্থ এবং ইসলাম ধর্মের মর্মকথা সম্পর্কে এসব কথা কি সত্যি নয়?

গুরু নানক বলেন,—"বেদ ও পুরানের যুগ চলে গেছে এখন দুনিয়াকে পরিচালনার জন্য কোরানই একমাত্র গ্রন্থ।

সাধু, সংস্কারক গাজী, পীর, শেখ ও কুতুবগণ অশেষ উপকার কুড়াবেন যদি তাঁরা পবিত্র নবীর উপর দরুদ (আল্লাহর নেয়ামত) পাঠান। মানুষ যে অবিরত অস্থির এবং দোযখে যায় তার একমাত্র কারণ এই যে, ইসলামের নবীর প্রতি তার কোন শ্রদ্ধা নেই।"

আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় বলেন,—"এটা ইসলামের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য যে, তা মানুষে মানুষে পার্থক্য সৃষ্টি করে না। লোহার তলোয়ার নয়, এর সাম্য ও ভ্রাতৃত্বই অনেক হিন্দুকে ইসলামে আকৃষ্ট করেছিল।"

স্যার গোকুল চান্দ্র নারাঙ, বার এ্যাট-ল বলেন,—"আরবীয় নবীর শিক্ষা যখন অসভ্য আরবদের মধ্যে উজ্জীবিত করে দিল এক নূতন জীবন, তখন তারা হয়ে দাঁড়াল সমগ্র দুনিয়ার শিক্ষক আর শিক্ষার বিজয় ও ঐশী সাহায্যের পতাকা উড়তে আরম্ভ করল একদিকে বাংলা ও অন্যদিকে স্পেনের উপর।"

প্রফেসর ভেঙ্কট রত্নম বলেন,—"নবী সব সময়ই ভগবানের প্রেরিত পুরুষ মাত্র বলেই নিজেকে প্রকাশ করেছেন। কতক দিক থেকে যীশু খ্রিষ্টের চেয়ে মোহাম্মদ মানুষের কাছে উন্নতর দৃষ্টান্ত। পার্থিব ও আত্মিক উভয় ব্যাপারেই তিনি ছিলেন মানুষের দক্ষ নেতা। শত্রুর প্রতি তিনি ছিলেন সদয়। জীবনের পবিত্রতাকে তিনি ভালবাসতেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এক ন্যায়বান ও সত্যবাদীর জীবনযাপন করে গেছেন।"

www.pathagar.com

এন্‌সাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকায় লেখা রয়েছে,–

"পৃথিবীর সমগ্র ধর্মপুরুষদের ভিতর হযরত মুহাম্মদ (সঃ) সর্বাপেক্ষা সফলকাম।

পৃথিবীর সর্বশেষ ধর্ম বলে পরিগণিত "ইসলাম"–এর আবির্ভাব মানবজাতির জন্যে এক অসামান্য আশীর্বাদরূপে বিবেচিত।"

মহাত্মা গান্ধী বলেন,–"প্রতীচ্য যখন অন্ধকারে নিমজ্জিত, প্রাচ্যের আকাশে তখন উচিত হলো এক উজ্জ্বল নক্ষত্র এবং আর্ত পৃথিবীকে তা দিলো আলো ও স্বস্তি।.....পুরোহিতপ্রথা আর নয়–নবী মুহাম্মদ অনতিবিলম্বে ভেঙে দিলেন পুরোহিতপ্রথার যাদু। আল্লাহ্ ও মানুষের মাঝখানে কোনো মধ্যস্থ ব্যক্তির প্রয়োজন ছিল না ইসলামে। আরম্ভ থেকেই তা ছিল এক গণতান্ত্রিক ধর্ম। স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি কোনো প্রথা। পবিত্র কোরান পাঠের মাধ্যমে প্রত্যেকেরই প্রবেশাধিকার ছিলো ঐশী বাণীতে, যা ব্যাখ্যা করা হতো মুক্তভাবে, ধর্ম সভায় স্বেচ্ছা-সীমিতকরণ ব্যতিরেকেই।"

মানবেন্দ্রনাথ রায় বলেন,–"ইসলামের অসাধারণ সাফল্যের মূলে ছিল তার বৈপ্লবিক তাৎপর্য এবং শুধু গ্রীস ও রোমের নয়, পারস্য, চীন ও ভারতের প্রাচীন সভ্যতার অবনতির জন্য সৃষ্ট নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি থেকে মানুষকে এক আলো ঝলমল দেশের পথে পরিচালিত করার সামর্থ্য। ইসলাম সর্বপ্রথম প্রচলিত করল সামাজিক ন্যায়পরায়ণতার ধারণা যা প্রাচীন সভ্যতার সব দেশেই ছিল অপরিচিত।"

ঐতিহাসিক ডক্টর ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেন,–"বাংলায় অধঃপতিত হিন্দু সমাজে ইসলাম এসেছিল উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের অত্যাচার থেকে বাঁচার আশা ও মুক্তির বাণী হিসাবে।"

এবং হাদিস বলে,–

১. " সর্ব সৃষ্টিই আল্লাহর সৃষ্ট পরিবার। এবং সেই ব্যক্তিই আল্লাহার সবচাইতে প্রিয় যে স্রষ্টার সৃষ্টির মঙ্গল সাধনে সর্বাধিক তৎপর।"

২. "মানবের মধ্যে সেই উত্তম যার দ্বারা মানবতার মঙ্গল বৃদ্ধি পায়।"

৩. "সকল মঙ্গলময় কাজে অটল হয়ে থাকো।"

৪. " আল্লাহর চরমতম শত্রু হচ্ছে তারাই যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেও বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করে এবং যারা বিনা কারণে মানুষের রক্তপাত ঘটায়।"

www.pathagar.com

এই হলো সত্যিকার চিত্র ইসলামের। সত্যিকার চরিত্র মুসলমানের। কিন্তু বর্তমান ভারতের সংখ্যাগুরু হিন্দুদের আজ অন্য চেহারা, ওরা আজ ভূষির গুড়োর রঙে হোলি খেলে না, হোলি খেলতে চায় মুসলমানের তাজা গরম রক্তে! সর্বক্ষেত্রে হিন্দু মৌলবাদীরা মুসলমানদের কোণঠাসা করে আনছে নব্য ভারতে। নব্য ভারতেই বা বলি কেনো—১৯৪৬-৪৭ সালের ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে প্রখ্যাত সাংবাদিক মরহুম আবুল কালাম শামসুদ্দীন তাঁর আত্মজীবনীমূলক তথ্যবহুল গ্রন্থ "অতীত দিনের স্মৃতি"তে লিখেছেন,—

> ....."সারা কলকাতায় সকাল থেকেই একটা থমথমে ভাব বিরাজ করছিল বটে, কিন্তু অন্য কোনরূপ দূর্ঘটনা তখনো ঘটে নাই। কিছুক্ষণ থেকে অফিসে ৮৬-এ লোয়ার সার্কুলার রোড দিয়ে আসবার কয়েক ঘন্টা পর থেকে সংবাদ আসতে লাগল, নানাস্থানে হিন্দুগুণ্ডা কর্তৃক মুসলমানরা আক্রান্ত হচ্ছে। সন্ধ্যার পরে হাসপাতালগুলি থেকে ভয়াবহ সংবাদ আসতে লাগল। হাসপাতালগুলি নাকি আহত লোকদের দ্বারা ভর্তি হয়ে যাচ্ছে এবং এই আহতদের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা ৭-১ অর্থাৎ আহদের হার হচ্ছে সাতজন মুসলমান, একজন হিন্দু। শুধু আহতদের খবর নয়, নিহতদের খবরও ক্রমে আসতে লাগল। হিন্দু এলাকার রাস্তাগুলি নাকি মুসলমানের লাশে ভরে গেছে। শুধু কলকাতা নয়, অন্যান্য বড় বড় শহর—বোম্বাই, দিল্লী, কানপুর, পাটনা, এলাহাবাদ প্রভৃতি শহর থেকেও অনুরুপ হত্যাকাণ্ডের খবর আসতে লাগল।.....
>
> ....."১৬ই আগস্ট থেকে ১৯শে আগস্ট পর্যন্ত এই চারদিন কলকাতার বুকে যে নারকীয় কাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়, সাম্প্রদায়িক কারণে আকস্মিক ও বেপরোয়া নরহত্যার ইতিহাসে তার নজীর খুব কমই মিলবে।.....
>
> ....." 'আজাদ' অফিসের প্রাঙ্গনে কতবার যে বোমা নিক্ষিপ্ত হয়েছে, তার হিসেব কে রাখে? আমাকে হত্যা করবার, আগুনে পুড়িয়ে মারবার হুমকি দিয়ে কত চিঠি যে আমি পেয়েছি। বিশেষ করে, মুসলিম লীগের আন্দোলনের ফলে কংগ্রেস সমর্থিত পাঞ্জাবের ইউনিয়নিষ্ট মন্ত্রী সভার পতনের পরে সেখানকার হিন্দু ও শিখরা মিলিতভাবে মুসলমানদের উপর যে মারাত্মক হামলা শুরু করল তাতে কয়েক হাজার পাঃ হিঃ মুসলমান, শিখ নিহত হল।"[২৮]

'লজ্জা' পড়ে যারা নির্লজ্জের মতো উত্তেজিত হয় তাদের কাছে কি স্বদেশের হিসেব আছে? আমি এখানে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের চাকুরী, বিভিন্ন ক্ষেত্রে ধর্মীয় কারণে বৈষম্যের একটি চিত্র দিচ্ছি—Sunday" 7-13 february 1993 থেকে নেয়া,—

www.pathagar.com

..... "In public sector bank, there is a conspicuous absence of Muslims directors. Such financial institution as the State Bank of India. Bank of India. UCO Bank and Bank of Maharashtra have no Muslim directors.....

....."In the private sector, such professionaly managed companies a Tata Chemical doesn't have a single Muslim in its board of directors.....

....."The Minorities commission, report prepared by the late Gopal singh demonstrates that in the Sevanties. Muslims made up only two percent of the IPS. 2.86 percent of the IAS and 3.3 percent of state class 1 employees. Even in private enterprises, they were grossly under represented : Muslims acounted for only 4.08 percent of the jobs" ... [29]

তসলিমা তার গ্রন্থে হিন্দুকে দিয়ে মুসলমান যুবতীকে ধর্ষণ করায় (এই ধরনের লেখাতেই এই কদর্য মহিলার সুখ। আর বিজেপি / আর.এস.এস-রা মুসলিম নারীকে ধর্ষণ করার জন্য তার কর্মী বাহিনীকে প্রচারপত্রের মাধ্যমে নির্দেশ প্রদান করে। এমনি একটি হ্যাণ্ডবিলের তথ্য প্রকাশ করেছেন, Namita Bhandar, New Delhi এবং Ranvir Nayer, Bombay থেকে। বোম্বে এবং উত্তর প্রদেশে এই প্রচারপত্র ভীষণভাবে কার্যকরী হয়েছে বলে সংবাদে প্রকাশ। শিরোনাম ছিলো, "These guidelines for the RSS members and orders of there leaders "–এর মধ্যে হিন্দুর সাথে হিন্দি হ্যাণ্ডবিল Urdu ভাষাতেও মুসলিম প্রধান এলাকায় বিতরণ করা হয়েছে। এটাকে নেতারা বলেছে "Holy Task " নির্দেশগুলো হুবহু ইংরেজীতে মুদ্রিত হলো।

- ❑ . "If you are employed in a Muslims household, try and have illicit relationship with the women so that the child born is a Hindu who will have sympathy for the community in the future years (Sic)"
- ❑ Hindu doctors who deliver Muslim children must ensure that instead of the "AAZAN" being whispered into the child's ear at the time of birth, "OM" should be recited."

www.pathagar.com

- Try and get close to the Muslims so as to find out their thinking and internal matters."
- One RSS member should have enough guts and courage to take on atleast 10 Muslims."
- And finally, "Infliet harm in whatever manner or form on the Muslims"[30]

সদর ষ্ট্রীট, কলকাতা ভিত্তিক একটি সংস্থার এক পরিসংখ্যান ও রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে তাদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায়। সেই ভয়াবহ রিপোর্টটির হেডিং ছিলো, "BOMBAY IS BURNING STORY OF THE BLACK SUNDAY". এখানে তাদের সরেজমিন রিপোর্ট মতে দেখা যায়—তাদের মুদ্রিত ভাষা মতে,— "কলকাতার মুসলিম হত্যা হয়েছে মূলত পুলিশ ও সমাজবিরোধী সন্ত্রাসীদের দ্বারা। বোম্বে'র হত্যার মূল নায়কেরা ছিলো মৌলবাদী শিবসেনা'র জঙ্গী ক্যাডাররা। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে হিন্দু মৌলবাদী এবং সমাজবিরোধী হাতে হাত মিলিয়ে হত্যাকাণ্ডগুলো ঘটিয়েছে পুলিশের সহযোগীতায়। গরীব, নিরক্ষর, রুটি রুজির জন্য ব্যস্ত মুসলমান সংখ্যালঘুরাই নিহত হয়েছে বেশী।"

অযোধ্যার বাবরি মসজিদ ধ্বংস ও মুসলিম গণহত্যার পরের মাসেও বোম্বেতে বিরাট দাঙ্গা ঘটায় হিন্দু মৌলবাদীরা। তিনটি চার্ট এর মাধ্যমে একটি পরিসংখ্যান এখানে দেয়া হলো।

List of cities and towns where the recent communal disturbances broke out		
Table-1		
Calcutta	-	Benaras
Bombay	-	Old Delhi
Ahmedabad	-	Faridabad
Jaipur	-	Cuttack
Bhopal	-	Bangalore
Madras	-	Mysore
Hyderabad	-	Pune
Lucknow	-	Nasik
Kanpur	-	Allahabad
and may others rural towns throughout India		

www.pathagar.com

From upto date information
Table-2
(a) Eastimate total nation wide casulties of the first round of violance was about 2000 persens. (b) About 80% of the total casualties are from urban poor. (c) Almost 70% of the total loss of property has been incurred in slums and settlement of the urban poor. (d) Almost 90% of the people who are killed were the bread earner of there sespective familities. (e) Majority among easualties were from Muslim commumity.

Table-3
(a) In the first round of disturbances of the total number of 2000 casualties more then 300 were from Bombay alone. (b) Upto 15.1.1993 for begining of second round another 700 lives have already been taken by the. brutal violance. [31]

এতো সব ইতিহাসের পরেও ইতিহাস আছে—যে ইতিহাস শুধু করুণই নয় নির্মম, অমানবিক পশুত্বের সমান। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে মিত্রবাহিনী শর্তে বাংলাদেশ সেনা ও মুক্তিবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতায় সহযোগীতা করায় বাঙালী অবশ্যই কৃতজ্ঞ এবং সে কথা ঐতিহাসিকভাবে স্বীকারও করে—কিন্তু ভারতীয় মিত্র বাহিনীর (মিত্র নামের শত্রুরা) সদস্যরা পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর ফেলে যাওয়া মিলিয়ন/বিলিয়ন মূল্যের যুদ্ধাস্ত্র চুরি করে নিয়েই তুষ্ট হয়নি—পাকিস্তানী পরিত্যাক্ত বাংকার থেকে যে সব নির্যাতিত যুবতী, নারী উদ্ধার করেছে তাদের সেই বাঙ্কারে আরেকবার ভোগ করেছে—এ যেন 'চোরের উপর বাটপারি।' যারা সে সময় বাবুবাজার, ওয়াইজঘাট, কুমারটুলি, নবাবপুর, পতিতালয়গুলোর সম্মুখ দিয়ে যাতায়াত করেছেন তাঁরা নিশ্চয় দেখেছেন ভারতীয় জোয়ানদের লাইন দিয়ে Red Light Area- তে গমনের দৃশ্য।

www.pathagar.com

সেখানেও ঐ সব সমাজচ্যুত পতিতাদের বিনে পয়সার বাবার সম্পত্তির মতো ওরা ভোগ করেছে। অবশ্য ভারতীয় জীবনে এ দৃশ্য খুবই সহজ সরল। কারণ, ওদের 'পবিত্র' হতে তো বেশ্যার দোড় গোড়ার মাটিরই প্রয়োজন।

ব্যক্তিগতভাবে আমি একশ ভাগ সৎ পুরুষ নই সত্যি। তেমনি ভণ্ডের মুখোশ পড়ে থাকাও ঘৃণা মান্য আমার কাছে। আমি জীবনের প্রায় সব জাত ধর্মের সাথে মিশতে চেষ্টা করেছি। ঘুরেছি এই ভূ-মণ্ডলের ১৩টি দেশ। অবশ্যই পশ্চিমা দেশ। সাউথ ইস্ট এশিয়া, এশিয়াতো আছেই। সেই সুবাদে হিন্দু, মুসলিম বৌদ্ধ, খৃষ্টান, শিখ, পাঞ্জাবী কাদিয়ানী, আহমেদিয়া, হরিজন। মানে, সহজ ভাষায় আমি এদের সবাইকে এক পাল্লায় বিচার করেছি, আজও করি। বন্ধুদের মধ্যে আমার সম্পর্কে অনেকেই মন্তব্য করেন। 'আমি অতি সাধারণ লোকদের লাই দিয়ে মাথায় তুলে দিই। ফলে আমাকেই খাঁটো হতে হয়'। তাদের এই কথার সাথে আমি পূর্বের মতো আজও একমত নই। আমি নাজেলী কিতাব 'পবিত্র কোরান' পাঠ করেছি, 'পবিত্র বাইবেল' পাঠ করে সার্টিফিকেট পেয়েছি, কল্প-গল্প 'রামায়ন-মহাভারত-গীতা' পড়েছি, 'ধর্মস্পদ' পড়েছি—এসব বলার কারণ, রামায়ণ-মহাভারত-গীতা বাদে কোন ধর্মের পবিত্র গ্রন্থেই আমি জীবনাচারের সঠিক পথ ব্যতিত কোন অসৎ উপদেশ বা শিক্ষা পাইনি। পবিত্র কোরানের সততা, শিক্ষা—সে স্ত্রী হোক, অর্থনৈতিক হোক, সামাজিক হোক, ধর্মযুদ্ধ হোক, সন্তান হোক, বিধর্মী হোক, সবাইকে সৎ-পথে চলারই আদেশ দেয়া হয়েছে। পবিত্র কোরানের নির্দেশে কাউকে আক্রমনের কোন কথা নেই। ইসলামের সাংসারিক জীবনে নারীর স্বাধীনতা পবিত্র কোরানের কথা মতো সবচাইতে বেশী। সর্বপ্রথম হযরত মুহম্মদ (সঃ) নারীজাতির নৈতিক চরিত্রের উন্নতি এবং সমাজে তাদের মর্যাদাদানের দিকে সবিশেষ দৃষ্টি দিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে নারীজাতির যথার্থ মর্যাদাদানই ছিল হযরত মুহম্মদের (দঃ) প্রধান সংস্কারমূলক কাজগুলোর অন্যতম। হযরত মুহম্মদ (সঃ) সমস্ত পূর্বতন বিধর্মীদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে তাদের স্বামী-স্ত্রী জনিত পারিবারিক বেদনাদায়ক পরিস্থিতির পরিসমাপ্তি ঘটালেন আল-কোরানের মাধ্যমে। তাতে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অধিকার প্রতিষ্ঠা হলো, "এবং পুরুষদের উপর তাদের ঠিক সেরূপ ন্যায্য অধিকার আছে যেমন তাদের উপর আছে পুরুষদের।" ২ (২২৮)। "তারা (স্ত্রী গণ) তোমাদের অঙ্গাবরণ এবং তোমরা তাদের অঙ্গাবরণ" ২ (১৮৭)।....তিনি হযরত মুহম্মদ (সঃ) আরো বললেন, '"তামাদের মধ্যে তারাই শ্রেষ্ঠ যারা তাদের স্ত্রীদের প্রতি ব্যবহারে শ্রেষ্ট।" পবিত্র কোরান ঘোষণা করে, সমস্ত মানবমণ্ডলী এক জাতি।"২ (২১৩)।"[৩২]

www.pathagar.com

পশ্চিমা দেশগুলোতে, এবং ভারতে নারীর অধিকার আমাদের চাইতে অনেক অনেক বেশী করুণ—আজকাল পশ্চিমের যুবকরাতো বিয়ে করতেই নারাজ—তারা বহু পূর্বেই একটি নতুন শব্দের আবিষ্কার করে নিয়েছেন নিজেদের স্বার্থে, "Living together" অর্থাৎ একত্র বসবাস + সহবাস। মুসলমানদের মুখে 'তালাক' শব্দে শুনে পশ্চিমা প্রচার মাধ্যম তথাকথিত নারীবাদীরা রি-রি, হি- হি করে ওঠে। তারা কি জানেন না—পৃথিবীর সবচাইতে বেশী 'তালাক' ও নারী নিগ্রহ এবং নির্যাতন হচ্ছে ইউরোপ, আমেরিকায়—এবং এ কারণেই বাদামী ও কালো মানিকদের এতো পছন্দ শ্বেতাঙ্গ নারী ও যুবতীর। তবে ব্যতিক্রমও আছে, তা সংখ্যানুপাতে নগণ্য। পশ্চিমে ডির্ভোস বা তালাক এর হার ৭০-৮০% যা বাংলাদেশে ৭-৮%—এবার বলুন দাদারা, আপনাদের তথাকথিত দেবী "লজ্জা" নির্লজ্জ লেখিকা কোন্ নারীবাদী, কোন নারীস্বাধীনতার স্বপক্ষে(?) গর্ভপাত, অবাধ যৌনাচার, জরায়ুর স্বাধীনতা? এমনিতেই তার তো সে ছাড়পত্র পাওয়া ও নেয়াই আছে। কোথায় বাংলাদেশের ১ জন নারী বা একটি নারী সংগঠনওতো তার স্বপক্ষে একটি বিবৃতি দিলো না? বাঙালী নারী জানেন স্বাধীনতার মানে—ঘর, মন, জানালা, সামাজিক স্বাধীনতাই মূল স্বাধীনতা, যৌনতা নয়।

সাম্প্রদায়িক ভারতের এক শ্রেণীর বেশ্যার দালাল সীমান্তবর্তী গ্রামগুলো থেকে উচ্চমূল্যে চাকুরীর প্রলোভন দেখিয়ে বাঙালী গরীব ঘরের সুন্দরী কন্যা ও গৃহবধূদের অবৈধপথে নিয়ে যাচ্ছে ভারতে। এবং শরীর বিক্রির চাকুরী দিচ্ছে পতিতালয়ে! আমি এই গ্রন্থের জন্যে একটি জরিপ চালাতে কলকাতার কয়েকটি ডিসকো থেক্ কাম বার (ভেতরে অবশ্য দেহব্যবসাও চলে) বেশ ক'দিন ঘুরেছি, কথা বলেছি। ওদের ভাষায় বারকন্যা / প্রিন্সেস / বার সিঙ্গার ইত্যাদির সাথে। এদের শতকরা ৩০ ভাগই বাংলাদেশ থেকে পাচার করে নেয়া। এরা সবাই মুসলমান মেয়ে—আজ যাদের পোশাকী নাম—প্রিন্সেস জি/ প্রিন্সেস ডি লাইলা/ কাঞ্চা/ সুলতানা হয়েছে, সুজাতা। প্রমাণ চাই তো ঘুরে আসুন কলকাতার বাবুদের আখড়ায়। বাংলাদেশের বৈধ পতিতালয়গুলোতে সংখ্যালঘু পতিতা খুঁজে পাবেন না। কারণ এখানের দালালরা ওদের আক্রমণ করে না। তবে এ্যামেচার সংখ্যালঘু বেশ্যার অভাব নেই সংখ্যালঘু পল্লীতে।

উল্লেখিত ঘটনা সম্পর্কে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি এটাও এক ধরনের ধর্মভিত্তিক নির্যাতন। মানে সাম্প্রদায়িক মনোভাব থেকেই এর উৎপত্তি।

এতো কিছুর পরেও ভারত ধর্মনিরপেক্ষ! এই ধরনের ধর্মনিরপেক্ষতা- বাংলাদেশীরা, বাঙালীরা চাইবে না। সাংবিধানিকভাবে লিখিত থাকলেই দেশ যে

www.pathagar.com

ধর্মনিরপেক্ষ হয় না—তার প্রধান, প্রথম ও শেষ প্রমাণ ভারত। যে দেশে ঈদের জামাতে 'শুয়োর' ছেড়ে দেয় নামাজীদের দিকে—যে দেশে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ খাদ্য গরুর গোস্ত খেতে হলে অনুমতি মেলে না। মেলে মুসলিম হত্যা, নারী ধর্ষণ ও নির্যাতন। যে দেশে দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল মৌলবাদী বিজেপি।

নাহ, কোন অবস্থাতেই আমার কোন গ্রন্থের নায়ক সাম্প্রদায়িক মনোভাবের কারণে হিন্দু নারী ধর্ষণ করবে না—হিন্দু মেয়েরা এমনিতেই মুসলমান ছেলেদের খুব পছন্দ করে (সাইন্টেফিক সেক্সুয়াল কারণে)। সে ক্ষেত্রে বিয়েই করা যায়। ওদের ধর্ষণ করতে হবে কেন? বাংলাদেশকে সব ধরনের ধর্ষণে উদ্ধত ভারতের 'আনন্দ বাজার পত্রিকা' গোষ্ঠী নগণ্য এক লেখিকা যার মূল্যমান বাংলাদেশের ৯ম শ্রেণী থেকে ১২ ক্লাস এর উঠতি যুবতী-যুবতীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ তাকে 'আনন্দ পুরস্কার' দেয়। তবে তার লেখা সম্পর্কে বিশ্ববিখ্যাত পত্রিকা TIME-এর সাম্প্রতিক এক সংবাদ ভাষ্যে প্রখ্যাত সমালোচক ও সাংবাদিক মিঃ পল গ্রে বলেন একেবারে আনন্দ বাজার পত্রিকার উল্টো কথা—তাঁর বিবেচনায় "তসলিমা নাসরিনের সাহিত্য কর্ম"—

টাইম ম্যাগাজিনের দৃষ্টিতে তসলিমা নাসরিনের সাহিত্য কর্ম

"তসলিমা নাসরিন এখন স্টকহোমে, সুইডেনের রাজধানীতে। ইতোমধ্যে তার রচনা তথা উপন্যাস-কবিতা ইত্যাদি বিষয়ে পাশ্চাত্যের পত্র-পত্রিকায় মন্তব্য প্রকাশ শুরু করেছে। চলতি সংখ্যা টাইম ম্যাগাজিনে পল গ্রে'র এক সংবাদ ভাষ্যে বলা হয়েছে, তসলিমা নাসরিনের 'লজ্জা' উপন্যাসটির গঠন শৈলী ও গদ্য স্থূল। তার লেখা কবিতা পড়লে ধর্মপ্রাণ মানুষের ক্রুদ্ধ হওয়ার কারণ ঘটবে। তবে পল গ্রে' একটি সার্টিফিকেট তসলিমা নাসরিনকে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'বাজে লেখকেরও রক্ষাকবচের অধিকার আছে। 'পল গ্রে'র সংশ্লিষ্ট মন্তব্যের অংশটুকু নিম্নে দেয়া হলো—

"ঢাকার সেই মারমুখী জনতা যারা তসলিমা নাসরিনের কল্লা চাই বলে আওয়াজ তোলে তারা কখনও যদি তার বইগুলো পড়ে দেখে তাহলে সত্যিই তাদের রাগ হবে। কেন, তার কারণ? একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে ঃ

"একটি কুকুর যখন তাড়া করে
আপনাকে, সাবধান।
ওই কুকুরের র‍্যাবিজ আছে।
একটি লোক যখন পিছে ছোটে
আপনার, সাবধান।
ওই লোকের সিফিলিস আছে।"

www.pathagar.com

"তসলিমা নাসরিনের মূল বাংলায় কবিতার এই চরণগুলো আরও সুন্দর ও ছন্দময় লাগবে। কিন্তু মূল বাংলা থেকে ইংরেজী এবং সেই ইংরেজী থেকে আবার বাংলায় রূপান্তরের ফল যা দাঁড়ায় তাতে বাংলাদেশে তসলিমার সমর্থকরাও সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করবেন যে তিনি খুবই ক্রুদ্ধ। পরিশীলিত ভাষা ব্যবহার ও বাক্য বিন্যাসের ধার তিনি ধারেন নি।

"তসলিমার নিন্দুকদের ধন্যবাদ। তাদের কল্যাণেই তসলিমা নাসরিন পাশ্চাত্যে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব হিসাবে পরিচিত লাভ করেছেন। অথচ তিনি কি লিখেছেন পাশ্চাত্য সে সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ। 'লজ্জা' নামে তার যে বইটি ভারতে প্রকাশিত হয়েছে তার ইংরেজী অনুবাদ চোখে পড়েছে। এটি উপন্যাস আকারের একটি রচনা। প্রথম প্রকাশ ১৯৯৩ সাল। 'লজ্জা' উপন্যাসের গঠনশৈলী ও গদ্য স্থূল। তবে বাজে লেখকেরও রক্ষাকবচের অধিকার আছে। নাসরিন তার ঝামেলা কাটিয়ে উঠতে পারলে তিনি হয়তো প্রমাণ করতে পারেন যে, নির্যাতন মানুষকে তার সাফল্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়।"

এর পরেও কি আমরা মনে করতে পারি না 'লজ্জা' মুদ্রণের জন্যই 'আনন্দ পাবিলিশার্স' "নির্বাচিত কলাম" পুরস্কৃত করেছে—এটা ক্ষেত্র তৈরী। যার খেশারত দিতে হচ্ছে ভারতীয় মুসলমানদের জীবন দিয়ে। গুপ্তহত্যার শিকার হয়ে, অনর্থ পুলিশী নির্যাতনের শিকার হয়ে। আমি তসলিমার কথাটা একটু ঘুরিয়ে বলছি—দুই বাংলা এক হলে—তা ভারত হবে না—১২ জাতি ১৩ ধর্মের খিচুরীতো সম্ভব নয়। তাই কলকাতা হতে পারে বাংলাদেশের অংশ। কলকাতা (পশ্চিম বাংলা) হবে, বাংলাদেশের জেলাগুলোর মতো বাংলাদেশেরই অনেকগুলো জেলা। হিন্দু, মুসলমান এক সাথে থাকতে চাইলে তা অবশ্যই হতে পারে। "বাংলা নামে দেশ"—বাংলাদেশ। যে বাংলাদেশ দিল্লীর নয়, ঢাকার বাংলা, বাঙালীর স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

ভারতের গাত্রদাহ ইসলাম ধর্ম ও মুসলমান সম্পর্কে হিন্দুধর্ম তথা বিশ্বের অন্যান্য ধর্মের মনীষীরা কি বলেন তার মাত্র দশটি নমুনা এখানে মুদ্রিত হলো

[১] গুরু নানক

ক) বেদ ও পুরাণের যুগ চলে গেছে, এখন দুনিয়াকে পরিচালিত করার জন্য কুরআনই একমাত্র গ্রন্থ।

www.pathagar.com

খ) সাধু, সংস্কারক, গাজী, পীর, শেখ ও কুতুবগণ—অশেষ উপকার কুড়াবেন যদি তাঁরা পবিত্র নবীর (দঃ) উপর দরূদ (আল্লাহর নেয়ামত) পাঠান।

গ) মানুষের অবিরত অস্থিরতা এবং দোজখে যায় তার একমাত্র কারণ হলো এই যে—ইসলামে নবীর (দঃ) প্রতি তার কোন শ্রদ্ধা নেই।

[সত্যসমাগত, পৃঃ ৬৯]

[২] স্যার সর্বপল্লী রাধা কৃষ্ণাণ

We cannot deny that the conception of brotherhood in Islam transends all barriers of Race and nationality, a feather which does not charecterged any other religion. অর্থাৎ, আমরা অস্বীকার করতে পারি না যে ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ যা জাতি ও বর্ণের সমস্ত প্রতিবদ্ধকতা দূর করতে পারে, যার দৃষ্টান্ত অন্য কোন ধর্মে নাই।

[গ্রন্থ: ইকবালের জীবনী ও বাণী, ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ]

[৩] বেদ ও পুরাণে হযরত মুহম্মদ (দঃ)

অধ্যাপক অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ কাব্য ব্যাকরণ তীর্থ, বিদ্যারত্ন, জ্যোতিষ শাস্ত্র, সাহিত্য প্রভাকর, অধ্যাপক পঞ্চানন সংস্কৃত বিদ্যামন্দির শিবপুর, হাওড়া। তার অনুবাদ গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

..... "পৃথিবীর মধ্যে প্রচলিত ধর্ম গ্রন্থসমূহ পর্যালোচনায় দৃষ্টি গোচর হবে যে, তাদের মধ্যে কোনটি হাজার বর্ষ, কোনটি কয়েক শত বর্ষ অবলুপ্ত, অপহৃত এবং মানব দৃষ্টির অন্তরালে অজ্ঞাত ছিল। আর্যগণ বেদকে অনার্যগণের জন্য পাঠ করা এমনকি শ্রবণ করা পর্যন্ত নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। বাইবেল এমন এক ধর্মগ্রন্থ যা একদিনের জন্যেও মানব দৃষ্টির অগোচর হয়নি।..... কুরআনের এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে বিশ্বের কোন ধর্ম গ্রন্থই সক্ষম নহে। সত্যই কুরআনে নিজেকে মহাপ্রভুর সত্য শাস্বত ধর্ম গ্রন্থরূপে দাবী করতে পারে।

[বেদ পুরানে আল্লাহ ও হযরত মুহম্মদ (দঃ) পৃঃ ৫০-৫১]

[৪] স্বামী বিবেকানন্দ

ক) মুহম্মদ (দঃ) ছিলেন সমস্ত মানুষের পয়গম্বর। সাম্যের, মানুষের ভ্রাতৃত্বের সমস্ত মুসলমানদের ভ্রাতৃত্বের।

[জগত গুরু হযরত মুহম্মদ (দঃ) পৃঃ ১২৭]

www.pathagar.com

খ) ইসলাম ভারতের অধঃপতিত বিরাট জনগণের প্রতি এক আশীর্বাদ স্বরূপ এসেছে। ইসলাম মানব সমজকে রক্ষা করেছে।

[অমুসলিমদের দৃষ্টিতে হযরত মুহম্মদ (দঃ) পৃঃ ১১

[৫] প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ ঈশ্বরী প্রসাদ

বাংলার অধঃপতিত হিন্দু সমাজে ইসলাম এসেছিল উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের অত্যাচার থেকে বাঁচার আশা ও মুক্তির বাণী হিসেবে।

[সত্য সমাগত, পৃঃ ১০]

[৬] স্যার পি.সি.রাম স্বামী আয়ার

ক) ইসলামের ভিত্তি কি? আমার মতে প্রত্যেক সঠিক চিন্তাশীল শক্তি স্বীকার করবেন যে, ইসলাম জগতের গণতান্ত্রিক পদ্ধতি সমন্বিত একমাত্র ধর্ম বিশ্বাস কার্যকারী রূপে প্রমাণিত হয়েছে। একজন হিন্দুধর্মে দৃঢ় বিশ্বাসী হিন্দুর সন্তানরূপে আমি এ কথা বলতে সাহস করি।....

..... আমার নিজ ধর্ম কৃতকার্যতা লাভ করেনি যদিও মানবীয় একতায় এর একটি দার্শনিক মতবাদ রয়েছে। আর তা নীতিগতভাবে থাকলেও কখনো কার্যতঃ প্রতিফলিত হয়নি। কোন ধর্ম নীতিগতভাবে মানবতার কথা বললেও ইসলামের মত কোন ধর্মই মানবতাকে উচ্চে স্থান দেয়নি সাম্যের ভিত্তিতে।

[ইসলাম রশ্মি: পৃঃ ৬২-৬৩]

[৭] মিসেস এ্যনি বেসান্ত

ক) ইসলামকে প্রায়শঃই অন্যায়ভাবে আক্রমণ করা হয়। কারণ তাঁর নবী (দঃ) মহৎ ও জগতের কাছে তাঁর শিক্ষার শ্রেষ্ঠত্বকে পুরোপুরি ভুল বুঝা হয়েছে। দেখা যায় প্রাশ্চাত্য থেকে ইসলামের উপর এই বলে আক্রমণ এসেছে যে তা' প্রগতীশীল নয়, ধর্মান্ধভাবে নিগ্রহশীল, আক্রমণ এসেছে এই বলে যে ইসলামে নারীর মর্যাদা যা হওয়া উচিৎ তা' নেই, এই বলে যে, তা' বিজ্ঞানের শিক্ষা ও বুদ্ধিবৃত্তিক উদ্যমে উৎসাহ দেয়না। এই হচ্ছে তিনটি প্রধান আক্রমণ যা পাশ্চাত্যের লোকেরা মুখ্য ও অজ্ঞানের মতো ইসলামের বিরুদ্ধে করে থাকে।.....

খ) ..... ইসলামে পুরুষ নারী সম্পূর্ণ সমান ভিত্তিতে দাঁড় করানো হয়েছে। ইহাতে বিশৃঙ্খলতা, যৌন নৈতিকতা রোধ হয় অনেকাংশে। প্রাশ্চত্যে আছে ভার ও ভনিতা করা এক বিবাহ-কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেখানে আছে দায়িত্বহীন বহু বিবাহ। সবকিছু হতে বঞ্চিত হওয়ার চাইতে একটি মাত্র

www.pathagar.com

পুরুষের সংগে সংযুক্ত হয়ে অবৈধ সন্তান কোলে নিয়ে এবং সম্মানে ভূষিত হয়ে মুহম্মদীয় বহু বিবাহে বাস করা যে কোন ধর্মের নারীর পক্ষে শ্রেয়তর।

গ) .... পক্ষান্তরে আইনের দ্বারা প্রাশ্চাত্য মহিলাদের চাইতে মুসলমান মহিলারা সযত্নে রক্ষিত, অথচ প্রাশ্চাত্যের খৃস্টান আইন অনুসারে খৃষ্টান মহিলারা এত নিরঙ্কুশ অধিকার ভোগ করে না।

আমি প্রায়ই ভাবি যে নারীগণ খ্রীষ্ট-ধর্মের চেয়ে ইসলামে অধিকতর মুক্ত। এক বিবাহ প্রচারকারী ধর্ম বিশ্বাসের চাইতে ইসলামের দ্বারা নারীগণ অধিকতর রক্ষিত।

[সত্য-সমাগতঃ পৃঃ ৬৪-৬৫]

[৮] পন্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

হযরত মুহম্মদ (দঃ) যদি বিধাতা প্রেরিত রসুল না হন, তবে আমি বলতে পারি বিধাতা পৃথিবীতে কোন রসুলই পাঠাননি।

[অমুসলিমের দৃষ্টিতে হযরত মুহম্মদঃ পৃঃ ১১]

[৯] বিশ্ব বিখ্যাত ঐতিহাসিক পণ্ডিত মিঃ এডওয়াড´গিবন

ক) মুহম্মদ (দঃ) এর ধর্মে সন্দেহ ও নিন্দা করবার উপযুক্ত কিছুই নেই। তার উপাস্য অনাদি, অনন্ত, উপমা রহিত, তুলনা রহিত।

খ) জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের কার্যকর বিধান কুরআনে মজুদ আছে।

[আল-কুরআন, বাইবেল ও বিজ্ঞান]

১০] মহাবীর নেপোলিয়ান বোনাপার্ট

আমি খোদাতালার প্রশংসা করি, বিশ্বনবী হযরত মুহম্মদ (দঃ) ও পবিত্র কুরআনে রয়েছে আমার অবিচলিত শ্রদ্ধা।

[শরিয়তে ইসলাম পত্রিকা]

এতো মাত্র দশটি উদাহরণ দেয়া হলো—এমনি হাজার হাজার পণ্ডিত মনীষী, গুনী-জ্ঞানীর কথা ও বাণী লিপিবদ্ধ আছে পৃথিবীর সর্ব ভাষায়। শুধু সমস্যা ভ্রষ্টা নারী তসলিমা নাসরিনের এবং তার প্রচার মাধ্যম বিজেপি, আর এস.এস এবং সদা আনন্দ বাজার গোষ্ঠীর অত্যাধুনিক নব্য ভগবান রজনীসদের। যাদের হাতে আনন্দ পুরস্কার বিলি হয় চিন্তের আনন্দে। সব Romantic Ediot!

—

www.pathagar.com

ধর্ম নিরপেক্ষতার কয়েকটি নমুনা

* আরএসএস তার হিন্দী ও উর্দূ প্রচার পত্রে এই বলে উল্লেখ করেছে যে ঃ যদি সম্ভব হয় তুমি মুসলিম পরিবারের সাথে মিশে যাও॥তাদের কন্যা বা স্ত্রীদের সাথে ছুতোয় অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তোল॥তাতে যে সন্তান জন্ম নেবে॥সে 'আজান' ধ্বনি শোনার আগেই তাকে 'ওঁম' শব্দ শুনিয়ে দাও। তাতে তোমার ধর্মের লোক বৃদ্ধি পাবে।

* তুমি যদি ১০ জন মুসলমানকে প্রতিহত/হত্যা করতে মানষিকভাবে প্রস্তুত থাক॥তবেই তুমি আমাদের কর্মী হতে পারবে।

* মহিলা ডাক্তার (তোমার ধর্মের) দের বোঝাও তারা যেন প্রসবরত মুসলিম সিজারিয়ান মায়েদের 'বেবী'র কানে 'আযান' ধ্বনি শোনার পূর্বেই 'ওঁম' শুনিয়ে দেয়।

* ভারতে কোন একটিও বানিজ্যিক ব্যাংক-এ কোন গভর্নিং বডি পর্যায়ের মুসলমান কর্মী নেই।

* 'টাটা' বৃহৎ বানিজ্যিক সম্রাজ্যে কোন মুসলিমকে গভর্নিং বডিতে নেয়া হয় না।

* বর্তমানে সেন্সাস অনুসারে ভারতে সংখ্যালঘু মুসলমান (সরকারী অফিসে) ১.১ এবং (বেসরকারী অফিসে) ৩.২ লোক কর্মরত।

* 'টাডা' (জরুরী আইন) যার বিরুদ্ধে কোন আদালতে অভিযোগ করা যাবে না-তাতে ধৃত মুসলমানের সংখ্যানুপাত ৮৬%।

* বেশীর ভাগ থানাতেই মুসলিম পরিবারের কেস গ্রহণ করতে অপারকতা বা অনিচ্ছা প্রকাশ করা হয়। নয়তো উল্টো ভয় দেখানো হয়॥অসুবিধা হতে পারে।

www.pathagar.com

* একই মামলায় হিন্দু-মুসলমান আসামী হওয়া সত্ত্বেও মুসলমান ছেলেটি জামিন পায় না।

* কাশ্মিরে ভারতীয় সেনা বাহিনীর লোকেরা 'বোরকা' পরিহিত পথচারীনি মুসলিম মহিলাদের (বোমা ও অস্ত্র) তল্লাশির নামে বোরকায় তলায় হাত দিয়ে তল্লাসী চালায়। এটাও এক ধরনের বলৎকার!

* তোমরা মুসলিম নারী বিয়ে করতে পার॥তবে তাকে হিন্দু ধর্ম গ্রহণে বাধ্য কর।

* মুসলমান যদি বাঙালী হয় তবে তাকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দাও, নয়তো হিন্দুবাদে দীক্ষিত হতেই হবে।

* আমাদের বাংলাদেশে সম্পর্কে (বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের) জানবার অনেক সোর্স রয়েছে বাংলাদেশে॥শুধু 'লজ্জা' পড়ে জানতে হবে কেন? ঃ রাজনৈতিক নেতা ঃ যতীন চক্রবর্তী'র পত্রিকায় দেয়া সাক্ষাৎকার।

* ভারতের একজন প্রখ্যাত লেখকের অফিস টেবিলের পাশে একটি স্টিকার আছে, "**I ❤ Bangladesh**" তাঁর কাজে কর্মে তার কোন নমুনা নেই। বাংলাদেশের প্রতি প্রেম স্টিকার লাগিয়ে হয় না॥তার প্রমাণ তিনি দিয়েছেন 'লজ্জা'র জন্য ভোট দিয়ে।

* ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে তেমন কিছু না জানলেও, ইতিহাস বলে, "ইসলাম প্রসার লাভ করেছে তরবারির জোরে।"॥যতীন চক্রবর্তী/তথাকথিত কমিউনিস্ট নেতা।

* 'বাবরী মসজিদ' ধ্বংসের দিন শুধু অযোধ্যা শহরেই ২৪টি মসজিদ একেবারে ধ্বংস করা হয়েছে।

* পাঠ্য পুস্তকে বলা হচ্ছে ঃ আদতে ভারতীয় বংশোদ্ভব, ভারতীয় মুসলমানরা সকলেই বহিরাগত, বিদেশী, আগ্রাসনকারী।'

www.pathagar.com

* মাত্র শতকরা ২ ভাগ আই.পি.এস. ২.৮৬ ভাগ আই.এ.এস. এবং ৩.৩ ভাগ ১ম শ্রেণীর চাকরি।এমনকি বেসরকারী চাকরিতেও মুসলমানের অনুপাত বর্তমানে শতকরা ৪.০৮ ভাগ।

* ৯০% মুসলমান লোক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নিহত হয়েছে যারা রুটি রুজিতেই ব্যস্ত আজীবন।

* আপনারা মুসলমান চিনে রাখুন। তাদের নারীদের ধরে এনে সন্তানের জন্ম দিন; কিংবা তাদের পাকিস্তানে পাঠিয়ে দিন। যদি তাদের যাতায়াতের ভাড়া না থাকে তবে আমরা তাদের টিকিট কেনার টাকা দেব। যদি তারা যেতে অস্বীকার করে, তবে তাদেরকে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে হিন্দুদের মত থাকতে বলুন।"

* পুলিশ ও পি.এ.সি কেবল তাদের কর্তব্যে গাফলতি করেনি এবং দাঙ্গাকারীদের দুস্কার্যের প্রতি বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছে। শুধু তাই নয়, লুট ও অন্যান্য সংঘটিত দুস্কার্যে তারা সরাসরিভাবে অংশগ্রহণ করেছে।

* অযোধ্যা 'বাবরী মসজিদ' ধ্বংসের ঘটনার পরেও শুধু বোম্বেতে চিরদিনের মতো বাস্তুচ্যুত করা হয়েছে প্রায় ১,৫০,০০০ হাজার মুসলমান।যারা কোনদিনই বোম্বে ফিরে আসতে পারবে না।

* আমি দেখেছি, মায়ের কোল থেকে শিশুকে কেড়ে নিয়ে প্রথমে কেটেছে হাত, তারপর পা, মাকে ধরে রেখেছে দুই হিন্দু। মা সহ্য করে যাচ্ছে। শিশুটি কাতরাচ্ছে। খুব বেশী হলে ২০ ফিট দূর থেকে আমি এ দৃশ্য দেখেছি। আরো দেখেছি বাচ্চার পেট কেটে টেনে টেনে নাড়িগুলো বের করল মায়ের সামনে, কলিজাটা কেটে দিল মায়ের হাতে.....তারপর সেই মহিলাটিকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে লম্বা চাকু ঢুকিয়ে দিল প্রস্রাবের রাস্তা দিয়ে।

www.pathagar.com

কার্ফু শুধু মুসলমানদের জন্যেই কার্যকরী ছিলো॥আমরা (হিন্দুর ভাষ্য অনুযায়ী) আমাদের প্রাইভেট গাড়ি দিয়ে শহরময় ঘুরে বেড়িয়েছি।

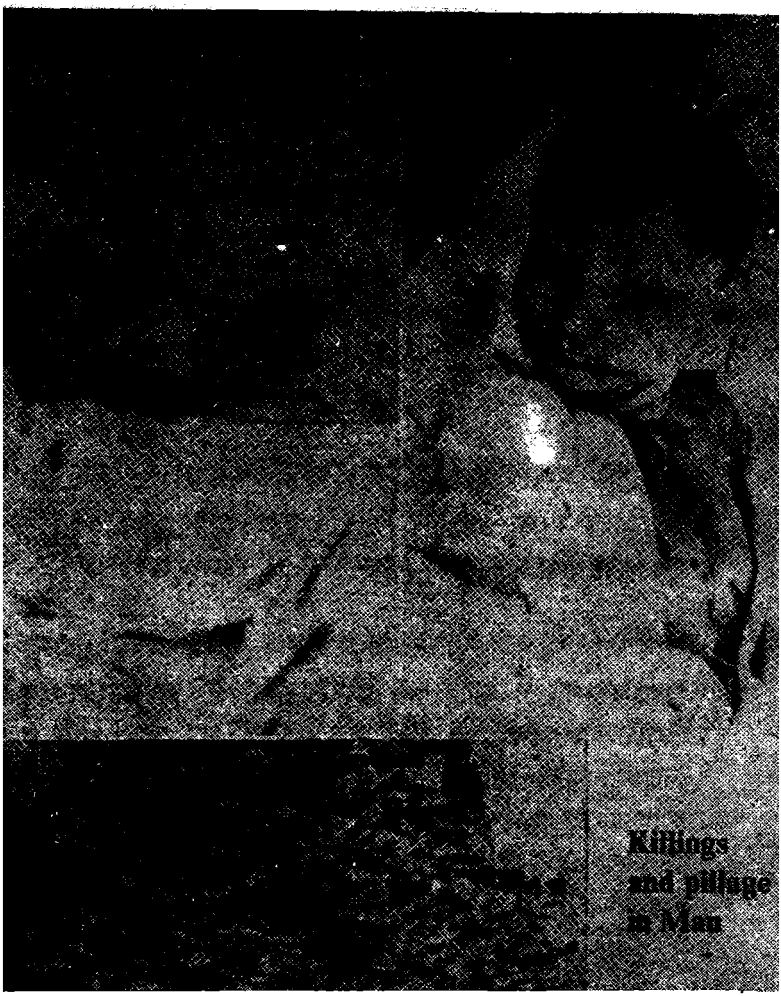

Killings and pillage in Mau

www.pathagar.com

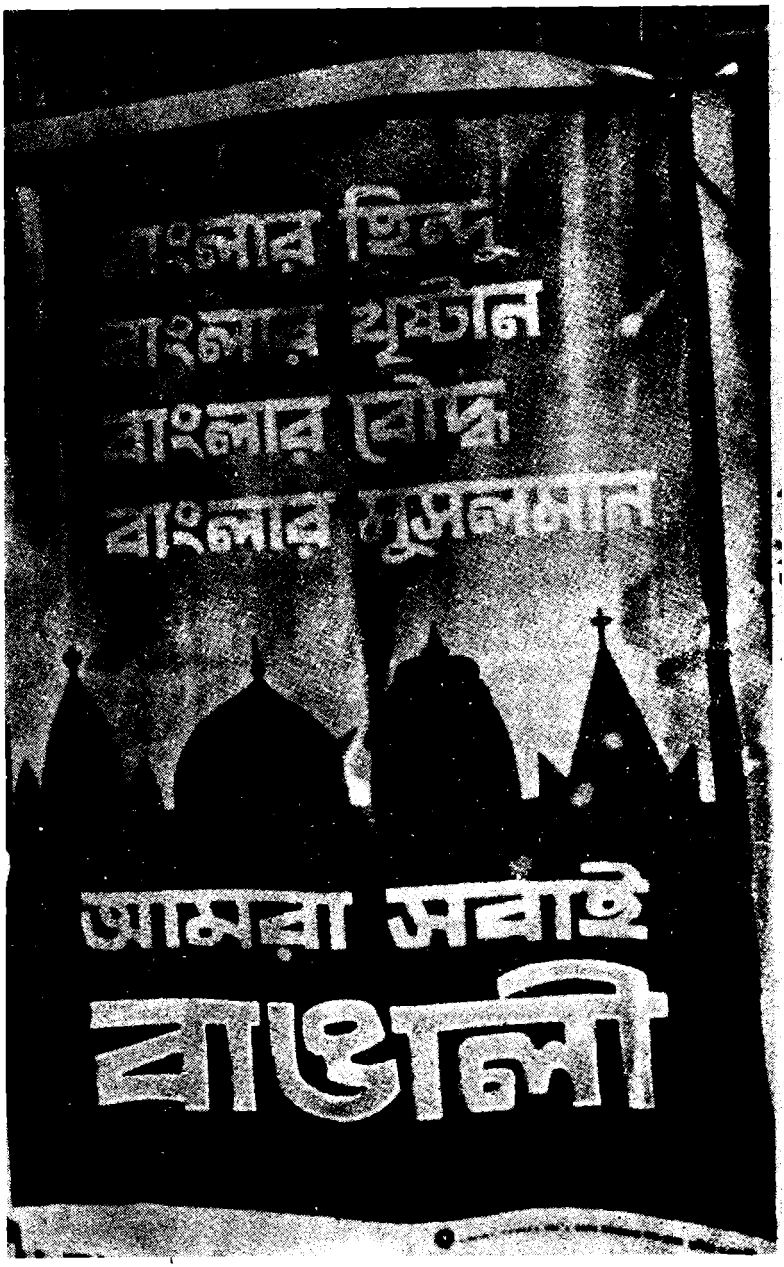

www.pathagar.com

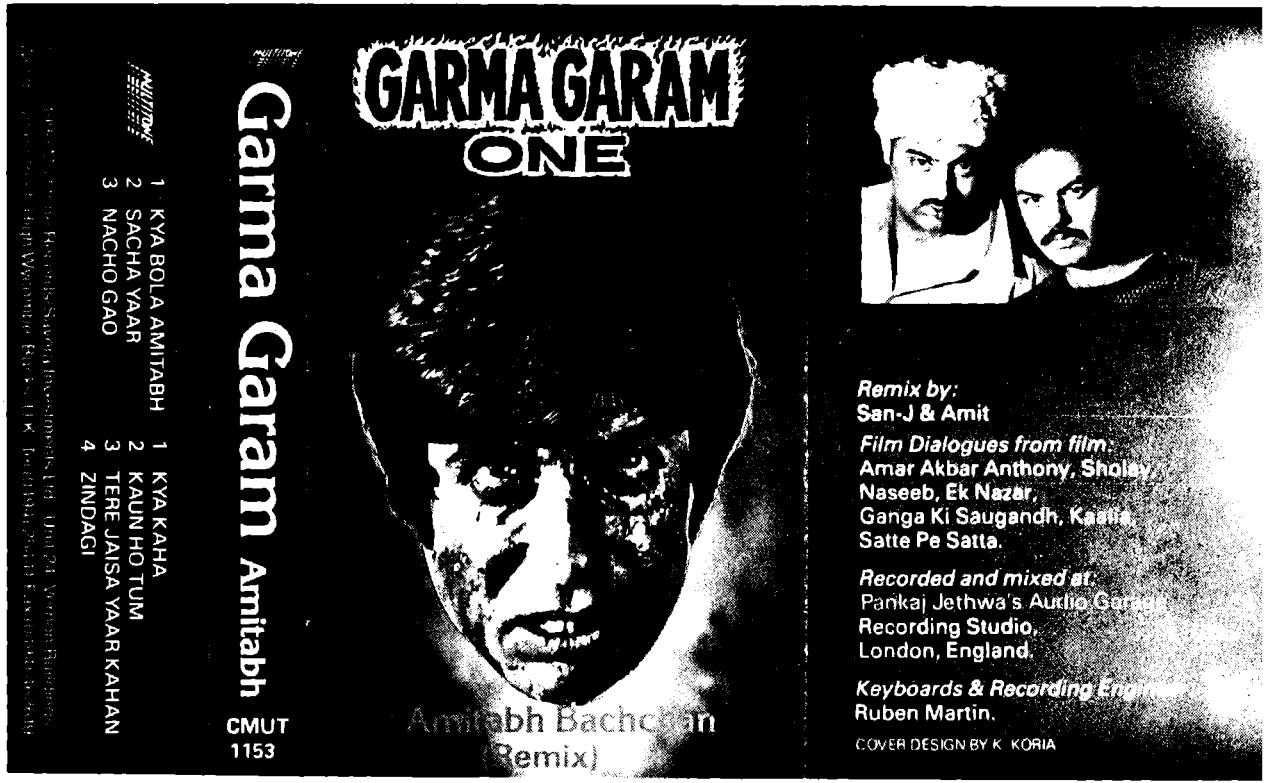

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

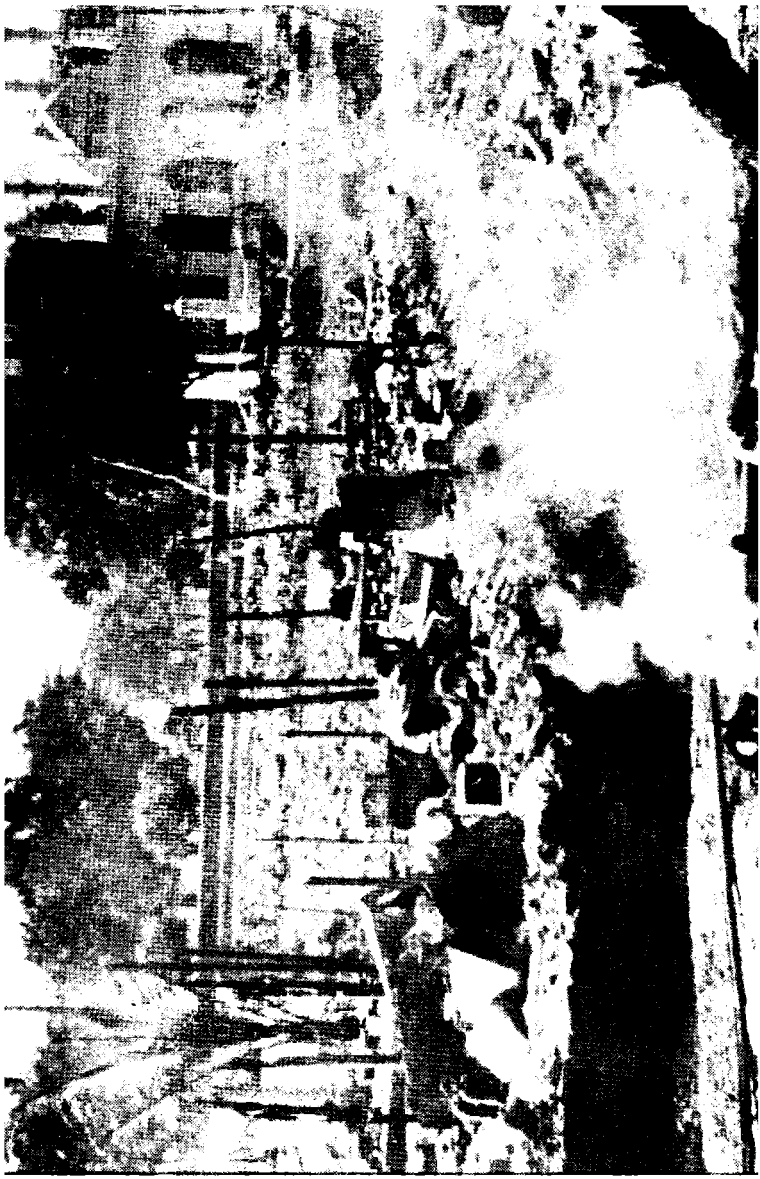

www.pathagar.com

www.pathagar.com

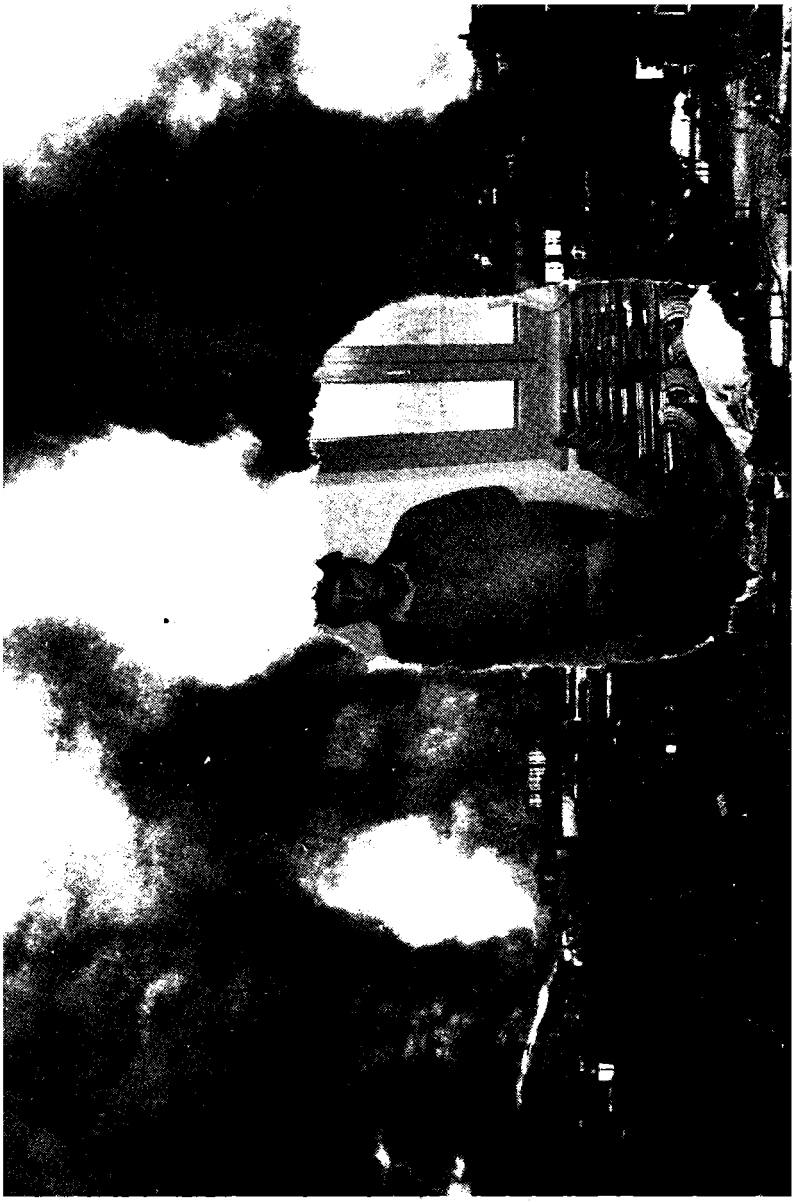

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ভারতে মুসলিম গণহত্যা

GENOCIDE OF MUSLIM IN INDIA

মূল থেকে অনুবাদ ঃ জি. সিদ্দিকী
গ্রন্থনা ও সম্পাদনা ঃ ই. র. জর্জ

হিউম্যান রাইটস কমিটি ঃ চেস্টারফিল্ড ঃ লন্ডন । প্রথম মুদ্রণ
আগস্ট ১৯৭০ . দ্বিতীয় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর .১৯৯৪

www.pathagar.com

এসব পাতায় তাদের (মুসলমানদের) নিজের কথাই বলা হলো। এ কাহিনী হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, লুঠতরাজ, অবিচার এবং নির্মমতারই কাহিনী। এ নির্মমতা ভারতের শাসক গোষ্ঠীরই তৈরি।

এ ব্যাপারে মানব অধিকার কমিটির শেষ বক্তব্য হলো এই যে মানবাধিকার সংরক্ষণে যাঁরা উৎসাহী তাদের জন্য এ ধরনের আরও বহু চিত্র, ঘটনা ও কাহিনী জমা রইলো।

ভারতীয় সংখ্যালঘু মুসলমানদের অধিকার রক্ষার্থে যে যা করতে পারেন যে কোন উপায়ে হোক তা করতে দ্বিধা করবেন না।

www.pathagar.com

ভারতে মুসলিম গণহত্যা
দ্বিতীয় অংশ

জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে মানুষের জীবন, মানুষের রক্ত, মানুষের সম্মান থেকে পবিত্র আর কিছুই হতে পারে না। জাতি-ধর্ম ও সংস্কৃতির দোহাই দিয়ে মানুষের উপর অত্যাচার, নিপীড়ন ও নির্যাতন চালানোকে কোন সভ্য মানুষই সমর্থন করতে পারে না বরং প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে। এ ধরনের কোন অত্যাচার, তা যে-কোন রূপেই হোক না কেন, সমগ্র মানবজাতির পক্ষেই হুমকিস্বরূপ। যদি পৃথিবীর বুক থেকে কুসংস্কার, বর্ণবৈষম্য, অত্যাচার ও হিংসাত্মক কার্যকলাপ সমূলে উৎখাত করা যায়, তবেই এ পৃথিবী আরো সুন্দর ও সুখময় হতে পারে। আর তা যদি সম্ভব হয় তখনই কেবল মানুষ স্বাধীনভাবে নিজ নিজ স্বকীয়তা ও মর্যাদা নিয়ে পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে পারবে।

ভারত পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম (জনসংখ্যার বিচারে) দেশ। এর স্বাধীনতা দেশদেশান্তরের বহু মানুষের মনে নতুন আশার দীপ জ্বেলেছিল। ভারত বহু ধর্ম, বহুজাতি ভিত্তিক রাষ্ট্র। এই সমাজব্যবস্থায় গণতন্ত্রের উন্মেষ সকল মানুষের মনে বিরাট প্রত্যয়জনিত ভরসা সৃষ্টি করেছিল। আজ থেকে চব্বিশ (বর্তমানে সাতচল্লিশ) বছর পূর্বে ভারত স্বাধীনতা লাভ করেছে। এর মধ্যে কিছু সংখ্যক লক্ষণীয় উন্নতি যে সাধিত হয়নি, তা নয়; তবে সকল নাগরিকের নিরাপত্তা, সহনশীলতা ও সাম্যভিত্তিক যে গণতন্ত্রের ব্যাপারে ভারত উচ্চকণ্ঠ—তা সেখানে ফলপ্রসূ হয়েছে কিনা,—সে প্রশ্নই আজ বিশ্ববাসীর মনে দেখা দিয়েছে। প্রথম প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত নেহেরু বলেছিলেন,—

....."Our state is not a communal state, but a democratic state in which every citizen has equal rights. The government is determined to protect these rights."[1]

অর্থাৎ, "আমাদের রাষ্ট্র সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র নহে, বরং একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, যেখানে প্রত্যেক নাগরিকের সমান অধিকার রয়েছে। এ অধিকার অক্ষুন্ন রাখার ব্যাপারে সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।"[১]

আন্তর্জাতিক নীতি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ হিসেবে সর্বজনমান্য জনৈক ভারতীয় চিন্তাবিদ নির্ভুলভাবে প্রশ্ন তুলে ধরেছেন, "ভারতের মুসলমানদের ভাগ্য" একটা কষ্টিপাথর এবং তাদের "নিরাপত্তা ও সুপ্রতিপালনের উপরই ভারতীয়

www.pathagar.com

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ নির্ভরশীল।"[২] এ পর্যায়ে ভারতের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে জানার অধিকার বিশ্ববাসীর রয়েছে।

এ বিষয়ে ভারতীয় গণতন্ত্রের নমুনা কি? আমরা বিষয়টা সম্পর্কে পড়াশুনা করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, তা অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও হতাশাপূর্ণ। ভারতীয় সংখ্যালঘুদের স্বর এতটা নিম্ন যে, তা বিশ্ববাসীর কর্ণে পৌঁছে না। পক্ষান্তরে, কূটনীতির ভাওতা দিয়ে অধিকাংশ বিশ্ববাসীকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রাখা হয়েছে, যার ফলে তথাকার মানুষের সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা, বিশেষতঃ টিকে থাকার সংগ্রামের প্রতি কারো দৃষ্টি আকৃষ্ট হবার অবকাশ পাচ্ছে না। কিন্তু সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করতেই হবে এবং যে-সমস্ত অমঙ্গলের সংকেত পৃথিবীর দিগন্তে প্রতিফলিত হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে মানব সমাজকে সতর্ক হতে হবে। নিজেরা অত্যাচারের শিকার হইনি বলেই কি আমরা অত্যাচারের জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড থেকে দৃষ্টি সরিয়ে রাখবো? পৃথিবীর যে-কোন স্থানের অত্যাচার সমগ্র মানবতার প্রতি চ্যালেঞ্জ স্বরূপ এবং এ তথ্য অনুধাবন করেই সে সব মানুষের জন্যই আমরা এই পুস্তিকা প্রকাশ করছি, যাঁরা মানুষের মর্যাদা মানুষ হিসেবে পাওয়া উচিত বলে মনে করেন এবং রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক দৃষ্টিকোণের ঊর্ধ্বে মানুষের জীবন ও সম্মানকে স্থান দেন। এ পুস্তিকায় শুধু সত্য ঘটনাই লিপিবদ্ধ করা হলো। বিচারের ভার মানুষের বিবেকের উপরই ছেড়ে দেয়া হলো।

ভারতের ষোলটি অঙ্গরাজ্যের অন্যতম উত্তর-প্রদেশে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার দু'বছরের রিপোর্ট থেকে বাছাই করে এ পুস্তিকা প্রকাশিত হলো। এ পুস্তিকা উত্তর-ভারতের মুসলিম মজলিস কর্তৃক প্রাথমিক তথ্যাদির ভিত্তিতে রচিত এবং ১৯৬৯ সনের মার্চ মাসে প্রকাশিত হয়েছিল। ভারতের রক্তক্ষয়ী দাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ের চিত্র নমুনা আকারে এখানে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু এ থেকেই স্পষ্ট বুঝা যায়, মুসলমানেরা কেমন বিপদের মুখে রয়েছে এবং সুপরিকল্পিত ভাবে কেমন করে তারা নির্যাতিত হচ্ছে, এ পুস্তিকায় তারই চিত্র পাওয়া যাবে। এরই আলোকে একথা অনুমান করা অসম্ভব নয় যে, গোটা ভারতের সংখ্যালঘু মুসলমানদের ভাগ্যে কি ঘটছে। মূল রিপোর্টকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথমটাতে ক্ষয়ক্ষতির পুরো ঘটনা বিবৃত হয়েছে (প্রথম অধ্যায়), দ্বিতীয়টিতে পুলিশী নির্যাতনের চিত্র লিপিবদ্ধ করা হয়েছে (দ্বিতীয় অধ্যায়) এবং সর্বশেষটিতে দেয়া হয়েছে লুটতরাজ, অগ্নিকাণ্ড ও ক্ষতিগ্রস্থ গৃহ ও দোকানপাটের বিস্তারিত বিরবণ (তৃতীয় অধ্যায়)। স্থান সংকুলানের অভাবে রিপোর্টে বর্ণিত অনেক বিস্তারিত তথ্যাদি এ পুস্তিকায় প্রকাশ করা সম্ভব হলো না। তবে রিপোর্টের গুরুত্বপূর্ণ অংশ যাতে স্থান পায়, সেদিকে দৃষ্টি রাখা হয়েছে—কেবল যে সব অংশে একই রকম কাহিনী একাধিকবার বর্ণিত হয়েছিল, তা বাদ দেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

সমস্যার গতি-প্রকৃতির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করাই যেহেতু এ পুস্তিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য, সেহেতু অনেক রিপোর্টের বিস্তারিত বিবরণ না দিয়ে শুধু সারাংশটুকু দেয়া হলো। এ সূক্ষ্ম সম্পাদনের দায়িত্ব প্রকাশকের। মূল রিপোর্ট তাদের হস্তগত রয়েছে এবং যারা তা জানতে আগ্রহী, তাদের খেদমতে প্রয়োজনে পেশ করা হবে।

মানব অধিকার কমিটি, যার পক্ষ হতে এ পুস্তিকা প্রকাশিত হলো, মানব অধিকার সংরক্ষণে উৎসর্গীকৃত একটা স্বাধীন নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান যাঁদের স্বর স্বাভাবিক পদ্ধতিতে বিশ্বমতামতধারীদের কর্ণে পৌছতে ব্যর্থ, এমন রাজনৈতিক সহযোগিতাবিহীন মানবগোষ্ঠীর অত্যাচার ও দুঃখ-কষ্টের অভিযোগকে বিশ্বের দরবারে হাজির করাই এ প্রর্তিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, সমগ্র বিশ্ববাসী গ্রীস ও দক্ষিণ-আফ্রিকার অন্যায় ও অবিচার সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভের সুযোগ লাভ করলেও ভারত, ইরিত্রিয়া ও অন্যান্য স্থানে কি ঘটেছে, সে সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না। প্রতিনিয়ত অবহেলিত সত্যকে উদঘাটিত করে বিশ্বের মানব সমাজকে এ হীনতা, এ রক্তলোলুপ দানব, তা যে কোন স্থানেই মাথা চাড়া দিয়ে উঠুক না কেন, তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের আহ্বান জানানোই আমাদের উদ্দেশ্য। আমাদের ভুললে চলবে না যে, ধরণ বা পদ্ধতির পরিবর্তনে কুকর্মের হীন চরিত্রের কোন পরিবর্তন ঘটে। গ্রীসের মানব নির্যাতনকে নিন্দা করে ভারতের গণহত্যাকে পাশ কাটিয়ে চলা নৈতিকতা-বিরোধী। আমরা বিশ্বাস করি, পৃথিবীর যেখানেই হোক, দুষ্কর্মের নিন্দা করতে হবে। প্রতিটি সভ্য মানুষের বিবেক এ নিন্দার প্রতি সমর্থন জানাবে। সে কারণেই আমরা এ তিক্ত সত্য বিশ্বের সম্মুখে উদঘাটন করে দিচ্ছি, যাতে বিশ্ববাসী ইতিকর্তব্য নির্ধারণে সমর্থ হয়।

সর্বশেষে আমরা একথা পরিষ্কারভাবে বলে দিতে চাই যে, মানব অধিকার কমিটি তার নিজস্ব উদ্যোগেই এ পুস্তিকা প্রকাশ করছে। একটা ভারতীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক লিখিত রিপোর্টকে প্রকাশ করছি বলে ভারতের কিম্বা অন্য কোন স্থানের প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হয়ে কাজ করছি, একথা মনে করার কোন কারণ নেই। নিজ দায়িত্বেই আমরা বর্তমান পুস্তিকা প্রকাশ করছি এবং এ ব্যাপারে যে-কোন দায়-দায়িত্ব মোকাবেলা করতে প্রস্তুত আছি।

ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য নিয়ে বেঁচে থাকতে চেয়ে ভারতীয় মুসলমানেরা যে-সকল দুর্দশার সম্মুখীন, তারই মর্মন্তুদ কাহিনী বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে চাচ্ছি। কোন বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই ভারতীয় মুসলমানের এ দুর্দশার প্রতি উদাসীন থাকতে পারে না। বস্তুতঃ সে ধরনের জাগ্রত বিবেক যাতে সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে, সে জন্যই আমরা এ পুস্তিকা প্রকাশ করছি।

মানব অধিকার কমিটি
৪,ডানকেল্ড রোড, ডাগেনহাম, এসেক্স
ডসেম্বর, ১৯৬৯

www.pathagar.com

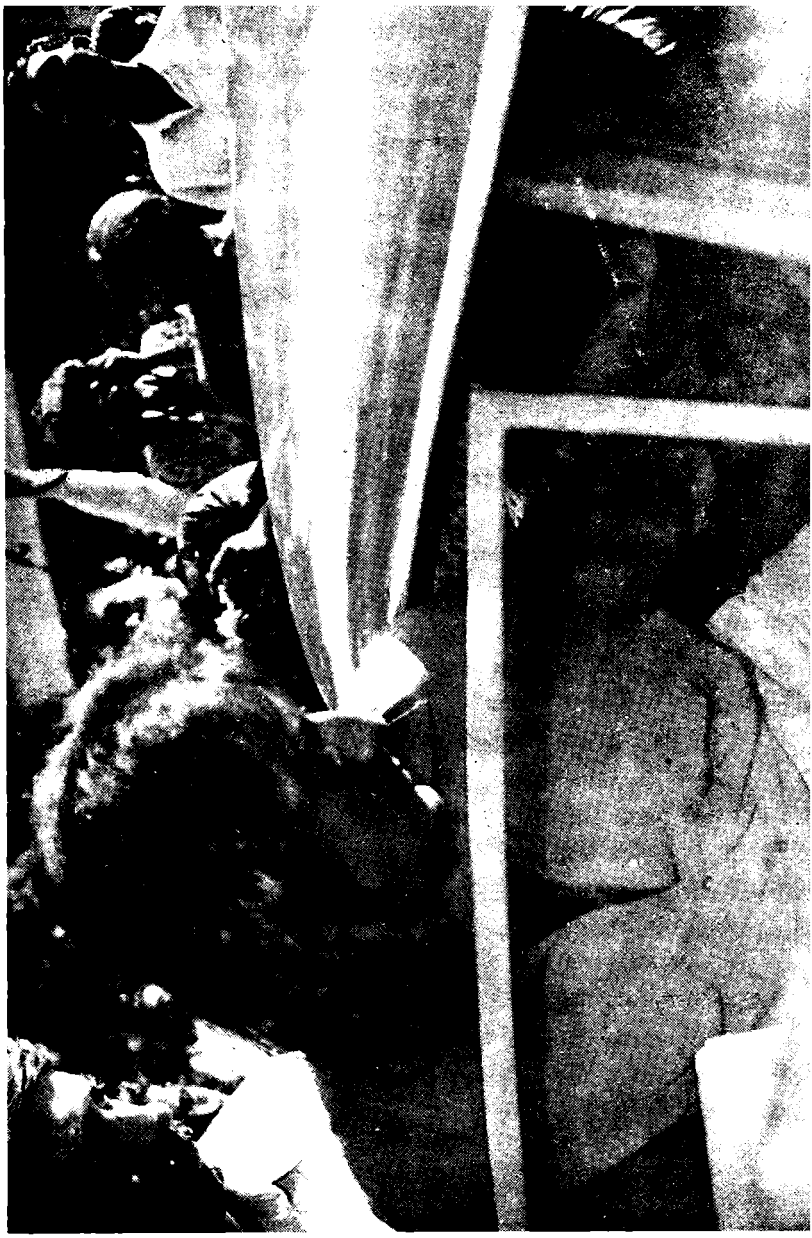

www.pathagar.com

ভারতের উত্তর—প্রদেশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

[বিগত দু'বছরে (১৯৬৭ সনের মার্চ থেকে ১৯৬৯ সনে মার্চ পর্যন্ত) সংঘটিত উত্তর-প্রদেশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিবরণ এবং প্রশাসনযন্ত্রের ভূমিকা।]

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

সূচনা

জনৈক ব্যক্তি এক সময় বলেছিলেন ঃ ভারতের সমস্যাবলীর গণনা করলে সংখ্যায় এর জনসংখ্যার সমান দাঁড়াবে। এ সমস্ত সমস্যার কিছু সমাধান হয়েছে, কিছু সমাধানের পথে; কিন্তু একটা সমস্য: আজো যার সমাধান হয়নি, তা হচ্ছে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা। স্বাধীনতার পর প্রায় এক হাজার দাঙ্গা (২৭ বছরে) ভারতের বুকে সংঘটিত হয়েছে এবং বিপুল সংখ্যাক মুসলমানের জীবন ও সম্পদ বিনষ্ট হয়েছে। এ ধরনের কিছু দাঙ্গা যেমন রৌড়কেলা, জামসেদপুর এবং রাঁচি দাঙ্গার ফলে মুসলিম সম্প্রদায় সমুলে বিনষ্ট হয়েছে, যাতে নারী ও শিশুও রক্ষা পায়নি। বর্তমানে এটা একটা নিত্যনৈমিত্তিক সামাজিক আচরণে পর্যবসিত হয়েছে। সরকারী মনোভাব ঔদাসীন্যে ভরপুর এবং এটাকে তাঁরা আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক সমস্যা বলে মনে করেন না। দাঙ্গা সংঘটিত হবার সুযোগ তাঁরা দেন এবং যখন বিপদ দেখেন, তখন বিশ্ববাসীকে ভাওতা দেবার জন্য ঘোষণা করেন পরিস্থিতি আয়ত্তাধীন। অগ্নিকাণ্ড, লুট, খুন করার জন্য দায়ী ব্যক্তিগণ একথা খুব ভাল ভাবেই জানে যে, তারা সরকারী শাসন হস্তের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। সুতরাং তারা নির্বিচারে ও বিনা দ্বিধায় তাদের দুষ্কার্য চালিয়ে যেতে থাকে।

প্রতিহিংসার দানব

সরকার নিজের দুষ্কার্যকে ঢাকবার জন্য একটা বিশেষ থিওরী বের করেছে। তা হচ্ছে, এই ভারতে মুসলমানদের ভাগ্যে যা ঘটে, তা পাকিস্তানে হিন্দুদের প্রতি ব্যবহারের প্রতিক্রিয়া মাত্র। এমনকি, সর্বদলীয় নেতা মিঃ জয় প্রকাশ নারায়ণের মত ব্যক্তিত্বশালী ব্যক্তি, যাঁর ন্যায়-নীতিও মুক্তবুদ্ধির প্রতি মুসলমানদের শ্রদ্ধা রয়েছে, তিনিও এই দোষে দোষী। আরও বিস্ময়কর এই যে, ১৯৬৯ সনে রাঁচি গণহত্যার সময় তিনি এই মন্তব্য করেছিলেন, যখন পাকিস্তানের কোথাও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ক্ষুণ্ন হয়নি। এ রকম উদ্ভট ও বানোয়াট থিওরী প্রচারিত হতে থাকলে কোনদিনই এ উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক শান্তি ফিরে আসতে পারে না। কারণ দেশ বিভক্তির (১৪ই আগস্ট, ১৯৪৭) পর পরই সীমান্তের উভয়াংশে যা

www.pathagar.com

ঘটেছিল এবং সে সময় থেকে যা ঘটছে, তা ভবিষ্যতের সমগ্র দিনগুলোর জন্য ঘৃণার অগ্নি প্রজ্বলিত রাখার পক্ষে যথেষ্ট। এর ফলে পাকিস্তানে হিন্দুদের ও ভারতে মুসলমানদের কোন ভবিষ্যৎই থাকবে না। কোন সুস্থ ব্যক্তিই ভবিষ্যতের সে দুঃখজনক পরিস্থিতির কথা চিন্তা করতে পারে না।

বিশ্ববাসীকে দেখাবার জন্য এ জীবন্ত সমস্যাকে ধামাচাপা দেবার মানসে সরকার মাঝে মাঝে সামান্য কর্মসূচী গ্রহণ করে থাকেন। জাতীয় সংহতি কাউন্সিল প্রধানমন্ত্রীকে চেয়ারম্যান করে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টির জন্য দায়ী সংবাদপত্রগুলোর বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু মুসলিম পরিচালিত সংবাদপত্রগুলোই এর শিকার হয়; যে সমস্ত হিন্দু সংবাদপত্র মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের মনে বিদ্বেষ সৃষ্টির জন্য দায়ী, সেগুলোর উপর কোন স্পর্শই হলো না। এ কাউন্সিলে কম্যুনিস্ট হিসেবে সমধিক খ্যাত একজন মুসলিম সদস্য ছিলেন। কাজেই, মুসলমানদের কথা এ কাউন্সিলে অনুত্থাপিত থাকে।

১৯৬৭ সনে সংযুক্ত বিধায়ক দল উত্তর-প্রদেশে সরকার গঠন করলে প্রত্যেক সম্প্রাদায়িক গোলযোগের কারণ অনুসন্ধানের জন্য বিচার বিভাগীয় তদন্ত করার কথা ঘোষিত হয়। কিন্তু এ কংগ্রেস ক্ষমতায় থাকাকালীন অর্ধ-ডজন স্থানে মারাত্মক গোলযোগ অনুষ্ঠিত হলেও কোন বিচার বিভাগীয় তদন্ত অনুষ্ঠিত হয়নি। গভর্ণরের শাসনামলে ১৯৬৮ সনে একজন সরকারী প্রশাসক কর্তৃক এলাহাবাদ দাঙ্গার একটা তদন্ত অনুষ্ঠিত হলেও সে রিপোর্ট আজও দিনের আলো দেখতে পায়নি।

১৯৬৯ সনে কংগ্রেস পুনরায় ক্ষমতায় সমাসীন হয়ে ঘোষণা করে যে, কোন জিলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হলে সেজন্য জিলার সরকারী কর্মচারীদের দোষী সাব্যস্ত করা হবে। কিন্তু এ-ঘোষণার কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আজমগড় জিলার 'মাও' নামক স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয়। মুসলমানদের এ দাঙ্গার জন্য পাইকারী হারে গ্রেফতার এবং নির্দয়ভাবে প্রহারের দোষে পুলিশ অপরাধী। পক্ষান্তরে, সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের অবাঞ্ছিত ব্যক্তিরা লুট, অগ্নিকাণ্ড এবং হত্যা চালিয়ে যেতে থাকে। কিন্তু যদিও একজন সরকারী কর্মচারী কর্তৃক তদন্তের কথা ঘোষণা করা হয়েছিল, তথাপি জিলার কোন সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি। মুখ্যমন্ত্রী সি.বি.গুপ্ত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ভারতীয় ক্রান্তিদলের উপর চাপিয়ে দিয়ে খালাস পান।

www.pathagar.com

সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের মূল উৎস

সাধারণ হিন্দুগণ শান্তিপ্রিয় নাগরিক। তাদের অনেক দুঃখ-কষ্ট আছে, একথা সত্য। প্রতিবেশী মুসলমান, যাদের সঙ্গে এ সাধারণ হিন্দুরা ভাল সম্পর্ক বজায় রেখে চলে এবং সাধারণ হিন্দুরা মুসলমানদের হত্যা ও সম্পদ লুণ্ঠন করে নিজেদের অবস্থা সচ্ছল করতে আগ্রহী নয়। প্রশ্ন উঠতে পারে, তবে কেন সাম্প্রদায়িক প্রকোপতা দেখা দেয়? এর উত্তর খুব কঠিন নয়। ভারতের একশ্রেণীর হিন্দু, যারা মনে করে, ভারত কেবল হিন্দুদেরই রাষ্ট্র—যেখানে মুসলমান, খ্রীস্টান অথবা অন্য কোন সংখ্যলঘু ধর্মীয় লোকদের কোন স্থান নেই। এ সব সংখ্যালঘুদের স্বীয় ধর্মে দীক্ষিত করতে সমর্থ না হয়ে প্রকৃত পথ হিসেবে এদেরকে সমূলে ধ্বংস করার পথ বেছে নিয়েছে। জনসংখ্যার দিক দিয়ে সংখ্যাগুরু হিন্দু সম্প্রদায়ের পরই মুসলমানদের স্থান। সুতরাং মুসলমানদের দিকেই তাদের দৃষ্টি প্রথমে নিবদ্ধ হয়েছে। এমনকি, ভারতের কোন কোন অংশে খ্রীস্টানগণও নির্যাতিত হচ্ছে।

সাম্প্রদায়িক বিষ সংক্রামককারী দলের উদ্ভব নতুন কোন ঘটনা নয়। দেশ ভাগ হবার পূর্বেই এদের অস্তিত্ব ছিল, কিন্তু তদানিন্তন অবস্থা তাদের সহায়ক ছিল না। দেশ বিভক্তির পর বিশৃঙ্খলার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এরা ক্রমেই শক্তিশালী হতে থাকে এবং এদের প্রথম শিকার হিন্দু-মুসলিম মিলনের অগ্রদূত মহাত্মা গান্ধী। মুসলমানদের সমূলে উচ্ছেদ করার আন্দোলন শুরু হয় সাধারণভাবে আর.এস.এস. নামে পরিচিত রাষ্ট্রীয় সেচ্ছাসেবক সংঘের নেতৃত্বে। গান্ধীজি নিহত হবার পর সরকার অত্যন্ত দৃঢ় মনোভাব পোষণ করেন এবং এ দলটিকে ব্যাণ্ড করেন। রাজনৈতিক কার্যাবলী নয়, শুধু সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান হিশেবে কাজ করবে দলীয় প্রধান মিঃ গোলওয়ালকারের এমন প্রতিশ্রুতি এবং রাজনৈতিক চাপের ফলে কংগ্রেস সরকার আর.এস.এস. দলের উপর হতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেন। অতঃপর আর.এস.এস. দল জনসংঘ নামে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে পুনরাবির্ভূত হয়। জনসংঘ এখন এদলেরই রাজনৈতিক বাহু রাখী, দলীয় আদর্শকে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। বর্তমানে এর কার্যকলাপ কংগ্রেসের নিজের পক্ষেও বিরাট হুমকি স্বরূপ।

www.pathagar.com

সংখ্যালঘু উচ্ছেদের ধারা

নিম্নে গুরু গোলওয়ালকারের 'বাঞ্চ অব থট' পুস্তক হতে যে অংশটুকু উদ্ধৃত করা হলো, তাতেই আর.এস.এস. দলের আদর্শ সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যাবে। তাঁর অনুসারীরা এ পুস্তককে দৈববাণী বলে মনে করে,—

....."This (Congress) leadership came as a bitter climax of the despicable tribe of so many ancestors who during the past 1200 years sold their national honour and freedom to foreigners and joined hands with the inveterate enemies of our country and religion in cutting the throats of their kith and kin to gratify their personal egoism, selfishness and rivalry."[4]

অর্থাৎ, "এই (কংগ্রেস) নেতৃত্ব মূলতঃ পূর্বপুরুষদের সেই নেতৃত্বের ধারাই অক্ষুন্ন রেখেছে, যারা বিগত বারশত বছর যাবৎ আমাদের জাতীয় আদর্শ ও আজাদীকে বিদেশীদের নিকট বিকিয়ে দিয়েছিল। আমাদের ধর্ম ও দেশের উপর হামলাকারীদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে ব্যক্তিগত অহমিকা, স্বার্থ ও হিংসার বশবর্তী হয়ে নিজেরাই নিজেদের গলা কেটেছে।"[৪]

....."Those who declared—'No swaraj without Hindu-Muslim Unity' have perpetrated the greatest treason to our country."[5]

অর্থাৎ, "হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ছাড়া স্বরাজ নয়, একথা যাঁরা বলতেন, তাঁরা দেশের বিরুদ্ধে সুপরিকল্পিত উপায়ে সর্বাপেক্ষা বেশী বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন।"[৫]

....."Jawahar Lal Ji considered Islam an Indian religion. The followers of Islam who lived in India were looked upon by him as a part of the Indian Nation. This is utterly wrong view. No follower of Islam can consider himself a citizen of India whose majority of population is not Muslim. To be a citizen of Darulharb (field of battle) is against the tanents of Islam for him. If today we are afraid of waging a war against Pakistan and if we hesitated to attack it in 1948, the main reason is the 5

www.pathagar.com

crore Muslim population in India. No body can confidently say that the Muslim would.....Jawahar Lal Ji also could never prove it..... from all this he was in the front rank of those who stopped their exodus from India when it was possible. Jawahar Lal was not so much concerned about the defence of India as about the protection of 5 crore Muslims."[6]

অর্থাৎ, "নেহেরুর মতে ইসলাম ভারতীয় ধর্ম। ভারতে বসবাসকারী মুসলমানগণ নেহেরুর মতে ভারতীয় জাতির একটা অংশ। কোন ইসলাম ধর্মাবলম্বী নিজেকে ভারতের নাগরিক বলে মনে করতে পারে না। কারণ ভারতের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় মুসলমান নহে। মুসলমানের কাছে বিধর্মীদের রাজ্য বা 'দারুল হরব'-এ বাস করা তার বিশ্বাসের পরিপন্থী। আজ যে আমরা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে ইতস্ততঃ করছি এবং ১৯৪৮ সনে যুদ্ধ ঘোষণার বেলায়ও যে ইতস্ততা দেখা গেছে, পাঁচ কোটি মুসলমানের ভারতের বুকে বসবাস করার বিষয়টাই তার প্রধান কারণ। এ কথা কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারে না, মুসলমানেরা ভারতের অনুগত নাগরিক। নেহেরুও তা প্রমাণ করতে পারবেন না। এতদসত্ত্বেও ভারতের বুক থেকে মুসলিম উচ্ছেদের প্রতিরোধের ব্যাপারে তিনি ছিলেন অন্যতম অগ্রনায়ক। বস্তুতঃ ভারতের প্রতিরক্ষার ব্যাপারে যতটা নয়, ভারতের পাঁচ কোটি মুসলমানের জীবন রক্ষার ব্যাপারে তার চাইতেও তিনি অনেক বেশী সক্রিয়।"[৬]

আর.এস.এস. দলপতি মিঃ গোলওয়ালকার অন্যত্র বলেছেন,—

....."Have those who remained here changed at least after that (partition)? Has their old hostility and murderous mood, which resulted in widespread riots, looting, arson, raping and all sorts of orgies on an unprecedented scale in 1946-47 come to a halt at least now? It would be suicidal to delude ourselves into believing that they have turned patriots over night after creation of Pakistan. On the contrary, the Muslim menace has increased a hundred fold by the.....of Pakistan which has become of spring-bo.....all their future aggressive designs on our country."[7]

www.pathagar.com

অর্থাৎ, "দেশ বিভাগের পর যারা (মুসলমান) ভারতে রয়েছে, তারা কি নিজেদের মত পরিবর্তন করতে পেরেছে? তাদের সেই পুরাতন খুনী মনোভাব, যার ফলে ১৯৪৬-৪৭ সনে গোটা ভারতব্যাপী দাঙ্গা, হত্যা, লুটতরাজ, অগ্নিকাণ্ড, নারীহরণ ও ধর্ষণের এক উন্মত্ততার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল, তার কি অবসান হয়েছে? দেশ বিভাগের পর তারা স্বদেশপ্রেমিক হয় গেছে—আত্ম-প্রবঞ্চনা করা আত্মহত্যার সামিল হবে। পক্ষান্তরে, পাকিস্তান সৃষ্টিতে মুসলমানদের ধ্বংসাত্মক কার্যাবলী বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ভবিষ্যতে আমাদের দেশে আক্রমণ পরিচালনার জন্য পাকিস্তানের বুক থেকে ঘৃণ্যতম ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে।

সরকার আর.এস.এস. দলের কার্যাবলী সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে ওয়াকেফহাল ও সজাগ রয়েছে। প্রমাণ স্বরূপ, প্রধানমন্ত্রীর সেক্রেটারী ১৯৪৮ সনের ২৭শে আগস্ট তারিখে মিঃ গোলওয়ালকারের নিকট যে পত্র লিখেছিলেন, তা নিম্নে উদ্ধৃত হলো,—

...."He (the Prime Minister) wants me to inform you also that he is not prepared to accept your statement that the R.S.S are free from blame or that the charges against them are without foundation. Government have a great deal of evidence in their possession to show that the R.S.S. were engaged in activities which were anti-national and prejudicial from the point of view of public good just before the banning of the R.S.S. He is informed that the U.P. Government sent you a note on some of the evidence they have collected about such activities of the R.S.S in U.P. Other Provinces have also such evidence in their possession. Even after the ban we have received information about the undesirable activities of old members of the R.S.S. This information continues to come to us even now.....appreciate that in view of this Government.....consider the R.S.S as a harmless organisation from the public point of view. It is government's policy to root out communalism from this country, and therefore not to encourage any movement which aims at the encouragement of the communal outlook. The approach of the R.S.S as well as their activities have been definitely communal what sometime

www.pathagar.com

their leaders say is not borne out by what is done and their is great disparity between outward percept and real practice."

অর্থাৎ, "তিনি (প্রধানমন্ত্রী) আমার প্রতি আপনাকে একথা জানানোর নির্দেশ দিয়েছেন যে, আর.এস.এস. দল নির্দোষ ও তার বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে আপনি যে বিবৃতি দান করেছেন, তা আদৌ তার নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। আর.এস.এস. দলের কার্যাবলী বে-আইনী ঘোষণা করার ব্যাপারে সরকারের হাতে এমন বহুসংখ্যক তথ্য-প্রমাণ ছিল, যার দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে, আর.এস.এস. দলের কার্যাবলী শুধু জাতির স্বার্থবিরোধী নয়, ধ্বংসাত্মকও বটে। ইতিপূর্বে উত্তর প্রদেশ সরকার তাঁদের রাজ্যে আর.এস.এস. দলের এ ধরনের কার্যাবলী সম্পর্কে আপনাকে যে 'নোট' পাঠিয়ে ছিলেন সে কথাও প্রধানমন্ত্রী অবগত আছেন। অন্যান্য প্রাদেশিক সরকারের হাতেও এমন প্রমাণাদি রয়েছে। বে-আইনী ঘোষণা করার পরেও আর.এস.এস. দলের পুরাতন সদস্যরা বিভিন্ন স্থানে অবৈধ কার্যে লিপ্ত রয়েছে বলে বহু প্রমাণও আমাদের হাতে রয়েছে। এখনও এরূপ বহু তথ্য-প্রমাণাদি আমাদের হাতে এসে পৌছুচ্ছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে একথা আপনাকে স্বীকার করতেই হবে যে, সরকারের পক্ষে আর.এস.এস-কে জনস্বার্থের ক্ষতিকর বলে বিবেচনা না করে উপায় নেই। দেশ থেকে সাম্প্রদায়িকতা সমূলে উচ্ছেদই সরকারের নীতি। সুতরাং যে-সব আন্দোলনের সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টির সহায়ক, সেগুলোকে সরকার কোনরূপ উৎসাহ প্রদান করতে পারেন না। কোন কোন সময় এ দলের নেতৃবৃন্দ যে-সব কথা বলেন, কাজে কলমে প্রতিফলিত হয় না। বস্তুতঃ বাহ্যিক প্রদর্শনী ও বাস্তব কাজের সাথে আর. এস. এস দলের মধ্যে বিরাট বৈষম্য বিরাজমান।"

তদানিন্তন ভারতীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র দফতরের সেক্রেটারী মিঃ এইচ.ভি.এম. আইয়েঙ্গার, আই.সি.এস. ১৯৪৯ সনের ৪ঠা মে মিঃ গোলওয়ালকারের বক্তব্যের প্রতিবাদ স্বরূপ যে পত্র তাঁকে লিখেছিলেন, তার অংশবিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত হলো,—

...."Incident have occurred in all provinces and in many states where the methods adopted by the Sangh were anything but peaceful and legitimate and where the advancement of the interest of Hindu religion and culture took the form of violence against those who happen to profess some faith other than Hinduism".

www.pathagar.com

অর্থাৎ, "বিভিন্ন প্রদেশ ও রাজ্যাবলীতে সংঘ যে-সব কার্যাবলী গ্রহণ করেছিল, সেগুলোকে কোন ক্রমেই শান্তিপূর্ণ ও ন্যায়সংগত বলার উপায় নাই। জনসংঘের সে-সব কাজ হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির অগ্রগতির ধারক ও বাহক বটে, কিন্তু এর ফলেই হিন্দু ছাড়া অপরাপর ধর্মবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক কার্যাবলী সংঘটিত হতে পেরেছিল।"

এতদসত্ত্বেও আর.এস.এস. দলের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে সরাসরিভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও উত্তেজনা প্রচারে সুযোগ-সুবিধে দেয়া হয়।

কংগ্রেস দলীয় সাবেক এম. পি. মিসেস শুভ্রা যোশীর নিম্নে উদ্ধৃত কথায় আর.এস.এস. দলের আদর্শ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে,—

...."To him glory and greatness of Hindu Rashtra is the mission. It is this 'cultural' vision based on race idea that to him must inform all walks of life. All the non-Hindus, Muslims and Christians in particular, must merge in the Hindu nation, failing which they need to be nationalised. If they refuse, they be treated as 'enemies' and exterminated like the Jews under Hitler's rule in Gremany."

অর্থাৎ, " আর.এস.এস. দলীয় সদস্য হিন্দুরাষ্ট্রের স্বত্বেও গৌরব বৃদ্ধিকে জীবনের 'মিশন' হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। বর্ণবাদের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠা এ দৃষ্টিভঙ্গীকে জীবনের সর্বস্তরে সঞ্চারিত করা সে নিজের কর্তব্য বলে মনে করে। তার মতে, অহিন্দু বিশেষতঃ মুসলিম এবং খ্রীস্টান মাত্রকেই হিন্দুজাতির সঙ্গে একত্রীভূত হতে হবে। নতুবা শুদ্ধির মারফতে ভারতীয় হয়ে যেতে হবে; এ ব্যাপারে অস্বীকারকারীকে রাষ্ট্রের শত্রু হিসেবে গণ্য করা হবে এবং হিটলার শাসনাধীন জার্মানীর ইহুদীদের মতই তাদেরকেও সমূলে উচ্ছেদ করতে হবে।"

মুসলিম বিদ্বেষ প্রচারাভিযানে জনসংঘও পিছনে পড়ে নেই। জনসংঘের প্রেসিডেন্ট পরলোকগত ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ১৯৫১ সনের ২১ শে অক্টোবর দিল্লীতে অনুষ্ঠিত সংঘের প্রথম সম্মিলনে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছিলেন,—

...."The Congress in its anxiety to maintain the secular character of Bharat has continued a suicidal policy of appeasement of Muslims and some of its leaders, especially the Prime Minister, takes special

www.pathagar.com

delight in outraging Hindu feelings and sentiments and sometime attacking Shikhs also."

অর্থাৎ, "কংগ্রেস ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে গিয়ে মুসলমানের সাথে সমঝোতার আত্মঘাতী প্রচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। কংগ্রেসের কোন কোন নেতা—বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী নিজে এ ব্যাপারে হিন্দু অনুভূতি ও ভাবাবেগকে নিন্দা করতে ও কোন কোন সময়ে শিখদের উপর আক্রমণ চালাতেও কুণ্ঠিত নন।"

১৯৫৪ সনের ৩০শে ডিসেম্বর যোধপুরে অনুষ্ঠিত তৃতীয় সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ দিতে গিয়ে পণ্ডিত প্রেমনাথ ডোগরা বলেছিলেন,—

....."Ever-since the advant of Islam in India fanatical Mullahs have been standing in the way of Indianlisation of Muslims."

অর্থাৎ, "ভারতে ইসলাম ধর্মের সূচনাকাল হতেই একশ্রেণীর কাঠমোল্লা মুসলমানদের ভারতীয়করণের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।"

জনসংঘের কার্যকরী মুখপত্র সাপ্তাহিক 'দি অর্গানাইজার' অহরহ মুসলিম বিদ্বেষের বীজ বপন করে যাচ্ছে। নিম্নে নমুনা স্বরূপ কিছু অংশ উদ্ধৃত হলে,—

...."Let North India beware, it faces the threat of being over-run by Muslim rule if this sort of appeasement (election of Muslim as President) is to be promoted by ourselves. A few quisling will no doubt flourish as they floursihed even under Aurangazeb, but the Hindus will never raise their heads again, If we mean to fight for our rights, the sooner we make it clear the better. "[৪]

অর্থাৎ, "উত্তর ভারতকে হুশিয়ার থাকতে হবে; আমাদের দ্বারা এই যে সমঝোতা হলো (মুসলমানকে প্রেসিডেন্ট পদ প্রদান) এর ফলে এ এলাকা মুসলিম শাসনাধীনে চলে যাওয়ার সমূহ আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। আওরঙ্গজেবের আমলে তবুও ইতস্ততঃ কিছু প্রতিবাদের লক্ষণ দেখা দিয়েছিল, কিন্তু আজ যা হতে যাচ্ছে, তাতে ভবিষ্যতে হিন্দুদের মাথা উঁচু করার আর কোন পথই খোলা থাকবে না। আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এ সত্য যত শীঘ্র উপলব্ধি করা যায়, ততই মঙ্গল।"[৮]

www.pathagar.com

...."If we have to prove India's secularism by choosing a non-Hindu as the Vice-President, certainly we could have done so by choosing a Sikh, or Harijan, in fact any body worthy of the position rather than some one from a Polygamist community of doubtful national allegiance."[9]

অর্থাৎ, "ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে কোন অহিন্দুকে গ্রহণ করাই যদি ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রমাণ হয়ে থাকে, তাহলে আমরা অবশ্যই কোন শিখ অথবা কোন হরিজন অথবা অন্য যে-কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রহণ করতে পারি। তথাপি বহুবিবাহ সম্বলিত কোন সমাজের এমন কাউকে গ্রহণ করা কোন ক্রমেই সমর্থনযোগ্য নয়, যার জাতীয় আনুগত্য সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে।"[৯]

ইতিহাসের বিকৃতরূপ পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করে শিশুমনকে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে আচ্ছন্ন করা হচ্ছে। ইতিহাসের এই বিকৃত মুকুরে মুসলমান ও মুসলিম বাদশাহ্‌দের চরিত্র অত্যন্ত কুৎসিতরূপে উদ্ভাসিত করা হচ্ছে। প্রমাণ স্বরূপ এখানকার স্কুলে ছেলে-মেয়েদের পাঠ্য পুস্তকের কিছু উদ্ধৃতি নিম্নে দেয়া হলো। এতেই সবকিছু পরিষ্কারভাবে ধরা পড়বে,—

...."There are certain things which have commonly been practised by the Sultans of Delhi, for example, the denial of key Post to Hindus, the destruction of their temples, the extortion of Jazia."[10]

অর্থাৎ, "দিল্লীর সুলতানগণের কতকগুলো অবশ্যকর্তব্য ছিল, যেমন ঃ বড় বড় উচ্চপদে হিন্দুদের নিয়োগ না করা, মন্দির ধ্বংস ও জিজিয়া কর আদায় করা।"[১০]

...."By destroying and spoiling Hindu temples Mahmood of Ghazni created hatred against Islam in the heart of the common Hindus for all time."[11]

অর্থাৎ, " হিন্দুমন্দির ধ্বংস ও লুণ্ঠন করে গজনীর মাহমুদ সর্বযুগের হিন্দুদের মনে ইসলাম সম্পর্কে বিদ্বেষের সৃষ্টি করেছে।"[১১]

...."Guru Teg Bahadur, driven by the religious prosecution of Aurangazeb, revolted against the Emperior, He was forced to become a Muslim, or otherwise, to part with his head, He chose to lay down his head rather than relinquish his faith."[12]

www.pathagar.com

অর্থাৎ, "গুরু তেগ বাহাদুর আওরঙ্গজেবের ধর্মীয় নির্যাতনের শিকারে পরিণত হয়ে বিতাড়িত হয়ে সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। তাঁকে মুসলমান হতে বলা হয়েছিল নতুবা প্রাণদণ্ডের হুমকি দেয়া হয়েছিল। তেগ বাহাদুর ধর্মান্তর গ্রহণের চাইতে ঘাতকের খড়্গের নীচে মস্তক পেতে দেয়াই শ্রেয় মনে করেছিলেন।"[১২]

এগুলো কেবলমাত্র একটা বই থেকেই উদ্ধৃত করা হলো। একই ধারায় মুসলিম আমলকে বিকৃত করে লিখিত ভারতের ইতিহাস সম্পর্কিত আরও অনেক পুস্তক রয়েছে।[১৩] এমনকি, মুঘলযুগের স্থাপত্যরীতির মাস্টারপিস বাদশাহ্ শাহ্জাহান নির্মিত তাজমহলকে রাজপুত-রাজপ্রাসাদ ছিল বলে দাবী করা হচ্ছে। এর চেয়ে ইতিহাসের বিকৃতি অন্য কি হতে পারে?

এরূপ ঘৃণ্য প্রচারণার দাপটে এবং ভারতীয় সরকারের উপেক্ষার ফলে গত দু'দশকে বর্ধিত হিন্দু যুবক সম্প্রদায় যদি ইসলাম কিম্বা মুসলমানদের মধ্যে ভাল কিছু নেই বলে বিশ্বাস করে, তবে আশ্চর্য হবার কোন কারণ নেই। তাদেরকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি নৃশংসতার পরিচয় দেবার জন্য উত্তেজিত করা অত্যন্ত সহজসাধ্য ব্যাপার। আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা যাদের দায়িত্ব, এগুলো ক্রমান্বয়ে সেই বেসামরিক বিভাগের সকল স্তরে বিশেষ করে পুলিশ বাহিনী ও এজেন্সিতে অনুপ্রবেশ করেছে। ফলে বর্তমানে তারা সমাজের আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গকারীদের হাতের পুতুল হয়ে গেছে। এখানে একথাও উল্লেখযোগ্য যে চাকরীতে মুসলমানদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে কমে যাচ্ছে।

এর ফলে একথা নিশ্চিত বলা যেতে পারে যে, রাষ্ট্রের সর্বত্র আইন-শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয়েছে। সাম্প্রতিক কয়েকটি ঘটনায় দেখা গেছে যে, পরিকল্পিত পন্থানুসারেই দাঙ্গা সৃষ্টি করা হয়। যদি একটি মিছিল, তা সেটা হিন্দু কিম্বা মুসলমানেরই হোক, রাস্তা দিয়ে যাবার সময় কিছু ইট-পাটকেল তার উপর নিক্ষিপ্ত হবেই এবং তা মুসলমানের গৃহ-দোকান লুট ও ভস্মীভূত করার পথকে ন্যায়ানুগ করে তোলে। এরই সাথে চলবে হত্যাকাণ্ড। অথবা একটা গরু হত্যা করে জনগণের চলার পথে ফেলে রাখবে। যেহেতু হিন্দুরা গো-মাতাকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করে সুতরাং স্বভাবতই মনে হবে, এটা কোন মুসলমানের কাজ। সুতরাং নিরীহ মুসলমানদের হত্যা ও দোকানগৃহে লুটতরাজ আরম্ভ হয়। আবার কখনও পুলিশ পরোক্ষে ইন্ধন যোগায়—মাঝে মাঝে সক্রিয় সহযোগিতাও দান করে। মুসলমানরা প্রত্যেক দাঙ্গার শিকার হলেও সম্পূর্ণ দোষ তাদের ঘাড়েই পড়ে। সর্বশেষ পন্থানুসারে গ্রেফতার হয় মুসলমান, মামলা-মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়ে

www.pathagar.com

মুসলমান, বিচারালয়ে দণ্ডিত হয় মুসলমান। পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে এর নজীর মিলবে। স্বাধীনতার পরবর্তী বাইশ বছরে বর্তমানে সাতচল্লিশ বছরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় হাজার হাজার মুসলমান হত্যা ও তাদের সম্পত্তি বিনষ্ট করার অপরাধে কোন হিন্দু বা সরকারী কর্মচারীর জরিমানা, কারাদণ্ড অথবা ফাঁসি হয়েছে, এমন কোন নজীর নেই। এর চেয়ে প্রতিহিংসার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আর কি হতে পারে?

বিগত দু'বছরে উত্তর প্রদেশে নয়টি বড় দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছে; তাতে মুসলমানেরা জীবন ও সম্পদের দিক দিয়ে বিপুল ক্ষতির সম্মুখীন হয়। উপরন্তু, তারা পুলিশের লৌহ হস্তের শিকারে পরিণত হয়। কোন কোন স্থলে পুলিশই একমাত্র আক্রমণকারী। সর্বশেষ ঘটনা সংঘটিত হয় আজমগড় জিলার 'মাও' শহরে। এখানে মুসলমানদের বিরুদ্ধে পুলিশ যে বর্বরতার পরিচয় দিয়েছে, তার তুলনা মেলা ভার। এ পর্যায়ে আত্ম-সন্তুষ্টির মনোভাব সরকারকে পরিত্যাগ করতে হবে এবং সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে যারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার ও নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে, তাদেরকে অপরাধমূলক কার্যকলাপ অনতিবিলম্বে বন্ধ করার দৃঢ় নির্দেশ দিতে হবে।

এরূপ কিছুসংখ্যক ঘটনার বিবরণই সংক্ষিপ্তাকারে এ পুস্তিকায় প্রকাশ করা হলো। সর্বশেষ ঘটনাটা ঘটেছিল ১৯৬৯ সনের ৩০শে মার্চ। কেবল এ ঘটনার পুরো বিবরণই এখানে পেশ করা হলো। দাঙ্গাকারীদের কার্যসাধন প্রণালী, যা বর্তমানে সর্বাত্মক পর্যায়ে হয়েছে. আইন ও শৃঙ্খলাকারীগণ তাদের কিরূপে সাহায্য করেছে, তার প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ করানোই আসল উদ্দেশ্য। এমন অন্যায়কে স্বীকৃতি দেয়া কোন রাষ্ট্রের এবং যেখানকার অধিবাসীরা দিনরাত্রি ভীতির ছত্রছায়ার মধ্যে কালাতিপাত করে, তা খুব বেশী দিন সভ্যজাতি হিসেবে পরিচিত হতে পারে না। এ বক্তব্যকে জোরদার করতে হবে। আট কোটি মানুষকে সমূলে উচ্ছেদ করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়; এ রকমের কোন প্রচেষ্টা কেবল তিক্ততা সৃষ্টি ও গণতন্ত্রের পথকে কন্টকাকীর্ণ করতে পারে। সাম্প্রতিককালে হিন্দু মহাসভার সভাপতি[১৪] পাকিস্তানের সঙ্গে লোক বিনিময়ের যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন—তা আদৌ সমস্যা সমাধানের পথ নয়। কোন রাষ্ট্রই দশ লক্ষ (অর্থাৎ পাকিস্তানে হিন্দুদের সংখ্যা) লোকের পরিবর্তে আট কোটি লোক বিনিময় করতে রাজী হবে না। ভারতীয় মুসলিম নাগরিকেরা অস্থাবর সম্পত্তির মত এ ধরনের পণ্য বিনিময়ের যে কোন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে দ্বিধা করবে না। কারণ, ভারত হিন্দু মুসলিম প্রতিটি নরনারীর অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের মতই সংখ্যালঘু মুসলমানদের সেখানে থাকার অধিকার রয়েছে। তারা নিজেদের বিশ্বাস অনুসারে ভারতীয়

www.pathagar.com

নাগরিক হিসেবেই সেখানে বসবাস করছে—তাদের সে বিশ্বাসে নড়চড় হবার কোন কারণ নেই। রাষ্ট্রের নিজের স্বার্থেই তার প্রত্যেক নাগরিকের প্রতি সমান অধিকার ও ন্যায়-ভিত্তিক ব্যবহার করা উচিত এবং কেবল সে পরিস্থিতিতেই তা সুখ ও সমৃদ্ধিশালী হতে পারবে।

১২ই মে ১৯৬৯,
তাকিয়া পীর জলিল,
লাক্ষ্ণৌ, উত্তর প্রদেশ।

সাধারণ সম্পাদক
মুসলিম মজলিস।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়
ভারতের মুসলমানদের ভাগ্যে কি ঘটছে?

[এক]
পিপড়া ও জারওয়ানের দাঙ্গা

গ্রাম পিপড়া এবং জারওয়ান
থানা ডোমারিয়াগঞ্জ
জিলা বাস্তি
তারিখ ঃ ৮ ও ৯ই মার্চ, ১৯৬৭

গ্রামের চারিদিকে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে স্থানীয় মুসলমানগণ গরু জবাই করেছে। পুলিশ কেবল গাছে ঝুলন্ত হাড় দেখতে পায়। কিন্তু এ সংবাদ শুনে এক বিরাট হিন্দু জনতা জড়ো হয়ে গেল এবং তাদের উদ্দেশ্যে নেতৃবৃন্দ উস্কানীমূলক বক্তৃতা দিল। ডোমারিয়াগঞ্জ জিলা ম্যাজিস্ট্রেট, এস. ডি. এম বেলা দশ ঘটিকায় ঘটনাস্থলে আগমন করেন। এইসব সরকারী কর্মচারীর উপস্থিতিতেই লুট এবং অগ্নিকাণ্ড চলতে থাকলো, এঁরা গুণ্ডাদের উৎসাহিত এবং তাদের কার্যাবলীতে উপেক্ষা প্রদর্শন করলেন। ১৯৬৭ সনের ১৫ই মার্চ মুসলিম মজলিস-ই-মুসারাত কর্তৃক পুরো ঘটনা বিবৃত করে একখানা পত্র মুখ্যমন্ত্রী মিঃ সি. বি. গুপ্ত'র নিকট প্রেরণ করা হয় এবং ১৬ই মার্চ—পত্র নং ১০/৪৭৪/ সি.এম.-এর মাধ্যমে তিনি পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করেন।

উক্ত মন্ত্রিসভার পতনের পর ১লা এপ্রিল মিঃ চরণ সিং সরকার গদীনসীন হন। ১০ই এপ্রিল আরো একটি পত্র তাঁর নিকট প্রেরিত হয়, তিনি ১৮ই এপ্রিল পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করে মুসলিম মজলিস-ই-মুসারাত এর সভাপতির নিকট এক পত্রে জানান যে—সরকার দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি, যার অধিকাংশ মুসলিম, তাদের জন্য কম্বল, শাড়ী, শার্ট, পায়জামা, সুয়েটার, গম এবং নগদ পাঁচ হাজার পাঁচশত টাকা (আনুমানিক ৩৫০ পাউণ্ড) মঞ্জুর করেছেন।

যদিও মুসলমানগণ আক্রমণকারী ছিল না, তথাপি তাদেরকে প্রথমতঃ দাঙ্গা ও ডাকাতি, দ্বিতীয়তঃ গরু জবাই করার অভিযোগে পৃথক দুটো মামলায় জড়িত করা হয়। মামলা দুটো সাজানো বলে মন্তব্য করে মহামান্য বিচারক আসামীদের খালাস দেন।

www.pathagar.com

দাঙ্গা, অগ্নিকাণ্ড এবং ডাকাতির অভিযোগে তৃতীয় মামলায় হিন্দুরাও বিচারকের সম্মুখীন হয়। কিন্তু এ মামলাটিও ডিসমিস হয়ে যায়।

ন্যায়নীতি যে শুধু একদিক থেকে ব্যর্থ হয়েছে, তা নয়, বরং উভয়দিক থেকেই ব্যর্থ হয়েছে। প্রথমতঃ মুসলমানগণ মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত এবং দ্বিতীয়তঃ মিথ্যা তথ্যানুসন্ধান ও ইচ্ছাকৃত দুর্বল প্রমাণ সরবরাহের জন্য প্রকৃত দোষী হিন্দুরা মুক্তি লাভ করে। কর্তৃপক্ষ ইচ্ছকৃতভাবেই হিন্দুদের মামলার চার্জসিট হাল্কা করে দেয়। মুসলমানগণ বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও সত্যিকারের কোন ক্ষতিপূরণই তাদের দেয়া হয়নি।

[দুই]
মুসলমানদের মিছিলে পুলিশের হামলা

স্থান বারানসী
২১শে এপ্রিল ১৯৬৭

মুহররম-এর একটি তাজিয়া মিছিল যখন গোলা হনুমান ফটক অতিক্রম করছিল, তখন কতিপয় দুষ্কৃতিকারী কর্তৃক মিছিলের উপর ইট-পাটকেল নিক্ষিপ্ত হয়। বুদ্ধরাম নামক জনৈক ব্যক্তি তাজিয়াটি ভেঙে ফেলে। যে রাস্তা দিয়ে তাজিয়াটি যাচ্ছিল, তা ছিল খুব অপ্রশস্ত। উপরন্ত তার নির্গমন পথও ছিল খুব চাপা। সুতরাং, এই চাপা পথে মুসলমানদের উত্যক্ত করে দুষ্কৃতিকারীরা ঝগড়ার সৃষ্টি করে।

ডেপুটি পুলিশ সুপার মিছিলের উপর লাঠি চার্জের হুকুম দেন। রাস্তার অপরপ্রান্তে অপেক্ষমান ম্যাজিস্ট্রেট গুলির আদেশ দেন। মিছিলকারীরা তখন প্রাণরক্ষার খাতিরে দৌড়াতে থাকে। সর্বমোট ত্রিশ রাউণ্ড গুলি বর্ষিত হয়। এমনকি, মসজিদের অভ্যন্তরভাগে অবস্থানরত জনসাধারণ ও মুসল্লীগণও বুলেটে আহত হন। আঠারজন বুলেটবিদ্ধ ব্যক্তিকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাদের মধ্যে কুতুবুদ্দীন নামে এক যুবক পরে মারা যায়। অনেক মুসলমান ছুরিকাহতও হয়। এরপরে বহুসংখ্যক মুসলমানকে পাইকারী হারে গ্রেফতার করে জেলখানায় পাঠানো হয়। ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক জামিন দিতে অস্বীকার করায় এদের সবাইকে সাতদিন পর্যন্ত হাজতে থাকতে বাধ্য করা হয়।

এই দাঙ্গার কারণ সম্পর্কে একটি অনুসন্ধান কার্য চালানো হয়েছিল, কিন্তু শান্তিপ্রিয় মিছিলের উপর গুলি বর্ষণের ফলে একজন নিহত ও কমপক্ষে ১৮ ব্যক্তি বুলেটবিদ্ধ হলেও দোষী অফিসারদের কাউকে শাস্তি প্রদান করা হয়নি।

www.pathagar.com

[তিন]
মুসলিম নারী ধর্ষণের কাহিনী

গ্রাম পুথ
থানা জানী
জিলা মীরাট
তারিখ ২০শে জুন, ১৯৬৭

সুরেশী নামক জনৈকা হিন্দু যুবতী গ্রামের পার্শ্ববর্তী খালে ডুবে আত্মহত্যা করে। কিন্তু গুজব ছড়ানো হয় যে ইকবাল নামক জনৈক মুসলিম যুবকের সঙ্গে অবৈধ প্রণয় সম্পর্ক থাকায় তার সঙ্গে সুরেশী উধাও হয়েছে। স্থানীয় হিন্দু-মুসলমানগণ একটা সভায় মিলিত হয়ে অনুসন্ধানের পর প্রমাণিত হয় যে, গুজবে বিন্দুমাত্র সত্যের লেশ নেই। নিকটবর্তী খাল হতে পরদিন সুরেশীর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়।

কিন্তু ২০শে জুন জানী থানার ও.সি কিছুসংখ্যক পুলিশ এবং দুইশত হিন্দু সাথে নিয়ে গ্রামে গিয়ে হাজির। পুলিশ ইকবালের স্ত্রী আনোয়ারা (তখন সে সন্তানসম্ভবা) সহ আনিসা, আমিনা, বিসমিল্লাহ নামক অপর তিনজন যুবতীকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যায়। সেখানে থানার পুলিশ বাহিনী পর্যায়ক্রমে তাদের বলাৎকার করে। তারা গ্রাম্য জনতার উদ্দেশ্যে ঘোষণা করে যে সুরেশীর মৃত্যুর প্রতিশোধ হিসেবেই এ'কাজ করছে। এ খবর অনেকগুলো উর্দু সংবাদপত্রে ফলাও করে প্রকাশিত হলেও সরকার থেকে প্রতিকারমূলক কোন ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি।

১৯৬৭ সালের ২৫শে জুলাই মুসলিম মজলিস-ই-মুসারাতের সভাপতি পুরো ঘটনা বিবৃত করে উত্তর প্রদেশ সরকারের হোম সেক্রেটারী ও পুলিশ প্রধানের নিকট ঘটনার পুরো বিবরণ প্রেরণ করেন। কিন্তু এ ব্যাপারে কোন দৃষ্টিপাত এবং দোষী পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি।

[চার]
পাকড়ীর লুট ও অগ্নিকাণ্ডের কাহিনী

গ্রাম পাকড়ী
থানা সৌহা
তহসিল ডোমারিয়াগঞ্জ
জিলা বাস্তি
তারিখ ২২শে ডিসেম্বর ১৯৬৭

পাকড়ী গ্রামের মাঠে একটি মৃত ষাঁড় পাওয়া যায়। চতুর্দিকের গ্রামে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, মুসলমানরা গো-হত্যা করেছে। প্রায় দশ হাজার হিন্দুর একটা মারমুখি

www.pathagar.com

শিবদত্ত সিংহ ও লোকাস নামক দু'ব্যক্তির নেতৃত্বে মুসলমান গ্রাম আক্রমণ করে।

সৌহা থানার সাব-ইনস্পেক্টর দু'জন পুলিশসহ ঘটনাস্থলে গমন করে, কিন্তু তাদের উপস্থিতিতেই লুট ও অগ্নিকাণ্ড চলতে থাকে।

মুসলমানগণ ১২২ ব্যক্তির নামে এজাহার দেয়, কিন্তু মাত্র দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়। ক্ষতির পরিমাণ তিনলক্ষ টাকা।

বাস্তি জিলার কালেক্টর ২৩শে ডিসেম্বর ঘটনা স্থলে আগমন করে সাহায্য হিসেবে দুইশত টাকা মঞ্জুর করেন। বিস্তারিত ঘটনা মুখ্যমন্ত্রীকে পাঠানো হয় এবং ১৯৬৭ সালের ২৮শে ডিসেম্বর তিনি তা পান।

চৌদ্দটি মুসলিম গৃহ একেবারে ভস্মীভূত, গ্রামের ৮৫টি মুসলিম গৃহের মধ্যে ৮২টিতে লুট-পাট চলে, ৩০টি গরুর গাড়ী পোড়ানো হয়, সমস্ত শস্য ধ্বংস, পবিত্র কোরান শরীফ পোড়ানো এবং মসজিদসমূহ অপবিত্র করা হয়। সরকার থেকে কোন অনুসন্ধান কার্য চালানো হয়নি; এমনকি; সরকারী বা বেসরকারী কোন দোষীব্যক্তিকে এ কারণে দণ্ড দেয়া হয়নি।

[পাঁচ]
মীরাটের হত্যাযজ্ঞ

স্থান মীরাট

২৮শে জানুয়ারী, ১৯৬৮

১৯৬৮ সনের ২৮শে জানুয়ারী জামিয়াতুল ওলেমায়ে হিন্দু[১৬] একটি সম্মেলনের আয়োজন করে। কাশ্মীরের শেখ মোহাম্মদ আবদুল্লাহর[১৬] এ সম্মেলনে ভাষণ দেবার কথা ছিল। জনসংঘ কর্মীগণ এর প্রতিবাদে মিছিল, জনসভা এবং হিন্দুদেরকে শেখ আবদুল্লাহর সফরের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা ও লিখিত প্রচারপত্র বিলি করে।

এই সম্মেলনে যোগদানের জন্য পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহ হতে একটা বাস যোগে মুসলমানগণ আগমন করছিল। কিন্তু কোন কারণ ব্যতিরেকেই একদল হিন্দু জনতা বাস থামিয়ে তাঁদের উপর আক্রমণ চালায়। বিশজন ব্যক্তিকে প্রহার করা হয় তন্মধ্যে দুজন গুরুতর আহত অবস্থায় দিল্লী হাসপাতালে ভর্তি হয়। এ ঘটনাটা শেখ আবদুল্লাহর আগমন ও সম্মেলন শুরু হবার পূর্বেই সংঘটিত হয়েছিল। এতদসত্ত্বেও পুলিশের উপস্থিতিতেই লুট, অগ্নিকাণ্ড ও ছুরি মারা শুরু হয়। সান্ধ্য

www.pathagar.com

আইন জারী হলেও জনসংঘের সদস্যরা অবাধে এলাকায় বিচরণ করতে থাকে। তারা পি. এ. সি. এবং জিলার সরকারী কর্মচারীদের সম্মুখেই মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রকার ধ্বংসাত্মক কার্যাবলী চালিয়ে যায়।

ষোলজন মুসলমান ছুরিকাবিদ্ধ অবস্থায় নিহত হয়। আহতের সংখ্যা পঞ্চাশের উপর। তিনদিনে পুলিশ দুবার গুলিবর্ষণ করে। মোহাম্মদ ওয়াহাব নামে এক যুবক পুলিশের গুলিতে নিহত হয়। গ্রেফতারকৃত মুসলমানদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৬৫ জনে। মুসলমান বাসগৃহের টেলিফোন লাইন কেটে দেয়া এবং টেলিগ্রাম কর্তৃপক্ষ এ রকম কোন সংবাদ বাইরে পাঠাতে অস্বীকার করে। তদানিন্তন মুখ্যমন্ত্রী চরণ সিং ২রা ফেব্রুয়ারী উক্ত শহর পরিদর্শন করেন এবং প্রত্যেক নিহত ব্যক্তির পরিবারকে ক্ষতিপূরণ বাবদ দুই হাজার টাকা প্রদান করেন। প্রত্যেক আহত ব্যক্তিকেও একশত টাকা থেকে দুইশত টাকা পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়।

সর্বশেষ তথ্যানুসারে জানা গেছে, কোন সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই। পক্ষান্তরে হিন্দুদের বিরুদ্ধে রজুপ্রাপ্ত মামলাগুলো প্রত্যাহার করা হলেও একশত মুসলমানের বিরুদ্ধে রুজু প্রাপ্ত মামলা এখনও আদালতে ঝুলছে।

[ছয়]

রক্তস্নাত এলাহাবাদ

স্থান এলাহাবাদ
১৫ই মার্চ, ১৯৬৮

এলাহাবাদ[১৭] পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর জন্মস্থান এবং এটা তাঁর রাজনৈতিক নির্বাচনী এলাকাও বটে। একদা তা ছিল রাজ্যের রাজধানী, বর্তমানে হাইকোর্টের আসনস্থান। এ স্থান কেবল হিন্দুদের ধর্মীয় কেন্দ্রবিন্দুই নয়, উপরন্তু এখানে রয়েছে রাষ্ট্রের প্রাচীনতম এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়। এজন্য ভারতের বিভিন্ন শহরগুলোর মধ্যে এলাহাবাদ একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবেও পরিচিত।

১৯৬৮ সনের ১৫ই মার্চ এলাহাবাদে বিশৃঙ্খলার সূত্রপাত হয়। এ সময় হিন্দুরা একে অপরের প্রতি রং মিশ্রিত পানি নিক্ষেপ করে পবিত্র দোল পূজা উদযাপন করছিল এবং ১৯শে এপ্রিল পর্যন্ত এ উৎসব চলে।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, রাষ্ট্রীয় সেচ্ছাসেবক সংঘ (একটা ফ্যাসিস্ট হিন্দু দল) এর শক্তিশালী শাখা এলাহাবাদে রয়েছে। এ দলের সেচ্ছাসেবকগণ প্রত্যহ সকাল বেলায় স্থানীয় পাবলিক পার্কে খোলাখুলিভাবে লাঠি,

www.pathagar.com

কু-ছুরি, কখনও কখনও পিস্তল সহযোগে মহড়া চালিয়ে থাকে। আর.এস.এস. দলের প্রধান গোলওয়ালকার এ ঘটনার কিছুদিন পূর্বে গোপনে এলাহাবাদ শহরে আগমন ও দুদিন অবস্থান করে কর্মীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়ে গেছেন। এমন কি, দাঙ্গার কয়েকদিন পূর্বে লাঠি, চাকু-ছুরি প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আর.এস.এস. দলের কল্পিত স্বেচ্ছা সেনাবাহিনী মিছিল সহকারে শহরের প্রধান রাস্তাগুলো প্রদক্ষিণ করে।

উপরন্তু, জনসংঘের সাধারণ সম্পাদক (আর.এস. এস. দলের রাজনৈতিক সংঘ) থানার উপকণ্ঠ সহ কতিপয় স্থানে মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের উত্তেজিত করবার জন্য জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করে। সে-সব বক্তৃতার অংশবিশেষ নমুনা স্বরূপ নিম্নে দেয়া হলো,—

...."You must recognise the Muslim and mark them out. Capture their women and produce children from them, or else send them to Pakistan, If they have not got the fare to go, then we will give them money for their tickets. But if they do not want to go to Pakistan then ask them to accept Hinduism and live as Hindus."

অর্থাৎ, "আপনারা মুসলমানদের চিনে রাখুন। তাদের নারীদের ধরে এনে সন্তানের জন্ম দিন কিম্বা তাদের পাকিস্তানে পাঠিয়ে দিন। যদি তাদের নিকট যাতায়াতের ভাড়া না থাকে, তবে আমরা তাদের টিকেট কেনার টাকা দেব। যদি তারা পাকিস্তানে যেতে অস্বীকার করে, তবে তাদেরকে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে হিন্দুদের মত থাকতে বলুন।"

আর.এস.এস. দলের নেতৃবৃন্দের বক্তৃতামালা সম্বলিত হাজার হাজার প্রচারপত্র বিলি করা হয়েছে। এমনকি, একই সাথে আরো চলেছে মুসলমান এবং তাদের মসজিদ ধ্বংস করার জন্য হিন্দুদের উত্তেজিত করতে মাইক যোগে প্রচারকার্য। এ দাঙ্গা ছিল পূর্ব পরিকল্পিত এবং তা পুলিশের অগোচর ছিল না। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উভয় ভাবেই পুলিশ, জিলা প্রশাসকবর্গ, প্রাদেশিক সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী মুসলমান হত্যা, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগে গৃহ ভস্মীভূত, মসজিদ ও ইমামবারা প্রভৃতি ধ্বংস করার জন্য প্ররোচনা, এমনকি সরাসরি অংশ গ্রহণ যে করেছে, তার ভুরি ভুরি প্রমাণ রয়েছে। এমনকি, দাঙ্গায় পতিত মুসলমানগণ থানায় যে সমস্ত এজাহার করেছিল, কর্তৃপক্ষ তার সত্যতা অস্বীকার করেছে। প্রশাসকবর্গ ও পুলিশ বাহিনী যে দাঙ্গায় পক্ষপাতিত্ব ও মুসলিম বিদ্বেষী ভূমিকা পালন করেছে, তা নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি থেকে প্রমাণিত হয়েছে,—

www.pathagar.com

১) সরকারী কর্তৃপক্ষ হিন্দু নেতৃবৃন্দ কর্তৃক উস্কানীমূলক বক্তৃতা, মাইক যোগে প্রচার, হ্যান্ডবিল ও প্যাম্পলেট দ্বারা মুসলমানদের ধ্বংস করতে হিন্দুদের যে উত্তেজিত করেছে, তাতে কোন কর্ণপাত করেননি। পি.এ. সি-র বাহিনী মহড়াকালেই এলাহাবাদ থানার চর্তুষ্পার্শ্বে অবস্থিত দোকানপাট, শস্যের গুদাম, মসজিদ লুট ও অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয়। এ সমস্ত ঘটনা ঘটে ১৫ই মার্চের দুপুর বেলায়। এমনকি, দোকান পাট ভস্মীভূত করার জন্য দাঙ্গাকারীদের যারা পেট্রোল সরবরাহ করেছে, তাদের নাম-ঠিকানা পুলিশকে দেয়া হলেও, প্রাথমিক তথ্য রিপোর্টে তার উল্লেখ থাকলেও পুলিশ এ দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করার জন্য কিছুই করেনি।

২) কারচানার এস. ডি. এম. মুসলমানদের উপর গুলিবর্ষণের হুকুম দিলেও তাঁর নাকের ডগার উপর হিন্দুগণ মুসলমানের আটটি দোকান লুটতরাজ চালালেও তাতে বাধা দেবার ব্যবস্থা করেন নি।

৩) দাঙ্গাকারী হিন্দুদের গ্রেফতারের সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দেয়া হয়েছে, কিন্তু নিজেদের দুর্ভাগ্যের কথা জানাতে গেলেও মুসলমানদের গ্রেফতার, মিথ্যা মামলায় জড়ানো, মারপিট ও অপমান-অপদস্থ করা হয়েছে। এ পুস্তকের শেষার্ধে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হলো।

৪) গৃহ ও রাস্তার লাইট-পোস্টের গুলির দাগ হতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ছত্রভঙ্গ করার পরিবর্তে পুলিশ তিন বারই যতটা সম্ভব, মুসলমান হত্যা করার জন্যই গুলি চালিয়েছিল। হিন্দুদের উপর পুলিশ গুলিবর্ষণ করেছে, এমন কোন নজীর নেই।

৫) লাঠি, চাকু, ছুরি, এসিড, বোমা, পিস্তল প্রভৃতি মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র হিন্দুগণ দাঙ্গার সময় ব্যবহার করেছে। শহরের সর্বত্র প্রহরারত পুলিশ সবই দেখেছে, তবু তারা জনতাকে ছত্রভঙ্গ বা নিরীহ মুসলমান নাগরিকের জান-মালের নিরাপত্তা প্রদান করেনি।

৬) রিলিফ কমিটির রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, সমস্ত হিন্দুরা বোমা তৈরী এবং মুসলমানদের গৃহে তা নিক্ষেপ করেছে, তাদেরকে থানা থেকে জামিনে মুক্তি দিলেও বোমা নিক্ষিপ্ত গৃহের মুসলমান স্ত্রী-পুরুষ ও শিশু নির্বিশেষে পাইকারী হারে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং তাদেরকে জামিন মঞ্জুর করা হয়নি।

৭) যে সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত মুসলমান থানায় রিপোর্ট করতে গেছে, তাদেরকে দাঙ্গকারীদের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে এবং তারা তাদের ছুরিকাহত করেছে।

www.pathagar.com

৮) কারফিউয়ের সময় শান্তিরক্ষী বাহিনী পি.এ.সি. ও স্থানীয় পুলিশ যেভাবে তাদের ক্রোধের লক্ষ্যবস্তু হিসেবে মুসলমানদের ব্যবহার করেছে, তা বিশ্বের ইতিহাসে নজীরবিহীন। তারা নিরীহ মুসলমানদের গ্রেফতার করে নির্দয়ভাবে প্রহার এবং তল্লাশী পরোয়ানা ছাড়াই মুসলমান গৃহে ঢুকে লুটতরাজ চালিয়েছে। এমনকি, সম্ভ্রান্ত মুসলমানগণও এদের বর্বরতা থেকে রেহাই পায়নি। শান্তিরক্ষার প্রস্তাব নিয়ে যারা মন্ত্রীদের সঙ্গে দেন-দরবার করেছেন, এমন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণও একই ব্যবহার লাভ করেছেন। যে সমস্ত মুসলমান নিজেদের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে থানায় মামলা দায়ের করতে গেছে, তাদের মামলা গ্রহণ করা তো দূরের কথা উপরন্তু মারাত্মক অপরাধে অভিযুক্ত হয়েছে।

৯) বিচ্ছিন্ন এলাকার মুসলমানগণ দাঙ্গাকারীদের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য নিরাপত্তার আবেদন করলে কর্তৃপক্ষ তা নাকচ করে দিয়েছেন। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ থাকে যে, বিচ্ছিন্ন এলাকার নারী ও শিশুকে উদ্ধার ও নিরাপত্তা দানের আবেদন নিয়ে মুসলমানরা কর্তৃপক্ষের নিকট বহুবার গেলেও কোন সময়েই তা করা হয়নি।

১০) দাঙ্গাকারীদের বিরুদ্ধে মুসলমানগণ আত্মরক্ষার খাতিরে গৃহের বাহিরে আগমন করলে পি.এ.সি.[১৮] ও পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়ে রোষদীপ্ত কণ্ঠে হুমকি দিয়েছে যে, এরকম করলে সমগ্র মুসলিম সমাজকে সমূলে ধ্বংস করা হবে। এদিকে আইন ও শাসন কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে যে সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছিলেন, হিন্দুসম্প্রদায় ভীরুতার জন্যই সে সুযোগ গ্রহণ করা থেকে বিরত ছিল। সুতরাং আইন ও শাসন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দাঙ্গাকারীদের নিবৃত্ত করার কোন প্রশ্নই উঠে না। পুলিশ সাব-ইনস্পেক্টর সি. সাকসেনা বার বার চীৎকার করে বলছিলেন, "ফের না কহনা সাকসেনা রাজ মে কুচ কার না ছাকে" (অর্থাৎ, সাকসেনা রাজের অধীনে কেউ কিছু করতে পারলাম না, একথা কখনো মুখে এনো না)।

১১) স্থানীয় পুলিশ এবং পি.এ.সি-র জোয়ান সহকারে হিন্দু জনতা মুসলমান এলাকায় গিয়ে একযোগে শ্লোগান দিয়েছে। এর অর্থ এই যে, ঘরের দরজায় হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা হচ্ছে মনে করে মুসলমানরা যাতে বাহিরে আসে। আর তা হলেই গ্রেফতারের সুযোগ ঘটে।

১২) কারফিউয়ের সময়ে পি.এ.সি. বাহিনীর উপস্থিতিতেই মসজিদ ঘেরাও করে প্রার্থনারত মুসল্লীদের উপর চড়াও হয়ে মসজিদ ধ্বংস করা হয়েছে। পুলিশ পি.এ. সি. এবং এলাহাবাদের ম্যাজিস্ট্রেটদের উদাসীনতার ফলে কি ঘটতে পারে, তা আপনারা সকলেই অনুমান করতে পারেন। ১৭জন মুসলমান নিহত, ৪৩ জন হিন্দু কর্তৃক এবং পঞ্চাশ জনেরও বেশী ব্যক্তি পুলিশের প্রহারে আহত হয়। লক্ষ লক্ষ টাকা মূল্যের সম্পত্তি অগ্নিকাণ্ড ও লুটতরাজের ফলে বিনষ্ট হয়ে যায়। ১৯৪৭ সনের স্বাধীনতার পরবর্তী

www.pathagar.com

ভারতের ইতিহাসে এটা নতুন কোন ঘটনা নয়। প্রতি বছরই যে হারে এসব ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটছে, সেজন্যই মুসলমানগণ আজ চিন্তা করতে শুরু করেছে যে, স্বদেশে তাদের জীবন, তাদের সম্মান ও সম্পদ নিরাপদ নয়। এটা অত্যান্ত বেদনাদায়ক যে, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারিগণ (অর্থাৎ পুলিশ ও পি.এ.সি.) জনসংঘের সেচ্ছাসেবকদের মতই মুসলমানদের নাজেহাল ও ভীত-সন্ত্রস্ত করে রাখে।

১৩) কারফিউয়ের সময় পি.এ.সি. বাহিনীর উপস্থিতিতেই দাঙ্গাকারিগণ মসজিদে প্রার্থনারত মুসলমানদের ঘেরাও করে মসজিদ ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

১৪) প্রাক্তন জাতীয়তাবাদী মুসলমান এবং এলাহাবাদ শহরের সম্ভ্রান্ত নাগরিক জনৈক কামরুদ্দীনের গৃহে গুলি চালিয়ে পুলিশ তাঁর চাকরকে হত্যা করেছে। তাঁর পুত্র সাবেক অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট জনাব শামসুদ্দীনকে নাজেহাল করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষের নিকট এর প্রতিবাদ জানিয়েও কোন ফল হয়নি। রিলিফ কমিটির রিপোর্টে এ ধরনের ডজন ডজন ঘটনা লিপিবদ্ধ রয়েছে।

১৫) থানা-হাজতে গ্রেফতারকৃত মুসলমানদের কোন পানীয় বা খাবার সরবরাহ করা হয়নি। উপরন্তু তাদের জঘন্য ভাষায় গালাগালি ও অকথ্য অত্যাচার করা একটা সাধারণ নিয়মে পর্যবসিত হয়েছিল।

১৬) পুলিশ ইমামদের মসজিদ ও বাসগৃহ হতে দাড়ি ধরে টেনে বের করে জঘন্য ভাষায় গালিগালাজ, লাথি এবং প্রহার করেছে।

১৭) ১৯৬৮ সনের ১৭ই মার্চের স্মরণীয় দুটো ঘটনা কর্তৃপক্ষের পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণের প্রকৃষ্টতা এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারীরা নিজেরাই যে আইন অমান্য করেছে, তার যথার্থই প্রমাণ করে। আহিয়াপুর হিন্দু জনবসতিপূর্ণ একটা এলাকা। এ স্থানে কয়েকটা মুসলমান গৃহ রয়েছে, যা সাধারণতঃ টিনঢোরনতোলা নামে পরিচিত। একদল হিন্দু জনতা এ গৃহে আক্রমণ চালায়। শক্তিশালী একটা মুসলিম দল এ আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টা করে। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসেই আঠারজন মুসলমানকে গ্রেফতার করে তাদের গৃহগুলো ক্রুদ্ধ জনতার দয়ার উপর ছেড়ে দেয়। অভিযোগে জানা গেছে যে, স্থানীয় দাঙ্গাকারী দুশ্চরিত্রবান হিন্দু ব্যক্তিরা যে-সমস্ত মুসলমানের নাম করেছে, পুলিশ তাদের সবাইকে গ্রেফতার করেছে। সর্বশেষে দাঙ্গাকারীদের উদ্দেশ্যে পুলিশ এই বলে স্থান পরিত্যাগ করে যে, "পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় দেয়া হলো; এ সময় যা খুশী, তাই করতে পার।" পুলিশ কয়েক গজ যেতে না যেতেই দাঙ্গাকারী জনতা ১৭টি গৃহে লুটতরাজ চালায় এবং আগুন ধরিয়ে দেয়।

১৮) অল-ইন্ডিয়া রেডিও-র ভূমিকা ঃ ১৯শে এপ্রিল সকাল ৭-৪৫ মিনিটে অল ইন্ডিয়া রেডিও-র এলাহাবাদ কেন্দ্র হতে দাঙ্গায় নিহত এক হিন্দুর পরিবার-পরিজনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। এ সাক্ষাৎকারে শুধু

www.pathagar.com

বিধবার হৃদয়-বিদারক চীৎকার এবং বাচ্চাদের কান্নাধ্বনি প্রচারিত হয়, যাতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের মনে উত্তেজনার সৃষ্টি করে।

১৯) দাঙ্গার পর পরই মিঃ অমৃত নাহতা এম.পি.-র নেতৃত্বে পার্লামেন্টের সদস্যগণের একটি প্রতিনিধিদল এলাহাবাদ সফর করেন। তাদের মতে ঃ "নিখুঁত পরিকল্পনানুযায়ী দোকানগুলোকে সযত্নে নির্বাচিত ও চিহ্নিত করে সুব্যবস্থানুসারে লুট ও পোড়ানো হয়েছে" এবং তা "জিলা প্রশাসক ও এস.পি.-র নির্লজ্জ পক্ষপাতিত্বের" কথা স্পষ্ট প্রমাণিত করে এবং "সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সে পক্ষপাতিত্ব খুব তীব্র ও প্রকট।"

২০) দিন তারিখের উল্লেখ সহকারে এ দাঙ্গায় নিহত বা আহত মুসলমানের একটা বিরাট তালিকা রয়েছে। পুলিশ কর্তৃক মসজিদ ও অন্যান্য পবিত্র স্থানের বর্বরোচিত কার্যাবলীর প্রমাণও লিপিবদ্ধ আছে।

ত্রিপাঠী, নিগাম, সাকসেনা নামক সাব-ইনস্পেক্টর ও কতিপয় পুলিশ কর্তৃক প্রহারের ফলে আহত মুসলমানদের তালিকা অনেক বিস্তারিত তথ্যই প্রমাণ করে। প্রহারের ফলে আহত ব্যক্তিদের বয়স এগার থেকে সত্তর বছর। পুলিশ কর্তৃক মুসলমানদের লাঠির আঘাত, কিলঘুষি, দাড়ি ধরে টানা-হেঁচড়া, চপেটাঘাত ও রাইফেলের কুঁদো দিয়ে ঘা দেবার ফলে অনেকের হাড় ভেঙ্গে গেছে এবং কেউ কেউ চোখেও আঘাত পেয়েছে।

এখানে আরো উল্লেখযোগ্য যে, পুলিশী প্রহারের ফলে পলায়নকারী মুসলমানদের তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হয়নি। জেলা ও হাসপাতাল সূত্রে একথা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়েছে যে, পুলিশ কোন হিন্দুকে প্রহার করেনি।

রিলিফ কমিটির রিপোর্টে ক্ষতিগ্রস্ত, লুট ও ভস্মীভূত দোকানপাট ও গৃহের পুরো বিবরণ পাওয়া যায়। এ রিপোর্টে একশত দশজন সম্পত্তি-মালিকের নাম ও ঠিকানা লিপিবদ্ধ রয়েছে, যার অধিকাংশই মুসলমান।

মুসলমান ও কতিপয় মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন হিন্দু ব্যক্তি একটা বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবী করেছিলেন। কিন্তু সরকার দাঙ্গা সম্পর্কে অনুসন্ধান কার্য চালানোর জন্য একজন উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মচারী নিযুক্ত করেন। তিনি একটা রিপোর্ট দাখিল করলেও সরকার তা প্রকাশ করেননি বা এ অনর্থপাতের জন্য দায়ী কোন পুলিশ কর্মচারীকে শাস্তি প্রদান করা হয়নি। কেবলমাত্র কয়েকজন জেলাপ্রশাসককে সমপদে বা উচ্চপদে অন্যত্র বদলী করা হয়েছে।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়
'মাও'—এর দুর্যোগ

গ্রাম মাও নাথ ভঞ্জন
জিলা আজমগড় (উত্তর প্রদেশ)
তারিখঃ ২৯শে মার্চ থেকে ৩রা এপ্রিল, ১৯৬৯

মাও নাথ ভঞ্জন উত্তর প্রদেশের সর্বত্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত তাঁত বস্ত্র শিল্পের অন্যতম কেন্দ্রস্থল। আজমগড় জিলায় অবস্থিত এ এলাকাটি সাধারণতঃ 'মাও' নামেই পরিচিত। জনসংখ্যার দিক দিয়ে মুসলিম প্রাধান্য থাকলেও, হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের যৌথ উদ্যোগে শিল্পগুলো পরিচালিত হয়ে থাকে। সেখানকার জনগণের দৈনন্দিন জীবন পদ্ধতি কিরূপ, তা অনুধাবন করার জন্য পাঠকের খেদমতে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা হলো। সুতা ও অন্যান্য কাঁচা মাল হিন্দু ব্যবসায়িগণ সরবরাহ করে থাকে। মুসলমানগণ তাঁত চালায় ও কাপড় বুনে। এর ফলে তারা বেশ অর্থ উপার্জন করছে। কাপড়ে রং ও ইস্ত্রি (ক্যালেন্ডারিং) করে থাকে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণ। অপর দিকে হিন্দু ব্যবসায়িগণই পুনর্বার কাপড়গুলো বিভিন্ন স্থানে বিক্রি করে থাকে। প্রচুর পরিমাণ তাঁতবস্ত্র বিদেশে রফতানী করে মোটা অঙ্কের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়।

ঘটনার বিবরণ

বস্ত্র শিল্প পরিচালনায় উভয় সম্প্রদায়ের স্বার্থ এতটা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত যে, তাদের মধ্যে বনিবনা না হলে শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে দৈনন্দিন জীবনের সুখ-সাচ্ছন্দ্যও বাধাগ্রস্ত হতে বাধ্য। সুতরাং প্রয়োজনের তাগিদেই তারা সব সময় আন্তরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখেই চলে।

এ সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের প্রতিফলন ঘটেছে স্থানীয় পৌরসংঘের গঠনতন্ত্রে। পৌরসংঘের বিশজন সদস্যের মধ্যে বারজনই মুসলমান হলেও পৌরসংঘের চেয়ারম্যান হচ্ছেন একজন হিন্দু। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক না থাকলে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ পরিষদের চেয়ারম্যান হিন্দু নির্বাচিত হতে পারতো না।

www.pathagar.com

এরূপ প্রীতিপূর্ণ সম্পর্কে ভাঙ্গন ধরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সৃষ্টি হয়েছে—পুলিশের এমন অভিযোগকে কোন ক্রমেই বিশ্বাস করা যেতে পারে না। তবে একটা অপ্রীতিকর ঘটনা যে ঘটেছিল, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। তা ঘটেছিল কেবল মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাসের উপর পুলিশের নির্যাতনমূলক হস্তক্ষেপ এবং সুযোগসন্ধানী দুষ্ট প্রকৃতির হিন্দু ব্যক্তিদের সহযোগিতার ফলেই এ অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছিল। হত্যা, লুটতরাজ ও অগ্নিকান্ডের নারকীয় দৃশ্য এ প্রথমবারের মত মাও শহরের মানুষের বুককে কলঙ্কিত করে। একটা সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে ১৯৬৯ সনের ২৯শে মার্চ এ নাটকীয় ঘটনার সূত্রপাত ঘটে। স্থানীয় একটা সিনেমা হলের টিকেট ক্রয়কে কেন্দ্র করে নিসার ও বিজয়কুমার নামক দু'জন বালকের ঝগড়া হয়। এ ঝগড়ার সময় কয়েকজন সিন্ধী বিজয়কুমারের পক্ষ নিয়ে নিসারকে পিটাতে শুরু করে। নিসারের চীৎকার শুনে কয়েকজন মুসলমান বালক সেখানে আগমন করায় উভয় দলের মধ্যে ইট-পাটকের ছোঁড়াছুঁড়ি হয়। মিঃ তারকেশ্বর সিং নামে জনৈক স্থানীয় কম্যুনিস্ট নেতা ঘটনাস্থলে আগমন করে ব্যাপারটা আয়ত্তে আনার চেষ্টা করেন। কিন্তু স্থানীয় একটা ধর্মশালায় ইতিমধ্যেই হিন্দুরা জড়ো হয়ে যায়। নাথরাম নামক জনৈক সাবেক এম.এল.এ-র ভাই রামব্রিক্স রাম মুসলমানদের আক্রমণ করার জন্য হিন্দুদের উত্তেজিত করতে থাকে। কম্যুনিস্ট নেতা তারকেশ্বর সিং সমবেত জনতাকে শান্ত হবার জন্য অনুরোধ করেন। ইত্যবসরে মুসলিম বালকগণ সেখান থেকে কেটে পড়ে। এতে রামব্রিক্স ক্রোধে ফেটে পড়ে এবং হিন্দুদের যুদ্ধধ্বনি "হরহর মহাদেব" বলে চীৎকার করতে করতে মুসলমানদের রওজার দিকে দৌড়াতে থাকে। অন্যান্য হিন্দুরা তার সহগামী হয়। সেখানেও উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে আরেক দফা ইট ছোঁড়া ছুঁড়ি চলে। কিন্তু শান্তশিষ্ট প্রকৃতির কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির হস্তক্ষেপে ব্যাপারটা মিটমাট হয়ে যায় এবং সবাই যে যার গৃহে চলে যায়। কিন্তু ইট-পাটকেল ছোঁড়াছুঁড়ির ফলে দুইজন পুলিশসহ কয়েক ব্যক্তি আহত হয়।

এ দিনটি ছিল আবার দশই মুহররম। বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমণের পর সবগুলো তাজিয়া সমবেত হবার ফলে রওজা শরীফ ছিল মুসলমান সমাগমে ভরপুর। এমনই অবস্থায় আকস্মিকভাবে পি.এ.সি-র একটা দল আগমন করে জনতার উপর লাঠিচার্জ চালায়। জনতাও ইট-পাটকেল দিয়ে এর জওয়াব দিতে থাকে। যা'হোক কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির পুনঃহস্তক্ষেপের ফলে শহরে শান্তি ফিরে আসে। ঘটনাস্থলে আগত ব্যক্তিদের অন্যতম জনাব হাবিবুর রহমান এম.এল.এ.পি.এ.সি. জোয়ানদের ইস্টকবর্ষণে আহত হন।

www.pathagar.com

বিকালের মধ্যেই শহরে প্রায় স্বাভাবিক জীবনযাত্রা চলতে থাকে। সতকর্তামূলক ব্যবস্থা হিসেবে মুসলমানগণ তাজিয়া এবং আখারা মিছিল বের না করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু কোন বিপদ হবে না, পি.এ.সি. জোয়ানদের এমন প্রতিশ্রুতিদানের পর মুসলমানরা মিছিল বের করতে সম্মত হয়। রওজায় আখারার খেলাধূলা যথাযথভাবে চলে। এরপর তাজিয়া মিছিল সহকারে জনতা চকের দিকে অগ্রসর হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ পথিমধ্যে জনৈক মুসলমান বালকের সঙ্গে পুলিশের সামান্য গণ্ডগোল হয়। কিন্তু পুলিশ সাব-ইনস্পেক্টরসহ কতিপয় পুলিশ বালকটিকে পিটাতে শুরু করে। একই সঙ্গে চালায় মিছিলের উপর লাঠিচার্জ। কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে জানা যায় যে, সাব ইন্সপেক্টর নিজ পিস্তল দিয়ে শওকত নামে জনৈক বালককে গুলি করলে সে ঘটনাস্থলেই মারা যায়। মৃত দেহের পোস্টমর্টেম করা হয়েছিল এবং সে রিপোর্ট পুলিশের নিকট আছে বলে জানা গেছে।

নাজিম উদ্দীন নামক অপর একটি ছেলেকে পুলিশ গুলি করে হত্যা করে। সংস্কৃত পাঠশালার নিকটে কয়েক ঘন্টা ধরে তার লাশ পড়ে ছিল, কিন্তু কারফিউয়ের মধ্যে ওর লাশ গায়েব হয়ে যায়। পুলিশের বর্বরতাকে লোকচক্ষুর অগোচর রাখাই ছিল তড়িৎগতিতে কারফিউ জারীর উদ্দেশ্য। হঠাৎ করে কারফিউ জারীর ফলে বহুলোক বিভিন্ন স্থানে অসহায় অবস্থায় আটকা পড়ে থাকে। দিনের বেলায় যারা কার্যোপলক্ষে 'মাও' শহরে আগমন করেছিল, অসহায় আটক ব্যক্তিদের মধ্যে তাদের সংখ্যাই বেশী। এদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের লোক।

পুলিশের বর্বরতা

সান্ধ্য আইন জারীর পর স্বেচ্ছা-সরকার গঠন মারফত পুলিশ নির্বিচারে মুসলমানদের গ্রেফতার শুরু করে। ইতিমধ্যে কালেক্টর, এস.পি.ডি.এস.পি, এবং জিলা প্রশাসক 'মাও' শহরে পৌছে যান। জনসংঘ এবং কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ রাত্রি নয় ঘটিকার মধ্যে থানায় হাজির হবার ফলে তা দুষ্কার্যের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের কংগ্রেসদলীয় চেয়ারম্যান রামগোপাল খান্দেলওয়াল, রমা আর্যতর পাণ্ডে, জগদীশ, তুলসীয়ান, রামব্রিক্স রাম, হরিহর এবং সাবেক এম. এল. এ ব্রিজমোহন দাসের সঙ্গে শলাপরামর্শ চালিয়েই পুলিশ মুসলমানদের গ্রেফতার করতে থাকে।

www.pathagar.com

এ সময়ের মধ্যে গ্রেফতারকৃত কম্যুনিস্ট নেতা তারকেশ্বর সিংহ উক্ত দুষ্কার্যের চাক্ষুস বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে,—

> "রাত নয়টার মধ্যে শহরের কংগ্রেস বাহিনী ও জনসংঘ থানার নিয়ন্ত্রণভার নিজেদের হস্তে গ্রহণ করে। তারা কালেক্টর ও এস. পিকে বিভিন্ন কার্যের হুকুম দিচ্ছিল। শহরে যা ঘটছিল, তার বিকৃত বিবরণই এ সমস্ত সরকারী কর্মচারীদের দেয়া হচ্ছিল। তাদের মধ্যেকার সমস্ত কথোপকথন থানা-হাজত থেকে আমরা শুনতে পাচ্ছিলাম।"

কমরেড রাজেন্দর সিং নামে গ্রেফতারকৃত আরো একজন রাজনৈতিক কর্মী বলেন,—

> "থানার নিয়ন্ত্রণভার ছিল জনসংঘ ও কংগ্রেস দলের হাতে। তারা টেলিফোনে দাঙ্গার খবর শুনে মিথ্যা ও বিকৃতরূপে অফিসারদের নিকট পেশ করতো। যেমন তারা বলে, পাঁচ মিনিটে মাও শহরে ১০৬টা মৃতদেহ পাওয়া গেছে; মুসলমানরা মসজিদ থেকে গুলি চালাচ্ছে, মুসলমানরা ১৩ জন হিন্দু নারীর স্তন কেটে ফেলেছে, এবং এরূপ অনেক কিছু। জিলা প্রশাসক সত্যানুসন্ধানের কোন প্রচেষ্টা না চালিয়ে এ সমস্ত মিথ্যা সংবাদকে সত্য বলে ধরে নিয়ে মুসলমানদের নির্যাতন করবার হুকুম দেন। আমি থানা-হাজত থেকে সবকিছু শুনতে ও এ নাটকীয় দৃশ্য দেখতে পাচ্ছিলাম। কংগ্রেস ও জনসংঘ কর্মীগণ হুকুমনামা লিখে পুলিশের নিকট হস্তান্তর করছিল। দেড়ঘন্টার মধ্যেই যে সমস্ত নিরীহ মুসলমানের বিরুদ্ধে কংগ্রেস ও জনসংঘের বহুদিনের ক্ষোভ ছিল, এরূপ মুসলমানের বিরাট একটা দল গ্রেফতার হয়ে থানায় নীত হলে তাদের আর্তনাদে থানা প্রকম্পিত হতে থাকে।"

উক্ত হিন্দু নেতৃদ্বয় মুসলমানদের সাহায্য করার অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছিল।

একই রাত্রে দাঙ্গাবাজরা জমীর মিনহারের গৃহটি আগুন দিয়ে ভস্মীভূত করে। 'গিনিশ ভবন' নামক পার্শ্ববর্তী গৃহ হতে কাপড়ের টুকরোর মধ্যে প্রস্তর খণ্ড দিয়ে তৈল ও আগুন সহকারে তা জমীর মিনহারের ঘরের ছাদে নিক্ষেপ করে। এর ফলে শুধু জমীর মিনহারের গৃহই নয়, তার পার্শ্ববর্তী এক হিন্দু বিধবার গৃহও আগুনে ভস্মীভূত হয়। আরো একটা মজার ঘটনা এই যে, পার্শ্ববর্তী দোকানের মালপত্র রাস্তায় এনে তা অগ্নি সংযোগে ভস্মীভূত করা হয়। কারণ, দোকান ঘরটার মালিক হিন্দু। মুসলমান দোকানদার হিন্দু ভদ্রলোকের নিকট হতে দোকানটা ভাড়া নিয়ে ব্যবসা চালাতো। এই দুষ্কার্য সংঘটিত হয় সান্ধ্য আইন জারীর পর। কিন্তু পুলিশ ও পি.এ.সি. জোয়ানরা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। এ দাঙ্গার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।

www.pathagar.com

৩০শে মার্চের ঘটনা

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের গৃহে অন্তরীণ রাখার ফন্দিতেই আজো সান্ধ্য আইন জারী থাকে। কারণ, এ সান্ধ্য আইনে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের দুশ্চরিত্রবান ব্যক্তিরা অবাধ গতিতে চলাচল করার সুযোগ সুবিধা পাচ্ছিল। এ সঙ্গে মুসলমানদের ধরপাকড়ও অব্যাহত থাকলো। এক দিনে সর্বমোট ৫৩ জন মুসলমানকে গ্রেফতার করা হয়।

'আজ', 'ডেভাল' এবং 'গাণ্ডিভ' প্রভৃতি হিন্দু সংবাদপত্র মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করে পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোতে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বিস্তারে সাহায্য করতে থাকলো।

সান্ধ্য আইন জারীর ফলে কতিপয় বহিরাগত হিন্দু 'মাও' শহরে আটকা পড়ে যায়। ফলে সংবাদপত্র মারফত গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, তারা সব নিহত ও সমাধিস্থ হয়েছে। এটা যে ডাহা মিথ্যা, স্থানীয় জনৈক অফিসার তা জানা সত্ত্বেও এ খবরের প্রতিবাদ কিম্বা গুজবকারী ও মিথ্যা সংবাদ পরিবেশনকারী সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। কি জঘন্য সংবাদ হিন্দী সংবাদপত্রগুলো প্রকাশ করছিল, তার প্রমাণ স্বরূপ 'ডেভাল' নামক হিন্দী কাগজের কিছু উদ্ধৃতি নিম্নে দেয়া হলো,—

> "যারা পৃথ্বিরাজ, রাণাসিংহ, শিবাজী, লাজপত রায় এবং জগৎ সিংহের ন্যায় বীরবিক্রমে দেশের স্বাধীনতাকে রক্ষা করছিল, তাদের রক্তেই মাও শহরের রাজপথ রক্ত-রঞ্জিত হয়েছে। দেশের বহিরাঞ্চলে জনগণের প্রতি উন্মুখ ব্যক্তিরাই হচ্ছে আক্রমণকারী।"

এ ধরনের সংবাদ পার্শ্ববর্তী গ্রামের হিন্দুদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টির ফলে ৩০শে মার্চ রাত্রিতে 'আনন্দপুরায়' লুটতরাজ চলে। এ গ্রামের চৌদ্দটি মুসলিম গৃহের একটিও লুণ্ঠনকারীদের হাত হতে রেহাই পায়নি। লুণ্ঠনকারীদের বিরুদ্ধে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা পুলিশ কিম্বা পি.এ.সি. কর্তৃক গৃহীত হয়নি। উপরন্তু, প্রাথমিক তথ্য প্রদানের জন্য এ গ্রামের ৬ জন মুসলমান থানায় গেলে তাদের চব্বিশ ঘন্টা আটকিয়ে রাখার পরেও পুলিশ কোন রিপোর্ট লিপিবদ্ধ করেনি। তাদেরকে কোন খাদ্য সরবরাহ, এমনকি, নামাজ পড়বার অনুমতি পর্যন্ত দেয়া হয়নি।

একই রাত্রে জাহাঙ্গীরাবাদের হাজী মোহাম্মদ ফারুক, নাইমুল্লাহ এবং মতিউল্লাহর 'খালিয়ান' (বাহিরে রাখা স্তূপীকৃত শস্য)-এ আগুন ধরানোর ফলে

www.pathagar.com

হাজী মোহাম্মদ ফারুকের ৩৫০ মণ শস্য ভস্মীভূত হয়। বৈদ্যুতিক তার কাটা এবং পাকা গুদামেও অগ্নিসংযোগ চলে। এতেই শেষ নয়, দাঙ্গাকারীরা ঘরের দরজা জানালাগুলো লুটে নিয়ে যায়। নাইমুল্লাহ্ ও মতিউল্লাহর খালিয়ানে অগ্নিসংযোগের সঙ্গে সঙ্গে তাদের ইক্ষুক্ষেতও ভস্মীভূত হয়। মতিউল্লাহ্ উত্তর প্রদেশ সরকারকে শস্যবীজ সরবরাহ্ করতো। হাজী আবদুস সাত্তার নামক অপর এক বিত্তশালী কৃষকের অনেকগুলো খালিয়ান, গুদাম ঘরের ছাদভর্তি ইক্ষুতে দাঙ্গাকারীরা অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করে। উপরন্তু দাঙ্গাকারীরা সেচযন্ত্রপাতি, শস্যবীজ ও ৩৪ মণ আলু লুটপাট করে নিয়ে যায়। রিপোর্ট করবার অজুহাতে পি.এ.সি. জোয়ানরা তাঁর ছেলে শামসুদ্দীনকে থানায় নিয়ে গ্রেফতার করে রাখে। মিসবাউল্লাহ্ নামক জনৈক ব্যক্তির সমুদয় সম্পত্তি লুট ও ভস্মীভূত হয়। দাঙ্গাকারী জনতা কর্তৃক লুণ্ঠিত পানি সেচের যন্ত্রপাতি পুলিশ উদ্ধার করতে সমর্থ হয়নি। এ সমস্ত অপরাধের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার না করা হলেও ভারতীয় ফৌজদারী দণ্ডবিধির বিভিন্ন ধারায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ৫৩ জনকে এ সময়ে গ্রেফতার করা হয়।

৩১শে মার্চের ঘটনা

মুসলমানদের গ্রেফতার এবং প্রহার করবার জন্যই প্রকারান্তরে এদিনও সান্ধ্য আইন বলবৎ থাকে। এরমধ্যে আবার গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, আনন্দপুরা ও মাও শহরের পার্শ্ববর্তী অন্যান্য গ্রামে লুট এবং অগ্নিকাণ্ড চলবে। রাত্রি দশ ঘটিকায় জনাব হাবিবুর রহমান এম.এল.এ জিলা প্রশাসকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে এ গুজব সম্পর্কে অবহিত করেন। কিন্তু জিলার প্রশাসক কোনরূপ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে অসম্মতি জানান। পরবর্তী সময়ে আনন্দপুরা গ্রাম আক্রান্ত ও পাঁচটা গৃহ ভস্মীভূত হয়ে এ গুজবের সত্যতা প্রমাণ করে। গৃহের বাসিন্দারা প্রাণের ভয়ে গ্রামের বাইরে চলে যাওয়ায় কোন প্রাণহানি ঘটেনি।

১লা এপ্রিলের ঘটনা

এদিন ঘোষণা করা হয়, সকাল ১১টা হতে দুপুর ১টা পর্যন্ত দু'ঘন্টার জন্য কারফিউ শিথিল করা হবে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা এতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে নিত্যপ্রায়োজনীয় দ্রব্য কেনার জন্য গৃহের বাইরে গমন করে। কিন্তু কোন কারণ ব্যতিরেকেই হঠাৎ করে দুপুর বারটায় 'কারফিউ' পুনরায় জারী করা হয়।

www.pathagar.com

সমাজবিরোধী ব্যক্তিরা এ সুযোগ গ্রহণ করে প্রায় দেড়শত ব্যক্তি গোলাওয়া এলাকায় আক্রমণ চালায়। আত্মরক্ষার খাতিরে জনৈক ব্যক্তি দাঙ্গাকারীদের প্রতি গুলিবর্ষণ করে। এর ফলে একজন নিহত ও কয়েকজন আহত হয়। দাঙ্গাকারীরা এতে পিছু হটতে বাধ্য হয়। যখন তারা দৌড়ায়ে পালাচ্ছিল, সে সময় পুলিশ ও পি.এ.সি. ট্রাক বোঝাই করে দাঙ্গাকারীদের প্রতি গুলিবর্ষণ করে। এর ফলে একজন নিহত ও কয়েকজন আহত হয়। দাঙ্গাকারীরা এতে পিছু হটতে বাধ্য হয়। যখন তারা দৌড়ায়ে পালাচ্ছিল, সে সময় পুলিশ ও পি.এ.সি. ট্রাক বোঝাই করে দাঙ্গাকারীদের সাহায্য-সহযোগিতা নিয়ে গ্রামে আক্রমণ চালায়। শুধু তাই নয়, তারা বলপূর্বক গৃহে ঢুকে গৃহদ্রব্যাদি লুট এবং বহুসংখ্যক গৃহবাসীকে গ্রেফতার করে হাজতে পাঠায়।

চাকিয়ার ধ্বংসলীলা

গোলাওয়া গ্রাম আক্রমণের পূর্বে চাকিয়া সরাই লক্ষণসী নামক অপর একটি মুসলিম এলাকা অগ্নিসংযোগে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করা হয়। সে এলাকার আটটি গৃহেই সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের লোকেরা অগ্নি সংযোগ করে। মোহাম্মদ সিদ্দিকী ও তার পুত্র মুখতার আহমদ নামক দু'ব্যক্তি নিজেদের গৃহে জীবন্ত দগ্ধ হয়। রমজান খান নামক অন্য গৃহবাসীকে গৃহের বাইরে টেনে এনে খুন ও মৃত দেহকে ছালায় ভর্তি অবস্থায় দাঙ্গাকারীরা আগুনে নিক্ষেপ করে। নিহত রমজান খানের ভাই সোবহান পুলিশের এস-পি'র নিকট এক অভিযোগপত্রে এ ঘটনা নিম্নরুপে বর্ণনা করে,—

> "পহেলা এপ্রিল বেলা প্রায় দশ ঘটিকায় প্রায় দু'নিতশ' জনতা লাঠি, রামদা, বর্শা, তরবারি ও বন্দুক সহকারে আমাদের গৃহের দিকে ধেয়ে আসতে থাকে। এ দৃশ্য দেখে আমি গৃহাভ্যন্তরে গিয়ে আমার ভাই রমজান ও মোস্তাকিমকে এ সংবাদ অবগত করি। মোস্তাকিম ও আমি গৃহের উত্তরদিকে দৌড়িয়ে যাই। মোস্তাকিমকে এ সংবাদ অবগত করি। মোস্তাকিম ও আমি গৃহের উত্তরদিকে দৌড়িয়ে যাই। মোস্তাকিম একটা মহুয়া গাছে ও আমি একটা এমিলি গাছে আরোহণ করি। ভাই রমজান খান গৃহের সদর দরজা বন্ধ করে গৃহাভ্যন্তরেই থাকেন। ততক্ষণে জনতা সিদ্দিকী ও আমাদের বাসা ঘেরাও করে ফেলেছে। এ জনতার মধ্যে ডঃ মুক্তি দেওরায়ের হাতে বন্দুক ছিল। এছাড়া আমি জনতার মধ্যে রাজেন্দ্র রায়, রাম আর্যতর পাণ্ডে, পল্টু, ডাখারী (আরো অনেকের নাম উল্লেখ ছিল) কে চিনতে পারি। যদি জনতাকে দেখানো হয়, তবে আমি আরো অনেককেই সনাক্ত করতে সক্ষম হবো। রামগোপাল, লাল্লুবাবু এবং গোপাল খান্না এক সময় ডঃ পাণ্ডের প্রতি চীৎকার করে বলতে থাকে 'আর দেরী কেন,

www.pathagar.com

খেলা শুরু কর।' তখন শাম্বি, আলগু, খুশী, পল্টু এবং বাগেদু ছাদ টপকে আমাদের গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে প্রধান ফটক খুলে দেয়। মুক্তি দেওরায় ও রাম গোপাল তাদের প্রতি চীৎকার করে গৃহে কেউ থাকলে তাকে টেনে বাইরে আনার নির্দেশ দেয়। ওরা আমার ভাইকে তখন টেনে গৃহের বাইরে আনার নির্দেশ দেয়। ওরা আমার ভাইকে তখন টেনে গৃহের বাইরে নিয়ে আসে। লালুবাবুর প্ররোচনায় উত্তেজিত জনতার মধ্য হতে গণেশ, ফুলচাঁদ, রাজেন্দ্র রায়, নাখু, রামধারী, গোপাল তেলী, মতি, ডাখনি এবং আরো আট-ন জন ব্যক্তি গৃহাভ্যন্তরে ঢুকে সমস্ত দ্রব্যাদি লুট আরম্ভ করে। আমার ভাই চিৎকার করে এর প্রতিবাদ জানায়। তখন রাম আর্যতর একটা রামদা দিয়ে তাকে কোপ মারে। তারপর সীতারাম, শামু, মতিলাল (আরো অনেকের নাম ছিল) এবং আরো দু'তিন ব্যক্তি ভাইয়াকে নির্দয়ভাবে প্রহার করতে থাকে। এর ফলেই তিনি মারা যান। রাম আর্যতর পান্ডে এবং রামগোপাল পান্ডে খান্দেলওয়াল কর্তৃক উত্তেজিত হয়ে এক সময়ে কয়েকব্যক্তির গৃহে কেরোসিন তৈল ছিটিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। মোস্তাকিম ও আমার সঙ্গে মাহবুব, আসগর এবং রউফ এ দৃশ্য অবলোকন করে। কারণ তারা আমার সঙ্গে এমিলি গাছে আত্মগোপন করেছিল। সিদ্দিকীর গৃহও একই পন্থায় ভস্মীভূত হয় এবং সিদ্দিকী ও তার পুত্র মুখতার আহমদ গৃহে অন্তরীণ অবস্থায় জীবন্ত দগ্ধ হয়। এরপর জনতা ডমিন পুরার দিকে ধাবিত হয়। কিছুক্ষণের মধ্যে পুলিশ ও পি.এ.সি বাহিনী এসে হাজির। রউফ ও আমি তখন গাছ থেকে নেমে তাদের নিকট আমাদের দুর্দশার কাহিনী বলতে থাকি। কিন্তু তারা আমাদের নির্দয়ভাবে প্রহার করতে থাকে। মারের চোটে রউফের হাত ভেঙ্গে যায়। আমাদের গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। আমাদের এ অবস্থা দেখে গাছে আরোহণকারী অন্যান্যরা নীচে নেমে আসেনি।"

সোবহানের উপরোক্ত অভিযোগ সত্ত্বেও আজ ছয় সপ্তাহ পর এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।

দাঙ্গায় পুলিশ ও পি.এ.সি বাহিনীর ভূমিকা

পুলিশ ও পি.এ.সি, কেবল তাদের কর্তব্যে গাফলতি করেনি বরং দাঙ্গাকারীদের দুস্কার্যের প্রতি বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছে। শুধু তাই নয়, লুট ও অন্যান্য সংঘটিত দুষ্কার্যে তারা সরাসরিভাবে অংশ গ্রহণ করেছে। তারা কাউকে গ্রেফতার কিম্বা আগ্নেয়াস্ত্র অনুসন্ধানের জন্য কোন গৃহে প্রবেশ করলে, সে গৃহের সমুদয় অর্থ ও অন্যান্য গৃহসরঞ্জামাদি লুঠতরাজ করে নিয়ে এসেছে। গোলাওয়ার ৫৫টি গৃহে

www.pathagar.com

বলপূর্বক ঢুকে তাদের সর্বস্ব লুটে নিয়েছে পুলিশ ও পি.এ.সি বাহিনীর সদস্যগণ। এমনকি তাঁতযন্ত্রের কাপড় বেয়নেট দিয়ে কেটে নিয়েছে। এই ৫৫টা গৃহে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় একলাখ টাকা। লুটতরাজের ফলে ভাঙ্গাবাক্স ও অন্যান্য গৃহসরঞ্জামাদি সাতদিন পর্যন্ত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় এখানে ওখানে দেখা গেছে।

এ ঘটনা অনুসন্ধানকারীগণ সবাই পুলিশের অপকর্মের কথা উল্লেখ করেছেন। মিঃ নারায়ণ সিং এম. পি. এ. গোলাওয়ারের লুটতরাজকে নিম্নভাবে বর্ণনা করেছেন,—

> "গোলাওয়ার প্রায় সমস্ত গৃহের দরজাই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। একটা ভাঙ্গাঘড়ি, রেশমী কাপড়ের টুকরো, তাঁতযন্ত্রের কাপড় যা অতি তীক্ষ্ণ অস্ত্র দিয়ে কাটা হয়েছে এবং সর্বস্ব লুণ্ঠিত উন্মুক্ত বাক্স সংঘটিত দৃশ্যেরই সাক্ষ্য দিচ্ছে। পি.এ.সি জোয়ানদের বর্বরতা সকল সীমা অতিক্রম করেছে।"

এ-সব বর্বরোচিত কার্যের দোষ পুলিশের উপর চাপিয়ে দিয়ে অনন্ত রাম জেইসয়াল বলেছেন,—

> "পহেলা এপ্রিলের মধ্যাহ্নকালে গ্রামে ইট পাটকেল ছোঁড়াছুঁড়ি ও গুলিবর্ষণ হয়। পুলিশের হিংসাত্মক মনোভাবের পরিচয় গোলাওয়ার প্রতিগৃহে সঞ্চিত রয়েছে।"

দারুস সেহাত নামক মাও শহরের একটি কারখানার অংশীদার জনাব আবদুল ওয়াসি উত্তর ভারতের পুলিশ প্রধানের নিকট যে অভিযোগপত্র প্রেরণ করেছিলেন তাতে গোলাওয়ার পুলিশী বর্বরতার স্বাক্ষর পাওয়া যায়। অভিযোগ পত্রটি নিম্নে ছাপা হলো,—

> ...."আজ অর্থাৎ ১৯৬৯ সনের ৪ঠা এপ্রিল সকাল এগারটা থেকে কারফিউ প্রত্যাহার করা হয়। আমার দু'ভাই ডাঃ ফয়েজ উদ্দিন ও ডাঃ এজাজ উদ্দিন রোগী দেখে ফিরে এসে যখন কাপড় চোপড় বদলাচ্ছিলেন তখন একজন ইন্সপেক্টর, দু'জন সাব-ইন্সপেক্টর ও পি. এ. সি জোয়ান ও ছদ্মবেশধারী কতিপয় স্থানীয় ব্যক্তি রাস্তার দিককার সদর দরজা ভেঙ্গে কারখানায় প্রবেশ করে। এরপর কারখানার অফিস গৃহের তালা ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকে। তারা গডরেজটা উল্টিয়ে ফেলে। উক্ত টেবিলের একটা গোপন কুঠিতে নগদ অর্থ ও কারখানার প্রয়োজনীয় কাগজপত্র থাকতো। সেদিন উক্ত গোপন কুঠিতে আঠার উনিশ হাজার টাকার নগদ অর্থ ছিল। দাঙ্গাকারীরা গোপন কুঠির তালা ভেঙ্গে সমস্ত অর্থ নিয়ে যায়। তারা সমস্ত কাগজগুলো ঘরময় ছড়িয়ে এবং টাইপ

www.pathagar.com

রাইটারটা মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে। এ সমস্ত দ্রব্যাদি মেঝেতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় এখনও রয়েছে।[১১]

"এরপর তারা মূল কারখানা কক্ষে প্রবেশ করে। এখানে দ্রব্যাদি প্যাকেট অবস্থায় গুদামজাত ছিল। তারা সব জিনিসকে পা দিয়ে পিষে ফেলে। এরফলে বিপুল ক্ষতি হয়। কক্ষে রক্ষিত ঔষধ ও কাগজগুলো ঘরময় ছত্রবিছত্র করে ফেলে।

"জোয়ানরা ও অফিসাররা তখন গৃহের আবাসিক এলাকায় প্রবেশ করে। মেয়েদেরকে উৎপীড়ন করার পর তাদেরকে রৌদ্রকরোজ্জল আঙ্গিনায় সমবেত হতে আদেশ ধেয়া হলো। চিৎকার চেঁচামেচি শুনে উপরের তলার অফৈখ।ষমান অঅশঅল দুভাই নিচে এলেন।

"অফিসারগণ তাদের নিকট বাড়ীর মালিক কে তা জানতে চাইলো। তারা উত্তর দিলেন যে গৃহের একজন কর্তা ইতিপূর্বেই কারাগারে নিক্ষিত হয়েছেন অপরজন তাকে জামিনে মুক্ত করবার জন্য ৩১শে মার্চ গৃহের বাইরে গেছেন।

"যদি মালিকদের কেউ উপস্থিত না থাকে তবে তাদের বন্দুক ও গোলাবারুদ দিয়ে দাও"—বলে অফিসার হুকুম করলো।

"তখন ডাঃ ফয়েজউদ্দিন বন্দুক ও কার্তুজ আনয়নের জন্য পিতৃগৃহের দিকে পা বাড়ালেন। পুলিশ অফিসারও তার পশ্চাগমন করলে বন্দুক ও কার্তুজ পুলিশের নিকট হস্তান্তর করা হলো। তারা ডাঃ ফয়েজউদ্দিনকে কক্ষের বাইরে দন্ডায়মান করে কক্ষে ঢুকে সবকিছু তছনছ করতে লাগলো। এ কক্ষের কতিপয় বাক্সে আমার মা ও বোনের নিম্নলিখিত নগদ অর্থ ও অলংকার ছিল—

ক্রমিক নং	দ্রব্যের নাম	সংখ্যা	মূল্য
ক)	স্বর্ণহার	১ টা	১৫০০.০০
খ)	স্বর্ণ কাঙ্গনি	১ জোড়া	৭০০.০০
গ)	রূপার পায়েল	১ জোড়া	৫০.০০
ঘ)	স্বর্ণ টিকা	১ জোড়া	২৫০.০০
ঙ)	বিভিন্ন বাক্সে রক্ষিত নগদ অর্থ		৫০০০.০০
			মোট - ৯০০০.০০

"বাক্সে রক্ষিত আমার পিতার সমুদয় বস্ত্র ও কাগজ বিক্ষপ্তভাবে ফেলে দেয়া হয়। আমার পিতার বাক্সে নগদ অর্থ ও অন্যান্য দ্রব্যাদি থাকতে পারে, তার বিস্তারিত বিবরণ দিতে আমি অপারগ। দাঙ্গাকারীরা আমার পিতার নয়শত টাকা মূল্যের স্বয়ংক্রিয় ওমেগা ঘড়িটি লুটে নিয়ে যায়।

www.pathagar.com

"কক্ষের বাইরে এসে তারা ডাঃ ফয়েজউদ্দিনকে ঘরের মেয়েদের সঙ্গে রৌদ্রে দন্ডায়মান করায়।

"দ্বিতীয় ভ্রাতা ডাঃ এজাজ উদ্দিনকে আমার চাচা আয়েন উদ্দিনের কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়। তাকে বন্দুক হস্তান্তরের নির্দেশ দেয়া হলে সে যথাযথভাবে তা পালন করে। এরপর ডাঃ এজাজ উদ্দিনকে কক্ষের বাইরে দন্ডায়মান রেখে উক্ত কক্ষে ঢুকে সব কিছু তছনছ করে ফেলে। উপরন্তু, তারা আমার চাচী আম্মা ও চাচাতো বোনের নিম্নলিখিত অলঙ্কার ও নগদ অর্থাদি লুটতরাজ করে নিয়ে যায়—

ক্রমিক নং	দ্রব্যের নাম	সংখ্যা	মূল্য
ক)	স্বর্ণের হাসুলি	১টা	১১০০.০০
খ)	আংটি (স্বর্ণ)	২টা	৫০০.০০
গ)	স্বর্ণের ছাপকা	১টা	৭০০.০০
ঘ)	রৌপ্য কাটা	১টা	১০.০০
ঙ)	স্বর্ণ কাটা	১টা	১৫০.০০
চ)	স্বর্ণের গুলুব্যাণ্ড	১টা	১৩০০.০০
ছ)	নগদ অর্থ		৩৫০০.০০

বিঃ দ্রঃ জনাব আয়েন উদ্দিনের বাক্সে রক্ষিত দ্রব্যাদির বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়নি। তার প্রত্যাবর্তনের পরই কেবল তা নিরূপিত হতে পারে। তিনিই পরিবারের প্রধান ব্যক্তি।

"এরপর তারা ডাঃ এজাজ উদ্দিনকে তার মায়ের কক্ষে নিযে যায়। এবং পূর্ব নির্ধারিত পন্থায় তাকে কক্ষের দরজায় দন্ডায়মান রেখে সব কিছু তছনছ করে নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি নিয়ে যায়—

ক্রমিক নং	দ্রব্যের নাম	সংখ্যা	মূল্য
ক)	স্বর্ণ টিকা	১টা	২৫০.০০
খ)	স্বর্ণের কর্ণ আংটি	২টা	৫০০.০০
গ)	রৌপ্য পায়েল	২টা	২০০.০০
ঘ)	নগদ অর্থ		২৫০০.০০

www.pathagar.com

"এ কক্ষের বাইরে এসে তারা ডাঃ ফয়েজ উদ্দিনকে তিরস্কার করে এবং কোনটা তার কক্ষ তা জিজ্ঞাসা করে। 'আমার কক্ষ দ্বিতলে' বলে তিনি উত্তর দিলেন। "তারা টেনে হিঁচড়ে তাকে উপরের তালায় নিয়ে গেলো। ডাক্তার-এর স্ত্রী উপরের তালায় আত্মগোপন করেছিল। তারা টান দিয়ে তাকে বের করে ফেলে। দাঙ্গাকারীরা তার গলায় শোভিত ১৫০০ টাকা মূল্যের স্বর্ণ হার, তিন শত টাকা মূল্যের কানের ঝুমকা ও তিনশত টাকা মূল্যের হাত ঘড়িটি জোর পূর্বক ছিনিয়ে নেয়। তারা ডাঃ ও তার স্ত্রীকে কক্ষের বাইরে রেখে ভেতরে প্রবেশ করে। কক্ষের কি কি দ্রব্য লুট হয়েছে তা দেখার সুযোগ ডাক্তার পাননি। ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ দেয়া কেবল তার পক্ষেই সম্ভব। ডাক্তারের কক্ষে রক্ষিত আড়াই শত টাকা মূল্যের সাদা স্টিলের স্পেশাল রোমার ঘড়িটিও দাঙ্গাবাজরা নিয়ে যায়। এ কক্ষের সঙ্গেই সংযুক্ত হচ্ছে ডাঃ এজাজ উদ্দিনের কক্ষ। দাঙ্গাকারীরা সে কক্ষে প্রবেশ করে সমস্ত দ্রব্যাদি নিয়ে যায়।

ক্রমিক নং	দ্রব্যের নাম	সংখ্যা	মূল্য
ক)	স্বর্ণ হার	১ টা	১৫০০.০০
খ)	স্বর্ণ কাঙনি	১ জোড়া	৭০০.০০
গ)	রৌপ্য পায়েল	১ জোড়া	৫০.০০
ঘ)	স্বর্ণ-টিকা	১ জোড়া	২৫০.০০

"পাঁচশত টাকা সম্বলিত ডাক্তারের পার্সটিও দাঙ্গাবাজরা লুটতরাজ করে নেয়।

অতঃপর দাঙ্গাকারী দলটি নীচে নেমে এসে অপেক্ষমান নারী শিশুদের উদ্দেশ্য করে বলে, 'তোমাদের কাছে যা আছে দিয়ে দাও।' এতে ভীত হয়ে নারীরা ক্রন্দন শুরু করলে তারা নারীদের পিটাতে থাকে। তারা বন্দুকের রসিদ আনার জন্য ডাক্তার দু'জনকে তাদের সঙ্গে যেতে বলে। তারা এ দুজনকে টেনে বের করে পিটাতে পিটাতে রাস্তায় নিয়ে যায়।

"এ সময় ডাক্তার দুজনকে দেখার জন্য নারী শিশুরা দৌড়ে দ্বিতলে উঠে। পি.এ.সি কর্তৃক আনীত অন্যান্য লোকদের সঙ্গে ডাক্তার দুজনকে রৌদ্রে দাঁড় করানো হয়। পি.এ.সি জোয়ানরা তাদের ঘেরাও করে পিটাতে থাকে।

"আমরা তাদের চিৎকার শুনতে পেয়েছি। এক সময়ে আমরা স্পষ্টতঃ অনুধাবন করতে পারি যে তারা নিস্তেজ হয়ে পড়েছে কিন্তু তথাপি মারপিট বন্ধ করা হয়নি।"

www.pathagar.com

গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদের উপর পুলিশী নির্যাতন

সান্ধ্য আইন ভঙ্গ ও অন্যান্য মিথ্যা অজুহাতে দু'শত পঞ্চাশজনেরও বেশী ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। এদের অধিকাংশকে পুলিশ বলপূর্বক গৃহে ঢুকে গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদের মধ্যে ৪৫ জনই হয় ৫০ থেকে ৭০ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ নতুবা দশ থেকে পনের বছর বয়স্ক কিশোর। জনাপনের ব্যতীত অন্য সবাইকে লাঠি কিম্বা রাইফেলের কুঁদো দিয়ে নির্দয়ভাবে প্রহার করা হয়। এদের মধ্যে তের জনের শরীরের কোন না কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভেঙ্গে যায় এবং অপর দু'জন বেয়নেটের আঘাতে আহত হয়। উপরন্তু প্রাথমিক চিকিৎসা ও খাবার সরবরাহ না করে চব্বিশ থেকে ছত্রিশ ঘন্টা পর্যন্ত থানা হাজতে আটক রাখার পরে এদেরকে জেলখানায় প্রেরণ করেছে। কমরেড তারকেশ্বর সিং নামে জনৈক রাজনৈতিক কর্মী এ সময় গ্রেফতার হয়ে থানায় নীত হয়েছিলেন— মুক্তির পর তিনি নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রদান করেন,—

> "গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদের নির্দয়ভাবে প্রহারের ফলে অধিকাংশের অবস্থাই শোচনীয় হয়ে পড়ে। এরপর তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয় তারা হিন্দুস্তান না পাকিস্তানে বাস করছে? যখন তারা হিন্দুস্তানের কথা বলে তখন তাদের বেদম পিটুনি দেয়া হয়। এ সময় কালেক্টর, এস.পি, ডেপুটি এস.পি, মহকুমা হাকিম মিঃ সিং ও সার্কেল ইন্সপেক্টর বাজীনাথ শর্মা থানায় উপস্থিত ছিলেন। ক্ষুদ্রাকায় থানা সেলের মধ্যে কমপক্ষে ৬২ জনকে অন্তরীণ রাখা হয়। এমনকি তাদের একবিন্দু পানি পর্যন্ত সরবরাহ করা হয়নি।"

পহেলা এপ্রিল মিঃ শ্যামলাল কানুজীয়া পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে সংবাদপত্র প্রতিনিধির নিকট যে বিবৃতি দেন তা নিম্নে দেয়া হলো ,—

> "ভোর বেলা থেকেই আমি থানায় সম্মুখে দন্ডায়মান ছিলাম। আমি যা দেখেছি তা হলো সাম্প্রদায়িক মনোভাব সম্পন্ন স্থানীয় দুশ্চরিত্রবান লোক, পুলিশ ও পি.এ.সি জোয়ানরা নিরীহ ব্যক্তিদের গ্রেফতার করে থানায় এনে নির্দয়ভাবে এমন প্রহার করে যে সে দৃশ্য বর্ণনার ভাষা আমার নেই। অত্যন্ত ধীর মস্তিষ্কে ও পক্ষপাতহীন ভাষায় আমি সমস্তদোষ স্থানীয় সাম্প্রদায়িক মনোভাব সম্পন্ন ব্যক্তিদের ষড়যন্ত্রের শরীক পুলিশ কর্মচারীদের উপর চাপাতে চাই। শক্তির যে উলঙ্গমূর্তি পুলিশ ও পি.এ.সি জোয়ানরা প্রদর্শন করেছে তাতে অতীতের সব

www.pathagar.com

রেকর্ড ম্লান হয়ে গেছে। এমনকি মসজিদে নামাজ পড়বার জন্য আগমনকারী মুসল্লীগণও তাদের হাত থেকে রক্ষা পায়নি। মোগলপুরা চান্দপুরা, আল্লাদাদ পুরা মসজিদ হতে অনেক ব্যক্তিকে গ্রেফতারও নির্দয়ভাবে প্রহার করে পুলিশ প্রতিহিংসা চরিতার্থ করেছে। পুলিশ ও জোয়ানরা বুটজুতা পরে সরাসরি মসজিদে প্রবেশ করে মসজিদকে অপবিত্র করেছে। চান্দপুরা মসজিদে প্রার্থনারত মুসল্লীদের উপর হামলা চালিয়ে পুলিশ বেয়নেট বিদ্ধ করে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো যে এসব আওরঙ্গাবাদে গ্রেফতার হয়েছে বলে পুলিশ কাগজে কলমে দেখিয়েছে।

"জনৈক পুলিশ সাব ইন্সপেক্টর খায়রুল বাসার নামক জনৈক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে তার দাড়ির এক অংশ টেনে ছিড়ে ফেলে। এমনকি পুলিশ ও পি.এ.সি'র এ বর্বরতার হাত থেকে মেয়েরাও রেহাই পায়নি। তাদের গলার গহনাই শুধু ছিনিয়ে নেয়া হয়নি উপরন্তু বিভিন্নভাবে তাদের উৎপীড়ন করা হয়েছে। ভারতীয় ক্রান্তিদলের এক রিপোর্টে জানা যায় যে পুরুষ ও নারীদের সনাক্ত করার অজুহাতে মেয়েদের স্তন অনাবৃত করা হয়েছে।"

যে সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়

উপরোক্ত বিবরণ থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে,—

ক) উক্ত গোলযোগ মূলতঃ সাম্প্রদায়িক ছিল না। জেলা প্রশাসকবর্গ নিজেদের কুকীর্তিকে ঢাকবার মানসে সাম্প্রদায়িক ছাপ দেবার প্রয়াস পাচ্ছিল। চাকিয়া ও আনন্দ পুরায় সংঘটিত লুঠতরাজ, অগ্নিকান্ড ও হত্যাকান্ড পুলিশী ষড়যন্ত্রেরই ফল এবং এতে তাদের পূর্ণ সমর্থন ছিল।

খ) পুলিশ ও পি.এ.সি বাহিনী সমাজ বিরোধী ব্যক্তিদের দুষ্কার্য করার অবাধ সুযোগ দিয়েছিল। কারফিউয়ের সময়ে সমাজবিরোধী ব্যক্তিরা গৃহ ও খালিয়ান ভস্মীভূত করলেও পুলিশ তাদের কাউকে গ্রেফতার করেনি। সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের মাত্র পনের জনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তাদের মধ্যে দশজন ছিল 'মাও' এর অধিবাসী অন্য পাঁচজন তালরসের তাড়ি প্রস্তুত করতো। 'মাও' এর অধিবাসী উক্ত দশজনকে গ্রেফতার করার কারণ ছিল তারা মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতিশীল মনোভাব প্রদর্শন করেছিলেন। হত্যা, অগ্নিকান্ড এবং লুটতরাজের ঘটনাবলী কারফিউয়ের মধ্যেই সংঘটিত হয়েছিল।

www.pathagar.com

গ) আজমগড় থেকে প্রকাশিত হিন্দী পত্রিকা 'দেভাল' এবং কাশী থেকে প্রকাশিত 'গান্দিও' ও 'আজ' পত্রিকা সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টির জন্য মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করলেও কোন প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা করা হয়নি। পক্ষান্তরে নিজেদের কুকর্মের সমর্থনে তারা অন্যায় ভাবে জেলা প্রশাসকবর্গের উদ্ধৃতিও ব্যবহার করেছে।

ঘ) পুলিশ ও পি.এ.সি কেবল সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের দাগী ব্যক্তিদের উৎসাহই প্রদান করেনি উপরন্তু তাদের সঙ্গে সরাসরি লুটতরাজে অংশ গ্রহণ করেছে। অধিকাংশ গৃহে তারাই লুটতরাজ চালিয়েছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দুর্দশার জন্য তারাই মূলতঃ দায়ী।

ঙ) জেলা প্রশাসকবর্গ, কিছু সংখ্যক কংগ্রেসী ও জনসংঘ নেতৃবৃন্দ এটাকে সাম্প্রদায়িক ছাপ দিতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন কিন্তু সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হননি। মাও শহরে বসবাসকারী হিন্দু মুসলমানের সম্পর্ক সাধারণভাবে হৃদ্যতাপূর্ণই ছিল। হিন্দু সংখ্যাগুরু এলাকায় মুসলমান এবং মুসলিম সংখ্যাগুরু এলাকায় হিন্দুরা বেশ নিরাপদেই ছিল। এমনকি তারা একে অপরকে যথাসাধ্য সাহায্য করেছে। কার্যোপলক্ষে 'মাও' শহরে আগত, হিন্দুব্যক্তিরা যারা কারফিউয়ের জন্য গৃহে প্রত্যাবর্তন করতে পানেনি, মুসলমানগণ তাদেরকে অতিথি হিসেবে গ্রহণ করে সর্বপ্রকার ভাবে সাহায্য প্রদান করেছে।

---

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট—এক

মিঃ রাজনারায়ণ এমপি'র বিবৃতি

'মাও' এর গোলযোগকে কোন ক্রমেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বলে আখ্যায়িত করা যায় না। সমাজ বিরোধী ব্যক্তিগণ কর্তৃক শ্রমিকদের মজুরি বঞ্চনার ষড়যন্ত্রের ফলেই এ গোলযোগের সূত্রপাত হয়। আর এর জন্য দায়ী আজমগর জেলার সরকারী প্রশাসকগণ।

আমরা ১৯৬৯ সনের ৩রা এপ্রিল মাও শহরে গিয়ে সেখানে সত্যসত্যই কোন সাম্প্রদায়িক অশান্তি রয়েছে কিনা এসম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করি। গোলযোগের কারণ অনুসন্ধানের জন্য কালেক্টর, পুলিশের এস.পি, অতিরিক্ত পুলিশ ইন্সপেক্টর জেনারেল, ডি.আই.জি-এর সঙ্গেও যোগাযোগ করা হয়। আমরা শহরের হিন্দু মুসলমান এলাকাগুলো পরিদর্শন করে কোথাও কোন সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা লক্ষ্য করিনি। দু'তিন দিন পূর্বে জনৈক মুসলমানের স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটলে তার শেষকৃত্য সমাধানের জন্য হিন্দুরা সর্বতোভাবে সহযোগিতা দান করেছে। অত্যন্ত দুঃখজনক যে জেলা প্রশাসকবর্গ ও সংবাদপত্রগুলোতে জনগণের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার খবর জানানো হলেও তা উপযুক্ততার সঙ্গে প্রচারিত হয়নি। পক্ষান্তরে, বারানসী হতে প্রকাশিত এক পত্রিকায় একটা মিথ্যা খবর প্রকাশিত হয় যে দাঙ্গায় নিহত সাত ব্যক্তির মধ্যে ছজনই হিন্দু। এ সংবাদ হিন্দুদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি এবং ২রা এপ্রিল ট্রেনে সংঘটিত হত্যাকান্ডের জন্য দায়ী। এবারই সর্বপ্রথম একটানা এত দীর্ঘ সময় মাও শহরে সান্ধ্য আইন বলবৎ থাকে। দেশ বিভাগের সময়েও মাও শহর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মুক্ত ছিল। বর্তমানে দুঃখজনক ঘটনা সূত্রপাত হয় সিনেমা হলে কয়েকজন ছাত্রের মধ্যে সংঘটিত ঝগড়াকে কেন্দ্র করে। কিন্তু স্থানীয় সরকারী কর্মচারীবৃন্দ নিজেদের কার্যের গাফলতিকে ধামাচাপা দেবার জন্য এ ঘটনার অনর্থপাতের সৃষ্টি করেছে। পুলিশ কর্তৃক কয়েকদফা গুলি বর্ষণের ফলে একব্যক্তি নিহত হয়। গুলিবর্ষণের কারণ নির্ণয়ের জন্য বিচার বিভাগীয় তদন্ত হওয়া একান্ত উচিত। আমরা লক্ষ্য করেছি যে থানা জনসংঘ নেতাদের আমদানী কেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়েছে। ৭ই এপ্রিল আমরা আবার মাও শহরে গিয়ে আনন্দপুরা, মান্দাপুরা, টাকিয়া এবং গোলি এলাকা পরিভ্রমণ করি।

www.pathagar.com

ভস্মীভূত গৃহ সংঘটিত বিভীষিকার সাক্ষ্য দিচ্ছে এবং বর্ষিয়সী মহিলাদের চোখের পানি সেখানে বিরাজমান জংলী কানুনেরই পরিচয় দিচ্ছে।

গোলোয়া এলাকার প্রায় প্রত্যেক গৃহেরই দরজা নিশ্চিহ্ন। ভাঙ্গা ঘড়ি, রেশমী কাপড়ের টুকরো, তাঁতযন্ত্রের কাপড় যা অতি তীক্ষ্ণ অস্ত্র দিয়ে কাটা হয়েছে এবং শূন্য বাক্স যার দ্রব্যাদি লুট হয়েছে সেগুলো সংঘটিত দৃশ্যের নীরব সাক্ষ্য দিচ্ছে। পি.এ.সি কর্তৃক সংঘটিত বর্বরোচিত কার্য সত্যি তুলনাহীন। আমরা শুধু একটা তদন্তের দাবিই করছি। ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ এবং মিথ্যা সংবাদ পরিবেশনকারী সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হওয়া উচিত বলে মনে করি।

---

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট—দুই

জনাব হাবিবুল্লাহ্‌র অভিযোগ

জনাব হাবিবুল্লাহ্ ২১.৪.৬৯ তারিখে উত্তর প্রদেশের ইনস্পেক্টর অব পুলিশের নিকট যে অভিযোগপত্র দিয়েছিলেন, তা নিম্নে দেয়া হলো—

আমার নাম হাবিবুল্লাহ্। পিতার নাম হাজী মোহাম্মদ। আমি মাও নাথ ভঞ্জন শহরের বাসিন্দা ও পৌর কমিটির একজন সদস্য। এখানে উল্লেখ থাকে যে পৌর কমিটির অস্থায়ী সভাপতি হিসাবেও আমি কিছুদিন কাজ করেছি। বর্তমানে ভারতীয় ক্রান্তিদলের শহর শাখার সভাপতি হিসেবে নিযুক্ত রয়েছি।

১৯৬৯ সনের পহেলা এপ্রিল, গৃহের দ্বিতলে অবস্থানকালীন বাইরে থেকে কেউ আমাকে ডাকছে শুনে বারান্দায় এসে দাঁড়াই। সেখান থেকে দেখতে পেলাম যে, মাও শহরের সার্কেল ইনস্পেক্টর, সাব ইনস্পেক্টর কৈলাস সিং কয়েকজন স্থানীয় পুলিশ আর্মড কনস্টেবলসহ একতলার দরজায় দণ্ডায়মান। সার্কেল ইনস্পেক্টর আমাকে দেখে বন্দুক ও লাইসেন্স আনতে নির্দেশ দিল। নির্দেশ মোতাবেক নীচে নেমে এসে জানালা দিয়ে বন্দুক ও লাইসেন্স দিয়ে কারফিউ থাকার জন্য গৃহের বাইরে আসতে আমি অপারগ বলে জানালাম। তখন সার্কেল ইনস্পেক্টর আমাকে অভয় দিয়ে বাইরে এসে বন্দুক ও লাইসেন্স দিতে বললো। আমি তার আদেশ মোতাবেক কাজ করলাম। তারপর সে আমার ভাইয়ের বন্দুক, কার্তুজ ও লাইসেন্স আনতে নির্দেশ দিল এবং আমি তা পালন করতে বাধ্য হলাম। আমার নিকট কার্তুজ চাইলে আমার কাছে যে কোন কার্তুজ নেই, তা জানিয়ে দিলাম। এরপর আমাকে তাদের সঙ্গে থানায় গিয়ে বন্দুক ও কার্তুজ প্রাপ্তির রশিদ আনতে বললো। আমাদের সঙ্গে নিয়ে এই দলটি ডমিনপুরার বাসিন্দা সাঈদের পুত্র শাসুদ্দীনের বাসায় গিয়ে তাকে ডেকে বন্দুক ও কার্তুজ দিতে বললো। তাকেও আমার মতই বন্দুক ও লাইসেন্স প্রাপ্তির রশিদ দেবার নাম করে সঙ্গে নিয়ে চললো। আবদুর রহমানের পুত্র সোলায়মান, মোহাম্মদ সিদ্দিকীর পুত্র আবদুল গফুর, এনামুল হকের পুত্র আবদুল কুদ্দুস আনসারী এবং পীর মোহাম্মদের পুত্র জলীলের বাসায় গিয়ে একই নিয়মের পুণরাবৃত্তি ঘটলো। এরা সকলেই তাদের বন্দুক, লাইসেন্স, কার্তুজ এনে দিল এবং সার্কেল ইনস্পেক্টরের দলভুক্ত হয়ে থানাভিমুখে রওয়ানা হলো। আমরা যখন হাজী রহমত উল্লাহ্‌র বাসভবনের দক্ষিণ দিকে দণ্ডায়মান হলাম, তখন আজমগড়ের দিক থেকে একটা জীপে শিবরাম ও ভিরাগী সেখানে এলো। ভিরাগী

www.pathagar.com

আমাদের উদ্দেশ্য করে বললো, 'ভারতীয় ক্রান্তিদলে যোগ দিয়ে আমরা নাকি মাওকে পাকিস্তানে রূপান্তরিত করে ফেলেছি।' শিবরাম বললো, আমাদের সঙ্গে এনে পুলিশ অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে এবং আমাদের উপযুক্ত শাস্তি প্রদানের নির্দেশ দিয়ে উভয়ে জীপে চড়ে চলে গেল। সার্কেল ইনস্পেক্টরের নির্দেশে পি.এ.সি. জোয়ানরা আমাদের ঘেরাও করে ফেললো। কারণ আমরা পাকিস্তানী। আমাদের বসবার নির্দেশ দেওয়ায় আমরা তা পালন করলাম। তারপর সার্কেল ইনস্পেক্টরের নির্দেশে পি.এ.সি জোয়ান ও স্থানীয় পুলিশ রাইফেলের কুঁদো দিয়ে আমাদের পিটাতে শুরু করলো। আমরা তখন আল্লাহ্‌কে ডাকতে থাকলাম। আমাদের মুখে আল্লাহ্‌র নাম শুনে সাব ইনস্পেক্টর দু'জন পুলিশকে নির্দেশ দিয়ে বললো, "যতক্ষণ ওরা আল্লাহ্‌কে ডাকে, ততক্ষণ পিটাও।" যেই হুকুম, সেই কাজ। আমরা নির্দয়ভাবে প্রহৃত হলাম। আবদুল বারী গোফরানের পুত্র মেহেদী ও অন্যান্য কতিপয় ব্যক্তি এ দৃশ্য অবলোকন করেছে। তারপর একটা ট্রাক ভর্তি করে আমাদের থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। রাস্তায়ও রাইফেলের কুঁদোর ঘা চলতে থাকে অবিরাম গতিতে। কালেক্টর এস.পি মোহাম্মদাবাদের এস.ডি.এম. এবং ডি.এস.পি. তখন থানায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের হুকুমেই সার্কেল ইন্সপেক্টর কৈলাস সিং এবং ইকবাল নারায়ণ সিং সার্ব ইনস্পেক্টর আমাকে আরেকদফা মারপিট করে। অন্যান্য পুলিশরা আমার সহযাত্রীদের পিটানোর ভার গ্রহণ করে। ফলে আমরা সবাই মারাত্মকভাবে আহত হই। প্রহারের চোটে আমরা যখন আল্লাহ্‌কে ডাকছিলাম, তখন আমাদের বলা হয়, "এটা পাকিস্তান নয়।" মারের ভয়ে আমরা আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ বন্ধ করলাম। কালেক্টর তখন বললেন, "এদেরকে হাজতে ঢুকাও। কারণ ওরা এখন হিন্দুস্তানী হয়েছে।" থানায় নীত অন্যান্য সকলেই এ ঘটনা দেখেছে। আমার ডান হাত, বাহু, কাঁধ, পিঠ, বাম ও ডান পা, উরু ও হাঁটু, কনুই এবং ডান হাতের কড়ে, আঙ্গুলে মারাত্মক আঘাত পাই। সার্কেল ইনস্পেক্টর কর্তৃক গৃহীত বন্দুক, লাইসেন্স ও গোলাবারুদের কোন রশিদ আমরা পাইনি।

১৯শে এপ্রিল জেলখানা থেকে মুক্তি পেয়ে রবিবার দিন ২০শে এপ্রিল এই অভিযোগনামা তৈরি করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আজ রেজিস্ট্রার্ড পোস্টে আপনার নিকট পাঠাচ্ছি। জেলে থাকাকালীন আমাকে লেখার কোন সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়নি। জেলার বলেছেন, একমাত্র বাড়িতে গিয়েই আমি কেবল আমার অভিযোগ লিখতে পারবো।

---

www.pathagar.com

তথ্যনির্দেশ প্রথম অংশ

১. ভারত ও বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী শক্তির যৌথ চক্রান্ত: বদরুদ্দীন উমর: সংস্কৃতি প্রকাশনী, ১৯৯৪ ঢাকা।

২. প্রাগুক্ত।

৩. প্রাগুক্ত।

৪. প্রাগুক্ত।

৫. প্রাগুক্ত।

৬. 'রোববার' ১৬ বর্ষ ২০ তম সংখ্যা ১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪।

৭. প্রাগুক্ত।

৮. প্রাগুক্ত।

৯. প্রাগুক্ত।

১০. কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'নয়া আন্তর্জাতিক' ফেব্রুয়ারী ১৯৯৩ ও খান ব্রাদার্স এন্ড কোং ঢাকা থেকে প্রকাশিত ১৯৯৪ 'আমি ধর্ম-বলছি'।

১১. প্রাগুক্ত।

১২. ১৯০৪ সালে 'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকায় 'ভীষণ দাংগা' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের অংশ। বাংলা একাজেমী, ঢাকা প্রকাশিত ডঃ মুনতাসির মামুন এর গ্রন্থ "উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্র দৃষ্টব্য: ১৯৮৮.

১৩. প্রাগুক্ত।

১৪. প্রাগুক্ত।

১৫. প্রাগুক্ত।

১৬. দৈনিক 'আজকাল' ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৯২ সংখ্যা কলকাতা থেকে প্রকাশিত।

১৭. Birth of Bangladesh: Kamruddin Ahmed: Dhaka, 1975 (p. xxi-xxvi)

১৮. Religion in the Middle East (2) Combridge University Press: 1969, (p. 121-122).

১৯. বিশ্ব ইতিহাস প্রসঙ্গে ঃ পন্ডিত জওহারলাল নেহেরু: পৃঃ ১২৩.

২০. ময়মনসিংহের সাহিত্য ও সংস্কৃতি: গোলাম সাদমানী কোরায়াশী: জেলা বোর্ড ময়মনসিংহ, ১৯৭৮, পৃষ্ঠা, ৯.

www.pathagar.com

২১. সমাজের ঝড়ো পাখি বেনজীর আহম্মদ: আবু জাফর শামসুদ্দিন।
২২. আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর ঃ আবুল মনসুর আহমদ। পৃ: ২৫৩-২৫৬. প্রকাশ ১৯৭৪.
২৩. প্রাগুক্ত।
২৪. প্রাগুক্ত। পৃষ্ঠা, ২৭০-২৭১
২৫. আ: বা: পত্রিকা '৮৯ ডিসেম্বর ১৯৯২ সংখ্যায় পুনপ্রকাশিত।
২৬. যায় যায় দিন: ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৯২ সংখ্যা, ঢাকা।
২৭. অতীত দিনের স্মৃতি: আবুল কালাম শামসুদ্দীন, ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত।
২৮. প্রাগুক্ত।
২৯. Namita Bhandar, Loules Fernandes and Minu Jain: New Helhi. `SUNDAY' 7-13 Feb 1993 India.
৩০. Namita Bhandar: N Delhi and Ranvir Nayar, Bombay. 'SUNDAY' 28th Feb to 6th march 1993.India.
৩১. Christian Institute for the study of Religian and Socicty, 14/2, Sadder Street, Calcutta- 700016. India.
৩২. ভারতের বর্তমান অবস্থা ও মোছলমানের কর্তব্য: সিরাজী ছোলতান, ৮ম বর্ষ, ১৭শ সংখ্যা, ২১ শে ভাদ্র ১৩৩০ ইংরেজী ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯২৩.
*১. সৈয়দ হালিম: এম এ. (রাষ্ট্রবিজ্ঞান). বর্তমানে ঢাকা নিবাসী। লেখালেখি ও কম্পিউটার ব্যবসায় জড়িত। জন্মস্থান: মেদনীপুর, ভারত।
*২. মোহাম্মদ আতিক: কলিকাতার খিদিরপুরের বাসিন্দা। সাত পুরুষ ধরে ভারতে বাস করেন। ব্যবসায়ী। বয়স ৪৫ বছর।
*৩. শাহনাজ খাতুন। বয়স ২১ বছর। বেসরকারী চাকুরী করেন। কলকাতা, খিদিরপুর অঞ্চলের বাসিন্দা।
*৪. ভাষ্যকার নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক। বয়স ৩৫ বছর। পেশা, শিক্ষকতা। কলকাতা শ্রীরামপুরের বাসিন্দা।
*৫. সাজেদা খাতুন। পেশা সমাজকর্মী। বযস ২৭ বছর। খিদিরপুর, কলকাতার বাসিন্দা।
*৬. মোহাম্মদ ইসমাইল: জন্ম:আমহাটি, বিহার। পেশা হোটেল কর্মী। বয়স ৪৫ বছর।
*৭. বাংলাদেশী ব্যবসায়ী। অরূপ গজনবী। বয়স ৩০ বছর।

www.pathagar.com

*৮ সাবেক মন্ত্রী এ. কে. এম. হাসানুজ্জামান। বর্তমান পেশা আইন ব্যবসা। কোলকাতা হাইকোর্ট ও সুপ্রীমকোর্টের আইনজীবি। রিপন স্কোয়ার, কলকাতা ভারতের বাসিন্দা।

*৯. GARMA-GARAM (ONE) গ্রন্থকার কর্তৃক লন্ডন থেকে সংগৃহীত।

*১০. দৈনিক ইনকিলাব-এ মুদ্রিত মিডিয়া সিন্ডিকেট প্রদত্ত সংবাদ।

*১১. প্রাগুক্ত। সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪.

*১২. প্রাগুক্ত। সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪.

*১৩. প্রাগুক্ত। সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪.

*১৪. Safety is Indivisible the Worning from Bombay Riots by: Madhu Kishwar: of A Comparative study of Communalism in Bangladesh and India by Sultana Nahar. Page: 319-336. Published 1994. Dhaka Prokash.

* ২-৮ এবং ১৩নং সাক্ষাৎকারের অংশবিশেষ প্রাগুক্ত গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে।

তথ্য নির্দেশ দ্বিতীয় অংশ

১. নেহেরু, জওহরলাল, বেতার ভাষণ, আগস্ট ১৯, ১৯৪৭। বিস্তারিত বিবরণের জন্য নেহেরু রচিত 'ইন্ডেপেন্ডেন্স এন্ড আফটার', নিউইয়র্ক, ১৯৫০ , পৃষ্ঠা- ৪৩-৪৬ দেখুন।

২. গুপ্ত, ডঃ যতি ভূষণ দাস, 'এন্দো-পাকিস্তান রিলেশনস', ১৯৪৭-৫৫ (হেগের ইন্সটিটিউট অব সোশ্যাল স্টাজি-এ ডক্টরেট ডিগ্রীর জন্য প্রদত্ত থিসিস) ডজামবাটান, আমাস্টারডাম, ১৯৬০, পৃষ্ঠা-২১৫-১৬ দেখুন।

৩. বিষয়বস্তু পুনর্লিখন বা সম্পাদনের তেমন কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। লেখা কাঁচা হলেও বিবরণে সত্য ঘটনাই বিধৃত হয়েছে। পশ্চিমা লেখক গোষ্ঠীর তুলনায় এখানে এ লেখায় শৈল্পিক গুণ ও সুষ্ঠু সম্পাদনের অভাব থাকতে পারে—কিন্তু সরলতার কোন অভাব এতে নেই। সকলেই জানেন যে, সত্য শিল্পের চেয়ে উজ্জল এবং শক্তির চেয়েও বলবান।

৪. 'বাঞ্চ অব থট'— গোলওয়ালকার, পৃষ্ঠা-১৫৩ দেখুন।

৫. পূর্বোক্ত —পৃষ্ঠা ১৫২ দেখুন।

৬. পূর্বোক্ত— পৃষ্ঠা ৩৩৫-৩৬ দেখুন।

www.pathagar.com

৭. আর.এস.এস ঃ 'এ ডেনজার টু ডেমক্রেসি', মিসেস সুভদ্র জোসি, পৃষ্ঠা-৮ দেখুন।

৮. 'দি অর্গানাইজার' মে ৭, ১৯৬৭ সাল।

৯. 'দি অর্গানাইজার 'মে, ২১, ১৯৬৭ সাল।

১০. 'হামারা ইতিহাস' দ্বিতীয় খণ্ড, রামচরণ বিদ্যারথি, ১৯৬৬ সন সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৩৩ দেখুন।

১১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৫ দেখুন।

১২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১০৪ দেখুন।

১৩. দ্বীনে তালিমী কাউন্সিল, ৯৯ গোয়ালী রোড, লাক্ষ্ণৌ পাঠ্য পুস্তক হতে ১৫৩টা উদাহরণ সহযোগে একটা প্যাম্পলেট প্রকাশ করেছে, যাতে হিন্দু পুরাণের এবং ধর্মের উৎকর্ষ কিম্বা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ রয়েছে। এ সমস্ত পুস্তক উত্তর প্রদেশের কংগ্রেস সরকারের শিক্ষা দফতর প্রকাশ করেছে এবং তা বিগত পনের বছর ধরে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ানো হচ্ছে।

১৪. 'দি টাইমস অব ইন্ডিয়া' এপ্রিল ২৮, ১৯৬৯ সাল।

১৫. জামাত ওলামায়ে হিন্দু একটা মুসলিম প্রতিষ্ঠান যা পাকিস্তান সৃষ্টির বিরোধিতা করে কংগ্রেসের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছে।

১৬. কাশ্মীরের সাবেক প্রধানমন্ত্রী এবং পণ্ডিত নেহেরুর বিশ্বস্ত সহচর। প্রাক-স্বাধীনতা যুগে স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য সংগ্রাম করে কারাবরণ করলেও স্বাধীন ভারতে তিনি এগার বছর রাজবন্দী ছিলেন।

১৭. এলাহাবাদ গোলযোগের সম্পূর্ণ বিবরণ মুসলিম মজলিসের নিকট জমা আছে—এখানে কেবল সারাংশ লেখা হলো। পার্লামেন্ট সদস্য, কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রীসহ নামজাদা হিন্দু মুসলিম নাগরিকের বিবৃতি ও অকুস্থলে অনুসন্ধান কার্য চালিয়ে এবং পুলিশী বর্বরতার ফলে ক্ষতিগ্রস্তদের রিলিফ দিতে গিয়ে মুসলিম মজলিস কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতেই এ রিপোর্ট প্রণয়ণ করা হয়েছে।

১৮. প্রভিন্সিয়াল আর্মড কনস্টেবুলারী।

১৯. অর্থাৎ, ১৯৬৯ সনের মে মাসে এর রিপোর্ট তৈরীর সময় পর্যন্ত।

www.pathagar.com

চিত্র প[illegible]বিচিতি

* কাশ্মির এর দৃশ্য। 'বোরকা' পরি[illegible] এমনি[illegible] মহিলাদের ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনী তল্লাশীর নামে [illegible]বারকা'র ভেতর হাত দিয়ে অন্যরকম তাল্লাসী চালায়।
* ধ্বংসপ্রাপ্ত একটি এলাকা এই বিশ্বে সব সন্ত্রাসের স্বরূপই এক ও অভিন্ন।
* 'মাও' গ্রামে নিহত মুসলমানের লাশ।
* '৭১ এর আগে এবং এখনো বাংলাদেশী মুসলমান এই পোষ্টারটিকে বিশ্বাস করে করে সম্মান।
* 'গারমা গারাম' আযানের সাথে র‍্যাপ সঙ্গীত রি-মিক্স করা ক্যাসেটের প্রচ্ছদ চিত্র।
* ধ্বংসপ্রাপ্ত বাবরী মসজিদের উপরে দাঁড়িয়ে উল্লাস করছে হিন্দুরা।
* মসজিদ কী মুসলমান ভাঙে না ভাঙে অমুসলিম? এগুলো '৭১-এর চিত্র।
* মসজিদ সহ ধ্বংসস্তুপে পরিনত একটি গ্রাম।
* মিরাটের অগ্নিকান্ডে ধ্বংসপ্রাপ্ত একটি গ্রামের অংশ মাত্র।
* বিশ্বের কোন্ দেশের অগ্নিকান্ডের সাথে দিল্লী অগ্নিকান্ডের মিল নেই? এ অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে সংখ্যালঘুদের উপর।
* পাঠকের এ প্রশ্ন অবান্তর হবে না—ভারতে মুসলিম গণহত্যার সাথে ভারতের বর্তমানে সবচাইতে দামী ও নামী অভিনেতা সঞ্জয় দত্ত'র কী সম্পর্ক? সম্পর্ক নেই—তবে প্রবাদ নয়, কথাই আছে—পুলিশে ধরলে ২০ ঘা! ওরা যতোটা ভালো করতে পারে পারে, ততোধিক খারাপ করতে। হাওয়া থেকে ধরে নাকি ডাকাতি, লুট, খুন, যা ইচ্ছে কেস চাপিয়ে দেয়া যায়। কিছু না পারলে ৫৪ধারা। 'টাডা' এবং এদেশে সন্ত্রাস দমন কাগুজে আইনতো আছেই—গোয়াল দিয়ে কী হবে? গরুতো আছে! তাতেই চলে যাচ্ছে, যাবে।

সুনীল দত্ত'র বিয়েটি ভারতের একটি বিতর্কীত বিয়ে। কারণ, স্বাগত নার্গিস মুসলমান হয়ে ('লাভী' বম্বের চলচ্চিত্রের বাজে লোকদের ব্যবহৃত একটি স্লাং) সব করতে পারবে—বাবুরা মধু লুটিবে—হিন্দু বিয়ে করতে পারবে না—পারলেও হিন্দু হতে হবে। যা নার্গিস কখনো প্রয়োজন মনে করেননি।—সুনীল

www.pathagar.com